কবিতাসংগ্রহ

তপোধীর ভট্টাচার্য

কবিতাসংগ্রহ

কবিতাসংগ্রহ

তপোধীর ভট্টাচার্য

এবং মুশায়েরা
৩৮/এ/১, নবীন চন্দ্র দাস রোড
কলকাতা ৭০০০৯০

KABITASAMGRAHA
A Collection of Bengali Poems
of Tapodhir Bhattacharya
Rs. 80.00

প্রথম প্রকাশ
পৌষ ১৪১০। জানুয়ারি, ২০০৪

গ্রন্থস্বত্ব
স্বপ্না ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ
প্রকাশ কর্মকার

প্রকাশক
সুবল সামন্ত
এবং মুশায়েরা
৩৮/এ/১, নবীন চন্দ্র দাস রোড
কলকাতা– ৭০০০৯০

পরিবেশক
চ্যাটার্জি পাবলিশার্স
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলকাতা৭০০০৭৩

মুদ্রক
প্রিন্টিং আর্ট
৩২এ, পটুয়াতলা লেন
কলকাতা ৭০০০০৯

মূল্য : আশি টাকা

তুমিই আমার ব্যক্তিগত নির্জনতা.....

মেঘে-মেঘে বেলা হলো। ভাষা-শ্রমিক হিসেবে কথা-পৃথিবীর নির্যাস নিঙড়ে নেওয়ার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে গেছে পথ থেকে পথান্তরে। জমি থেকে আকাশ আর আকাশ থেকে জমি পরিক্রমার সূত্রে গড়ে উঠেছে শব্দে সমর্পিত অনুভবপুঞ্জ। কখনও তার নাম কবিতা কখনও ছোটগল্প কখনও প্রবন্ধ।

কথাপৃথিবীতে আলো আর অন্ধকার , বাচন আর নৈঃশব্দ্য কী অজস্র যুগলবন্দি লিখে যাচ্ছে— তা বুঝতে চাই যখন, কবিতা জন্ম নেয়। সামাজিক ভব্যতা আর নিয়মের কোলাহলে ক্লান্তধ্বস্ত হয়ে যখন নির্জনে নিজের মুখোমুখি হতে চাই, কবিতাই তো সবচেয়ে বড়ো আশ্রয়। গত তিন দশকে এই আশ্রয়ের খোঁজেই জমে উঠেছে বেশ কিছু কবিতা।

নিজের অগোছালো স্বভাবের জন্যে কবিতা-সংগ্রহ প্রকাশের ভাবনা এতদিন উদ্যমে রূপান্তরিত হয়নি। যাঁর একান্ত আগ্রহে, চেষ্টায়, তাগিদে এখন একটি স্বপ্ন বাস্তব হয়ে উঠছে— আমার সমস্ত ভেঙে তিনি দীর্ঘ হয়ে উঠছেন প্রতিদিন। কবিতার মতো তাঁকেও বারবার নতুন করে আবিষ্কার করে নিতে হয়।

কিছু কবিতা কপি করে দিয়েছে শ্রীমতী রূপা ভট্টাচার্য। আর , কবিতাগুলির প্রথম পঙ্‌ক্তির বর্ণানুক্রমিক সূচি তৈরি করে দিয়েছে শ্রীমতী বন্দনা ও চন্দনা দত্তচৌধুরী। ওরা দ্বিরালাপে বিশ্বাসী; অতএব তাদের ধন্যবাদ জানাব না। আর, প্রকাশক, এবং মুশায়েরার সম্পাদক, শ্রীমান সুবল সামন্ত তো আমার প্রিয় অনুজ ও সহযাত্রী।

এই বয়ান কবিতা-সংগ্রহের ভূমিকা নয়। যদি কখনও দ্বিতীয় খণ্ড বেরোয়, তখন না হয় পেছন ফিরে তাকানো যাবে। আপাতত শুধু এইটুকু জানাতে পারি, কথার বাইরের কথা আর কথার ভেতরের কথা সম্পর্কে আমার বিস্ময় আজও ফুরোয়নি। কবিতার আশ্চর্য নৈঃশব্দ্য বিহ্বল করে আমাকে , এখনও।

সূ চি

গ্রন্থসূচি

তুমি সেই পীড়িত কুসুম ১১
কবচকুণ্ডল ৬৩
আসন্ন, শুশ্রূষার বার্তা ৯১
কৃষ্ণপক্ষ ১০৫
কিংবদন্তির ভোর ১১৫
প্রথম পংক্তির বর্ণানুক্রমিক সূচি ১৩৬
কাব্যপরিচয় ১৪২

তুমি সেই পীড়িত কুসুম

রণবীর পুরকায়স্থ, মিথিলেশ ভট্টাচার্য

ও

শেখর দাশকে

শতক্রতুর অবিস্মরণীয় দিন-রাতগুলি মনে রেখে

আগুনের কাছে

আগুনের কাছে এত দ্রুত যাবে?
যাও, তবে জলের করুণা
শিখে নিয়ো।

ঈষৎ সন্ধ্যার চোখে নিমীলিত
অশ্রু ফুটেছিল, তাকে
ভুলে যেয়ো।

আবহবিজন থেকে অলক্ষিত
হিম ঝরেছিল, তাও
ভুলে যেয়ো।

আগুনের কাছে এত দ্রুত যাবে?
যাও, তবে জলের করুণা
শিখে নিয়ো।

রেলগুমটির ধারে

এই মাটি, এই মেঘ, এই বনভূমি
আমাদেরে যত জানে, আমরা কি ততটুকু জানি?
এই মন বারবার মেধা ও মজ্জায়
যাকে ঘুরে-ফিরে খোঁজে, কে তাকে জেনেছে?

বন্ধ মুঠি খুলে যায় নিথর বাতাসে
অন্ধকার থেকে যেন কে চেঁচিয়ে বলে :
ইস্টিশান, ইস্টিশান!
ভুল শব্দাবলী বুকের গভীরে প্রপাতের মতো
নেমে যায়, জলধারা ছুঁয়ে যায় মাটির শরীর
খোলা মুঠি থেকে ধুলোয় গড়ায় পুরোনো মোহর :
ইস্টিশান, ইস্টিশান!
এই পথ, এই নদী, এই শস্যভূমি
আমাদেরে যত জানে, আমরা কি ততটুকু জানি?
এই চোখ দিশাহীন সুখ ও নিঃশ্বাসে
যাকে বারবার খোঁজে, কে তাকে জেনেছে?

বোধ

কেউ তো আমার মুখ দেখে না চোখ দেখে না
বুক দেখে না
আমি একা পথের পাশে নদীর পাশে
যেমন-তেমন
সুখের পাশে বন্ধুবিহীন দাঁড়িয়ে আছি
অন্ধকারে
যে-যার-পথে যে-যার-প্রেমে যে-যার-সুখে
আত্মীয়তায়
মগ্ন আছে মাটির ভেতর যেমন শেকড়
প্রতিশ্রুতির
শরীর ছুঁয়ে গভীরে যায় অল্প-স্বল্প
দুঃখে কাটায়
কেউ জানে না জীবনযাপন নির্জনতায়
আমূল পোড়ে
আদ্যোপান্ত স্মৃতিই থাকে কলুষবিহীন
মুখচ্ছবির
কেউ তো আমার মুখ দেখে না বুক দেখে না
চোখ দেখে না

যৌথ শবাগার

নিঃশব্দ জলের তোড়ে ভেসে যাচ্ছে যৌথ শবাগার, কিশোরীর
বাদামি চিবুক থেকে মায়াময় নির্জন তর্জনি
তুলে আনছে গাঢ়তম রেখা, জলের নির্ঘোষ নেই, তবু মাঝে-মাঝে
স্রোতের বিষাদ দেখে কিশোরীর চোখ ভরে যাচ্ছে
জলে, বাতাসের ওষ্ঠ-চলাচল তার চুল ঝামরে দিয়েছে
চোখের আফোট নীলিমায় কবেকার অভিমান
জেগে আছে স্মৃতির সন্ত্রাস নিয়ে

আজ, নদীর উপান্তে ঐ স্রোতের বিষাদে কিশোরীর চোখ
মগ্নতা জেনেছে, যে জলে নির্ঘোষ নেই তার
নিবিড় ওঙ্কার থেকে জেগে উঠছে দৃশ্যগত ভুল, তর্জনির নখে
হয়তো বা লেগে আছে খুঁটিনাটি ভ্রম

নিঃশব্দ জলের তোড়ে ভেসে যাচ্ছে যৌথ শবাগার

আবহ

ফুল যে হঠাৎ ফুটেছে
সেকথা
ফুলের প্রকাশ্য দেশে না-বলাই
ভালো
ফুলের ভিতরে আজ জাগে
অন্য
কোনো ফুলের ইশারা

চোখের ভিতরে আছে অন্য কোনো
চোখ
সেই চোখ তন্ময়তা ঠিক ভালোবাসে
আজ
চোখের দ্যুলোকে ফুটে ওঠে গূঢ়তম
নীল
প্রতি রঙে প্রতিটি রেখায়

ফুল ফোটে ফুলেরই মতো
অভিমানে
সেই কথা চোখ যত জানে
ততটুকু
ফুলেরা জানে না।

প্রাকৃতিক

বড়ো অবেলায় এল নরম ফুলেরা
স্পর্শ দিয়ে স্পর্শ নিয়ে
হল কমনীয়, আর
এক জন্ম থেকে অন্য জন্মে ছুটে গেল
ফুলের আহ্লাদ, ফুলের স্তব্ধতা

তরুণ মেঘের মনে বড়ো ভার, জলবহনের
বেলা যায়
মৃদু গন্ধ নিয়ে ভেসে আসে ফুলের বেদনা
মেঘ তো জানে না কিছু , শুধু
নেমে আসে ফুলেদের কাছে, স্পর্শ দিয়ে
স্পর্শ নেবে বলে

যে-ফুল ঘুমিয়ে তাকে মেঘ জাগাবে না
শুধু ছুঁয়ে থাকবে সারারাত
আর, ফুলের স্তব্ধতা শিখে নিয়ে
উঠে যাবে কিছু দূর
তারপর, ধীরে, ঝরে যাবে মেঘের হৃদয় থেকে
জলবহনের ভার
জেগে থাকবে প্রিয় ফুলের শিয়রে
সমস্ত জীবন

একটি জীবন

নদীর কাছে নারীর কাছে একটি জীবন পুড়তে জানে
একটি ভ্রমর উড়তে জানে একটি গোলাপ ফুলের কাছে
ঈষৎ দহন উপর্য্যুপর মেধার ভিতর বুকের ভিতর
ফুলের ভিতর ঘ্রাণের ভিতর তোমার আমার চোখের ভিতর

একটুখানি ভুল বাসনা মেনেই আমি শরম ভাঙি
একটুখানি পদ্যগরল খেয়েই আমি কুসুম ছিঁড়ি
একটুখানি ভাবতে ভালো একটুখানি জাগতে ভালো
একটুখানি প্রখরতায় পরানসখার পোড়াও ভালো

নদীর কাছে নারীর কাছে একটি জীবন পুড়তে জানে
একটি ভ্রমর উড়তে জানে একটি গোলাপ ফুলের কাছে
ঈষৎ দহন উপর্য্যুপর মেধার ভিতর বুকের ভিতর
ফুলের ভিতর ঘ্রাণের ভিতর তোমার আমার চোখের ভিতর

তুমি

তুমিই আমার ব্যক্তিগত নির্জনতা, আমার কুহক

এইখানে হ্রদের পাশে জেগে উঠছে সুপারমার্কেট
যে শিখেছে নির্মাণ-নৈপুণ্য
তারও বৈরাগ্য চাই, চাই মহানিষ্ক্রমণ
ঐ দ্যাখ, কী সুন্দর মেঘ ভেসে যাচ্ছে, ভেসে যাচ্ছে চাঁদ
শুধু তুমি জেগে আছ সুপারমার্কেটে
আর, তোমার ঐ স্লিভলেস জামার
নিভৃতি থেকে ক্রমশই স্ফুটতর হচ্ছে অন্তর্বাস
সমস্ত ব্যস্ততা ও কোলাহল থেকে তুমি কেবলই
নৈর্ঋৎ কোণের দিকে সরে যাচ্ছ
তুমি যেন আমার গোপন তৃষ্ণা , সান্ধ্য অনুভব
তবু, যে শিখেছে নির্মাণ-নৈপুণ্য তারও বিস্মৃতি চাই
চাই মুক্ত পথ, বৈরাগ্য ও মহানিষ্ক্রমণ

তুমিই আমার ব্যক্তিগত নির্জনতা, আমার কুহক

পাখি

তাকে তুমি শূন্য খাঁচাটাই শুধু দিয়েছিলে
পাখিটা দাওনি
এমন কী, তাকে কোনো ফুলও দাও নি, যে,
সে তার গার্হস্থ্য সাজাবে!

তার চোখে শোক ছিল কিন্তু ঘুম ছিল না
তার চোখে তাপ ছিল কোনো অশ্রু ছিল না
এত বোঝা
তাকে কেন দিলে তুমি
এত পাপ তাকে কেন দিলে?

তাকে তুমি শূন্য খাঁচাটাই শুধু দিয়েছিলে
পাখিটা দাওনি
এতই দিয়েছ যখন, বয়ে যেতে দাও, অন্তত
তাকে বলে এসো
ভালো থেকো!

আলো

সারারাত তুমি পুড়েছিলে, এইবার ওঠো
চেয়ে দ্যাখো
তুমি আর একা নও, মোম নও , তোমার বন্ধুতা
প্রতিটি ফুলের কাছে
ঋণ মেনে নেয়, বলো, এখনো কী
ছাই হয়ে যাবে?
ছুঁয়ে দ্যাখো, এই চোখে অশ্রু ঝরেছিল
দাহে, অপমানে
তবু তুমি একা নও, মোম নও, সারারাত
পুড়েছিলে
তাই আজ ছাই হয়ে যাবে?

সন ১৯৭৬

ভিত নড়ে উঠছে। উঠুক। শক্ত হাতে কুলুপ
এঁটে দাও
দুয়ারে। দমকা হাওয়া নিভিয়ে দিচ্ছে আলো
তাপের অভাবে
নুলো হয়ে গেল চোখ। হিম জমে জমে
হিম। হিম
জমে-জমে হিম। ভারি হয়ে এল বুক। আলো
ভুলে-ভুলে
বুঝি এভাবেই নুলো হয়ে গেল সব। ভিত নড়ে
উঠছে। উঠুক
শক্ত হাতে কুলুপ এঁটে দাও দুয়ারে। হিম জমে-জমে
হিম। হিম
জমে-জমে হিম। দমকা হাওয়া নিভিয়ে দিচ্ছে আলো
অন্ধকার
আরো গাঢ়, তাই শক্ত মুঠোয় ধরো। ছিনিয়ে আনো
দু'হাতে তোমার
সকাল। আর, আপন গোপন তাপময় প্রতিরোধ।

চালচিত্র

আহত স্বপ্নের ক্ষোভে ফেটে গেছে খড়ের প্রতিমা
বিবর্ণ কাঠামো জুড়ে
পড়ে আছে ব্যবহৃত নিরেট শূন্যতা, বাসি মোম, স্মৃতি
খড়ের আড়ালে
আমাদের সাবলীল দহনের বোধ, নির্মাণের
নগ্ন অবসান

সারাদিন সারারাত জল-পতনের শব্দে কেঁপে ওঠে
রক্তাক্ত ক্যানভাস

নির্বাসন

তুই আমায় নির্বাসন দিয়েছিস দে
শুধু জেনে যা
আগুন কোনো আপন পর মানে না

এক্ষুনি যদি নামে তো নামুক
বাদলধারা
আয় ঢল আয় প্রপাতের চেয়ে
ছন্নছাড়া

নয়নে বিষ বিষ হৃদয়ে তাই পুড়েছি
তবু জেনে যা
বিষে কখনো বিষের ক্ষয় হবে না

তুই আমায় নির্বাসন দিয়েছিস দে
শুধু জেনে যা
আগুন কোনো আপন পর মানে না

সিসিফাস

সারাজীবন পাথর বইতে হবে
সারাজীবন পাথর ছিল ভারি
সারাজীবন চোখের উপত্যকায়
অশ্রু থেকে জাগতে থাকে পাথর

সারাজীবন গভীর স্বপ্নগুলি
গ্রন্থিভেদে উৎসাহ দেয় তাকে
সারাজীবন পাথর গড়ায় পথে
দেবাংশী মেঘ মেঘের মতন ঝরে

সারাজীবন পাথর বইতে হবে
সারাজীবন দহন ছিল জানা
ভস্মরাশি পাথর হয়ে নেমে
উপত্যকার পথ করেছে ম্লান

ফিরে এসো

ফিরে এসো মন্থরতা সজল দিনের ঘোর আলস্য
ফিরে এসো সহজিয়া চণ্ডীদাসের সই সজনি
মন-খারাপের বিকেলবেলায় ব্যর্থ প্রেমের পতঞ্জলি
নিয়ে এসো কিংবা কোনো বিচ্ছেদেরই মহাভাষ্য

ফিরে এসো গাছের সবুজ মিঁয়াবিবির তুমুল লাস্য
যুবক কবির বিরহ তাপ এলোমেলো ব্যঙ্গ হাস্য
নিয়ে এসো মদিরতায় আকিঞ্চন ও হল্লা বিপুল
কেউ জানে আজ কোন্ বিপিনে ভাঙ্ছে কাহার এ-কূল ও-কূল

নামুক ছায়া এই অবেলায় একেই বলো জীবনযাপন
ফিরে এসো স্মরগরল ফিরে এসো ঘোর আলস্য
নিয়ে এসো হৃদয় খুঁড়ে ভুল বাসনার টীকা-ভাষ্য
ধর্মাধর্ম উচ্চাকাঙ্ক্ষা কনীনিকায় অশ্রু গোপন

মনে পড়ে

পাহাড় তোমার চূড়ো দেখলে ঘরে ফেরার পথ ভুলে যাই
সব ভুলে যাই পথ ভুলে যাই আকাশলীনা নদীর ভেতর
সুখ মনে নেই নদী তোমার কন্টকিত জীবনযাপন
ভুলেই গেছি ধ্যান-অবসান কখন সাধের ফুল ফুটেছে
ফুলের জন্ম জেনেও আমি রিক্ত এবং ক্ষুব্ধ হলাম
থম্‌কে গিয়ে নষ্ট হলাম বাঁশি শুনে অর্ফিউসের
নষ্ট বলেই হিমচ্ছবি পাহাড়চূড়োয় মেঘলা বিকেল
মেঘলা বিকেল নইলে কী আর আজো তোমায় মনে পড়ে
মনে পড়ে পাহাড় তোমায় ঘরে ফেরার পথ ভুলে যাই
বাঁশির মোচড় সত্তা জুড়ে সব ভুলে যাই নদীর দেশে
নদী তোমার সুখ মনে নেই কন্টকিত জীবনযাপন
মনে পড়ে ধ্যান-অবসান পাহাড় তোমার হিমচ্ছবি।

স্তব : কোলাজ

তুমি সেই পীড়িত কুসুম
মেধার গভীরে আনো অব্যক্ত সন্ন্যাস
রহস্যের অনুসঙ্গ নিয়ে
শান্ত উদাসীন অমোঘ নীলিমা, এসো
মুগ্ধ সমতলে

চোখের গভীরে তুমি শুষে নাও
মনোবীজরাশি
বিদায়ের স্তব শুনে-শুনে প্রতিমা
পাথর হলে যদি
ভাস্কর-লাবণ্য থেকে তবু গাঢ় বিহ্বলতা
কেন ফুটে ওঠে?

তুমি সেই পীড়িত কুসুম
মাঝে মাঝে আলো দাও ইচ্ছে হলে
একনিষ্ঠ ছায়া

আমার সমস্ত ভেঙে দীর্ঘ হতে চাও
নাও যশ, নাও জয়, নাও ঋদ্ধি, নাও

মধুপুর

কী করে ভোলালে তাকে, কী করে যে গেলে মধুপুর
কিছুটা বা খেদ ছিল, কিছুটা কি ঋণ ছিল তার
তাকে নিয়ে গেলে তবু, আমাদেরে
দিয়ে গেলে অসামান্য ঘুম
কী করে শেখালে যতি, কী করে যে জাগালে প্রবাস

কিছু বুঝি রিক্ত ছিল, কিছুটা কি তাপ ছিল তার
তাই তাকে নিয়ে গেলে, আমাদেরে
দিয়ে গেলে নিদালির ঘোর
কেন যে ভোলালে তাকে, নিয়ে কেন গেলে মধুপুর?

একা

একা এত একা নয় যতটুকু ওরা ভেবেছিল
একা বোঝে অস্নাবির ঘ্রাণ
কত যন্ত্রণা-বিধুর, কত ভুল প্রতিদিন কত ব্যর্থ
প্রতিরাত, একা জানে আর্তি কত
পারম্পর্যহীন, কেন ফুটে ওঠে বিস্মৃতির ছবি
প্রতিদিন, শুধু বোঝে
দিনের তমসা এত রুগ্ন নয় যতটুকু ওরা ভেবেছিল

রাত তাকে দিয়েছিল অতন্দ্র পিপাসা
দিয়েছিল ঋণ, আনখ-বেদনা
দিন থেকে দিনান্তরে কেন ফুটে ওঠে
সেই গাঢ় সূচিকাভরণ, একা জানে
কত যন্ত্রণাবিধুর সেই অস্নাবির ঘ্রাণ
একা বোঝে কেন ঋণ বাড়ে, কেন ব্যর্থ প্রতিরাত
আনে লুব্ধ কালকূট, শুধু জানে
রাতের তমসা এত রুগ্ন নয় যতটুকু ওরা ভেবেছিল

একা এত একা নয় যতটুকু ওরা ভেবেছিল

গাছবিষয়ক

গাছের সংসারে ছিল কাঁচাখেকো রোদ— ছিল ফুল, ছিল
বীজ, পাখিটির ছায়া— দ্রাবিড় বনানী থেকে
উড়ে এসেছিল তোটকের ঘ্রাণ, কুঁড়িটির হাসি গাছ
শিখে নিয়েছিল— সমর্পণে, মৌন অভিমানে
বাষ্পাবলী শুষে নিয়েছিল, লাবণ্যের খুব কাছাকাছি গিয়ে
ফেটে পড়েছিল একা-একা— কোথাও পাখির
শব্দ নেই শুধু তার ছায়া পড়ে আছে গাছের শরীরে, বীজে—
বুঝি কোনো গোপন আহ্লাদে ফুটেছিল
গৌতম বুদ্ধের চোখ তার সূচীবিদ্ধ ফুলে, ধীরে-ধীরে
কুঁড়িটির হাসি পাতার আড়ালে
ন'লক্ষ কুসুম হয়ে ফোটে— শুধু সমর্পণে শুষে নিয়ে
গাঢ় হাহাকার
গাছের সংসার জুড়ে শুয়ে থাকে কাঁচাখেকো রোদ।

ছুটির দিন

সারাক্ষণ , এই গরমের ছুটি, আমাকেই তাড়া করে এল
তোমার উজ্জ্বল দন্তপাঁতি
সারাক্ষণ, প্রিয় সাবানের ঘ্রাণ, ছুটে এসেছিল ঘরে
বারান্দায়, খোলা ছাতে
এই গরমের ছুটি তোমাদের লোভনীয় ত্বকে এনে দিল
ঘন কুসুমের মসৃণতা
তুমি একা নও, তোমার বোনেরা ছিল কাছাকাছি, সাবানের
গূঢ় ব্যবহার ওরা জানে
সারাক্ষণ, এই গরমের ছুটি, ফুলেল তেলের গন্ধ আমাকেই
ক্লান্ত করেছিল, সারাক্ষণ
তোমার উজ্জ্বল দন্তপাঁতি, প্রিয় সাবানের ঘ্রাণ, তাড়া
করেছিল খোলা ছাতে, বারান্দায়, ঘরে।

তোমার হাসিতে

ছোট্ট পর্দাঘেরা ঘর কেঁপে উঠল তোমার হাসিতে— দেয়ালের
ঘড়ি থেকে খসে পড়ে গেল কাঁচ— নিছক
আমোদে আন্তরিকভাবে কেঁদে উঠল আমূলের শিশু , আর
একই সঙ্গে
জানালার কাছে দাঁড়িয়ে হেঁড়ে গলায় ককিয়ে উঠল
শিশুটির দাদা— অতসব
ঢেকে গেল তোমার হাসিতে— সন্ধিবেলাকার
রোদ এসে ঢুকল
পর্দাঘেরা ঘরের ভেতরে , কাঁপতে কাঁপতে
প্রত্যেকের চশমা থেকে খসে পড়ল কাঁচ— আর,
মনোবেদনায়
ঘরের নিভৃত আলো নিভিয়ে দিল একজন
রুগ্ন দার্শনিক।

সখি হে

আজ সমস্ত দিন হাত ধুয়ে-ধুয়ে চলে গেল, দ্যাখো
ঘষে-ঘষে
ক্রমাগত তুলে ফেলছি মরামাস, শেষ গন্ধ , আর
লেপ্‌টে-থাকা কালিঝুল, স্মৃতি
এই ক'দিন তোমাকে উল্টেপাল্টে দেখে নিয়েছি, কোথায়
তোমার ফাঁক-ফোকর, দান-ধ্যান, কোথায় কী—
মনে রেখো
তোমাকে যে সভ্যভব্য হতে হবে, এখনও কোনো দায়
ছিল না কখনো
তোমার বুক ও পিঠ থেকে গড়াচ্ছে লাল-নীল বল
থেকে-থেকে
আর উলের মতন আঁশ ছড়িয়ে পড়ছে ঘরে-দুয়ারে
সখি হে
তুমি ফিরিয়া আপন ঘরে যাও, আমার
এমন প্রতিভা নেই যে খানাখন্দ থেকে কুড়িয়ে আনব
তোমার ঐ পুরোনো ছেঁড়া চটি
এই ক'দিন তো দেখে নিয়েছি, কোথায় তোমার
মশারির ফুটো, অবিনাশী আত্মা, কোথায় কী—
আজ সমস্ত দিন
হাত ধুয়ে-ধুয়ে চলে গেল, ঘষে-ঘষে দ্যাখো
ক্রমাগত
তুলে ফেলছি শেষ গন্ধ, মরামাস, আর
লেপ্‌টে-থাকা কালিঝুল, স্মৃতি
সখি হে, তুমি ফিরিয়া আপন ঘরে যাও....

তোমার ঐ বিদায়ী হাত

আজ টেলিফোন বেজে উঠেছে আবার, বার-বার শুধু
নড়ে উঠছে রুমালসুদ্ধ তোমার ঐ বিদায়ী হাত
কম্বলের গভীরতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে দুটি
আলিঙ্গনাবদ্ধ নরনারী, তুমি
ঘনঘন রুমাল ওড়াচ্ছ, ঘনঘন টেলিফোন বেজে
উঠছে , শালিকের পালক থেকে
খসে পড়ছে রহস্যময় মেঘের প্রতিভা, তোমার
ঘরের প্রতিটি বারান্দায় ছিল
সপ্রতিভ ফেন্সিং , ঐখানে অপরাজিতা ফুল দিয়ে
তুমি তৈরি করেছিলে তোমার কর্ণাভরণ, সেই থেকে
রক্তের ভেতরে টের পাচ্ছি
অধিদৈব ছায়া , কে যেন ফিসফিস করে বলছে :
ওঠো হে, অনেক তো গুঞ্জরন হলো
ভোরবেলাই বেরিয়ে পড়ো, নইলে
এক পা যেতে না যেতেই তো ঠা-ঠা রোদ,
পুলিশ, স্পিডব্রেকার.....
অনেকক্ষণ হাত পেতে বসে রয়েছিলে, এ তোমার কর্ম নয়,
তোমাকে সুপুরিগাছের থেকে নেমে আসতে হবে
সরাসরি
গোযান-লণ্ঠনে, দ্যাখো, আজ শালিকের পালক থেকে
খসে পড়ছে রহস্যময় মেঘের প্রতিভা,
টেলিফোন বেজে উঠেছে মুহুর্মুহু, বার-বার
নড়ে উঠছে শুধু রুমালসুদ্ধ তোমার ঐ বিদায়ী হাত

তুমি , অমিতাভ

তুমি, অমিতাভ, ভুল পথে পাহাড় ও অরণ্য থেকে
সমতলে নেমে এসেছিলে—
ব্যস্ত জনপদে কে তোমাকে চিনেছিল?
নাকি তুমি সেই মূর্খ যুবকের মতো খুঁজেছিলে
ভুল অভিজ্ঞান?
ঘাম ও রক্তের চিহ্ন তুমি কী দ্যাখোনি?
তুমি , অমিতাভ, দামি কার্পেটের বুকে পা-রেখে
থম্‌কে দাঁড়ালে কেন?
ব্যস্ত জনপদে তুমি কী খুঁজেছ কোনো
গাঢ় প্রতিচ্ছবি?
তুমি কী দ্যাখো নি গ্লানি ও থুতুর চিহ্ন? নাকি
সেই মূর্খ যুবকের মতো
চেয়েছিলে ভুল অভিজ্ঞান? ব্যস্ত জনপদে
কে তোমাকে চিনেছিল?
স্থিতি নয় বিস্মৃতিও নয়— শুধু ঘুমঘোর
শুধু ভেসে-যাওয়া ছিল আমাদের
এলোমেলো ভ্রমণের পথে তাই তুমি ফেলে এসেছিলে
তোমার উষ্ণীষ—
পাহাড় ও অরণ্য থেকে বড়ো বেশি ভুল পথে
আমাদের সমতলে
অমিতাভ, তুমি নেমে এসেছিলে।

চৈত্রদিন

চৈত্রবীথিকায় ওড়ে অশালীন রেণু, মধুবিহ্বলের মতো
উড়ে যায়
সোনাপুর গ্রামে, ঐখানে আড়-বাঁশিটির সুরে ছড়িয়েছে
তুলোরাশি
যেন বীজ হবে, হবে গাছ, প্রতি ফুলে দেখা দেবে
পরাগ-মহিমা

ফের কোনোদিন চৈত্র এলে ঐ সোনাপুর গ্রাম
ভরে যাবে
ঘ্রাণে, প্রকৃতই তীব্রতম ঘ্রাণে জ্বলে উঠবে একা
দূর বীথিকায়
মধুবিহ্বলেরা জেগে থাকবে সারারাত, রাশি রাশি
তুলো উড়বে
চৈত্রদিনে, সোনাপুর গ্রামে মিশে যাবে সব পথ, প্রিয়
বাঁশিটির সুরে
জেগে উঠবে বীজ, ফুলে-ফুলে পরাগ-মহিমা, আর
গাছের হৃদয় থেকে
প্রতিদিন উড়বে অশালীন রেণু, লক্ষ লক্ষ , চৈত্রবীথিকায়

অনন্তের সংসার

জটিল বৃষ্টির আলো দুঃখকেই অমোঘ করেছে, দিয়েছে
সামান্য তাপ, জলীয়তা, বিচ্ছুরিত খেদ
কিছু জেনে কিছু বুঝে হেলাভরে বেলা চলে যায়
যায় বিজন আবহ থেকে অনিবার্য
চোখের আড়ালে
দিনান্তবেলায় তাকে চলে যেতে দেখেছিল অনন্তের বউ

অনন্ত মালীর ঘরে বউ আছে ছেলেপুলে নেই
বৃষ্টিপতনের শব্দে
তাদের একাকী রাত পার হয়ে যায়, ভেসে যায়
অনিবার্য তাপ
কিছু জেনে কিছু বুঝে চোখের আড়ালে

জটিল বৃষ্টির আলো দুঃখকেই অমোঘ করেছে

কোনোদিন প্রতিদিন

সমস্ত প্রকাশ্য পথ রুদ্ধ হয়ে যায়
কোথাও তবুও কোনো
পথ থাকে, গোপনে তাকেই
একদিন খুঁজে পাই মাত্রা ও যতির নিয়মে

কোনোদিন প্রতিদিন বৃষ্টি হয়, ছায়া হয়, শিশিরে
শিশির থাকে
কোনোদিন প্রতিদিন রোদ হয়, ফুলে-ফুলে কুসুমের
নবনীত ফোটে

সমস্ত মুখর শব্দ স্তব্ধ হয়ে যায়
তবুও কোথাও গোলাপের
কনীনিকা হয়ে
বাণীর নীরব ফোটে

সমস্ত প্রকাশ্য পথ রুদ্ধ হয়ে গেলে
গভীরের ছবি
কোনোদিন প্রতিদিন ফোটে

শ্রমণ

সকালে এ-পথ দিয়ে একজন শ্রমণ দূর দিগন্তের
দিকে চলে গিয়েছিল, আর
যেতে-যেতে শুধু একবার আমার দিকে শান্ত চোখে
তাকিয়ে অস্ফুট মন্ত্র বলার
ভঙ্গিতে বলেছিল : ভালো থেকো, সেই থেকে
পথের পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছি,
শ্রমণ ফিরল না, গড়িয়ে সকাল গড়িয়ে দুপুর
গড়িয়ে বিকেল সন্ধ্যা এল
এল রাত, শ্রমণ তবু এল না সে না এলে
আমাদের ঘিরে নামবে
শব্দহীন অন্ধকার, শুধু অন্তরীক্ষ থেকে পৃথিবী অবধি
জেগে থাকবে অবিরল সামস্তোত্রগুলি

প্রতিটি সকালে সে এভাবে দূর দিগন্তের দিকে
যাবে , আর
প্রতিটি বিকেলে থাকবে আমাদের অনন্ত প্রতীক্ষা

জল

কতটুকু যেতে পারি, ঠিক কতটুকু?
কতখানি হলে
চোরাবালি, ঠিক কতখানি হলে জল?

মাটি খুঁড়ে-খুঁড়ে
মাটি, তারপর?
মাটি থেকে মাটি থেকে মাটি তুলে নিই
কোনখানে জল?

কতখানি পেতে পারি , ঠিক কতখানি?
কতটুকু হলে
চোরাবালি, ঠিক কতটুকু হলে জল?

শেষ মাধুকরী

যতই গোপন কথা বলি, তর্কাতীত সহজ লাবণ্য থেকে
ভেসে আসে গোধুলির ঘ্রাণ
যত বলি তুমি হও সাধ্যাতীত মনীষার বড়ো, তোমার আনত
চোখে জ্বলে ওঠে তাপময় দিন

চূর্ণ হয়ে আছি, প্রতিটি বন্ধন যদিও বা প্রতিরোধ জানে
জানে না তো কতটুকু হলে
স্মৃতি হবে বিজ্ঞাপিত ভাষার অতীত, বর্ণময় পথ ফিরে যাবে
গোধূলির তীব্র সন্নিধানে

তবে যাই পথ থেকে পথের ওপারে, ধুলো থেকে তুলে নিই
প্রত্যেকের শেষ মাধুকরী

যদি ছাই হয়ে যাই

যদি ছাই হয়ে যাই দিনের তিমিরে , ক্ষমা করো

যদি ভেঙে যায় বিষের প্রপাত, জলের গুঞ্জনে
শুধু ফুটে ওঠে দূরত্বের বোধ
ম্লান অভিঘাতে
জাগে শুধু ব্যর্থ পিপাসার স্মৃতি, আনো দিন
দাহ-জাগানিয়া

যদি মুছে যায় সমস্ত বৈভব আহত নির্জনে
তুলে নিতে দিয়ো
আজ ভাঙা ছেনিটিকে

ক্ষমা করো, যদি ছাই হয়ে যাই দিনের তিমিরে

নিদানের বেলা এল

বড়ো নিদানের বেলা এল আজ
বিস্ফারিত হয়ে ওঠে তাই
মূর্খ ও বধিরের তুমুল আড়ত , শেষ কোলাহলে
ফেটে পড়ে পথের নির্জন
শিল্পের দোহাই দিয়ে

নেমে যাও অন্য দ্রাঘিমার নিষ্ক্রমণে
মুছে ফেলে রতিখেদ, চলো
পাথরের দেশে
যা-ছিল নিভৃত আজ অনায়াস
কর্কশ হয়েছে

শিকড়ে জলের ঘ্রাণ

পথের ভনিতা যদিও ফুরোল
শিকড়ে জলের ঘ্রাণ
নটেগাছ এখনো সুঠাম

নেমেছে অনন্ত ঢল তেপান্তর জুড়ে
তেরো না তেত্রিশ নদী
হদিশ জানে না তার বেঙ্গমা-বেঙ্গমী
ভেঙে গেছে জিয়নকাঠিও

কে এল এ-পথে?
বলো, কেউ কী এ-পথে প্রকৃত এসেছে?

শিকড়ে জলের ঘ্রাণ
নটেগাছ তবুও সুঠাম

একা জাগে অন্তর্জলি

যাই সুষুপ্তির ঈষৎ আমিষ-দেশে, যাই
একা অন্তর্জলি
মণিকর্ণিকার জাগরণে, ধর্মযাজকের
পবিত্র পুস্তিকা দেখে বলি :
আগুন জ্বালিয়ে নিয়ো নিয়ম-মাফিক

কখনো সুষুপ্তি ভাঙে, শুনি প্রিয় তোমার নিঃশ্বাস
ছিলে ঘুম-ভাঙা-ভোরে বিকীর্ণমন্মথা
আর , বলেছিলে :
'হয়তো আকাশ তোমাকেও দিয়েছিল ছুটি'

হয়তো আকাশ , হয়তো আকাশ নয়
শুধু লাজুক যৌনতা থেকে
উঠে আসে ছুটির সন্তাপ, গ্রন্থিমোচনের
অলীক প্রতিভা
তাই আজ আগুনের জিভে লেলিহ সন্ত্রাস
আমিষের দেশে
একা জাগে অন্তর্জলি মণিকর্ণিকায়

যাই আরো একবার
ভারাতুর সুষুপ্তির কাছে, ভাবি তুমি
কেন বলেছিলে :
'হয়তো আকাশ তোমাকেও দিয়েছিল ছুটি'

বেহুলা

লোহার বাসর ছিল তবুও তো ছিদ্রপথে
নাগিনী ঢুকেছে
বেহুলার কাল-নিশি আধো ঘুম তন্দ্রায় কেটেছে
লখিন্দর নীল হলো মনসার শাপে
গাঙুরের ঘোলা জলে অভাগীর মান্দাস ভেসেছে

পারাপার নেই এই স্রোতে, স্বপ্নের ছলনা নিয়ে
সারারাত কেটে গেছে সই
অস্থি মজ্জা মাংস ও শোণিত যৌবনের সঙ্গে গেছে
ধাবমান মকরের গ্রাসে
হেঁতালের লাঠি ছিল, সপ্তডিঙা মধুকর, তবুও মান্দাস—
নদী শুধু ভাটিয়াল বয়

বাঁপাশে নেতার পাট, ডানদিকে বাঘের হংকার
নষ্টবেলা এখনো কাটে নি
স্রোত নয় কালনাগিনীর পথরেখা— মান্দাসে বেহুলা
একাকী শিহরিত হয়, স্বপ্নের ভনিতা নিয়ে
নদী আজও ভাটিয়াল বয়

পার ভাঙে, গোদাদের ঘাটে ছোবল গুটিয়ে ভয়
এখনো রয়েছে
সামালো সামালো সই; এত ভয়ের কুহরে
বুঝি বা ফোটে না ধান সিজান অঙ্কুরে

নিছনি নগর কান্দে, আর কান্দে
অমলা বেন্যানী
বাহুড়িয়া আসে না রে বেহুলা বহিনী
অবসন্ন পথে তার রোদের উদ্ভাস থেকে
ঝলকে ঝলকে ওঠে বিষ
কূলে দাণ্ডাইয়া ভাই মিথ্যে কান্দ কেনি

গাঙুরের ঘোলা জলে নষ্ট যৌবনের
মান্দাস ভেসেছে
বেহুলার কাল-নিশি ঘনঘোর
নিদানে কেটেছে

আমাদের সুখ নেই, সমর্পণ আছে

এই ঘরে লাবণ্যের বীজ উড়ে পড়েছিল, এই ঘরে
ব্যাকুলতা ছিল কোনোদিন, এখন কোথাও
গোপনতা বলে কিছু নেই, নেই
কোনো আলো-আঁধারের খেলা— সকলেই
জেগে আছি তবু

প্রতি ফুলে পতঙ্গের মতো জেগে আছি
সকলেই জেগে আছি ঘুমের গভীরে
স্বপ্নের চেয়েও মুগ্ধকারী— প্রত্যেকে শিখেছি
জেগে থাকা, এই ঘরে
জেগে থাকতে চাই

কোনোদিন ব্যাকুলতা ছিল লাবণ্যের, উচ্ছ্বসিত হয়েছিল
অঙ্কুরের উদ্‌গম সময়ে— এখন সমস্ত শান্ত
কোনো কিছু আলোড়ন নেই
তবু জেগে আছি, বীজের ভেতরে প্রখর উজ্জ্বল
গোপনতা ছিল কোনোদিন
আজ, এই ঘরে, ফুটে ওঠে প্রত্যেকের গূঢ় সমাচার

আমাদের সুখ নেই, সমর্পণ আছে

তুমি বলেছিলে

তুমি বলেছিলে বৃষ্টি দেবে
কিন্তু কখনো বলো নি তোমার বৃষ্টিতে
আগুনের দাহ রয়ে যাবে

তাই, তৃষ্ণায় যখন আমি
মেঘের জল্পনা করি
পুড়ে যায় আমার বসুধা

সহবাসে ক্লান্ত ভালোবাসা, তবু
অন্য কোনো ঋতুর আশ্বাসে
উড়ে যায় অনশ্বর মেঘ

তুমি বলেছিলে বৃষ্টি দেবে

ছিলে নীলে, এলে নোট-বুকে

কেন যে নির্মোক খুলে দিয়েছিলে তুমি
শহরের পথে
জলভারনত মেঘ তাই তো ঘনাল যুগল বিদ্যুতে
নিউজপেপারে
বিবৃতির খই তুমুল ছড়াল, স্মরগরলের তাপে
বাস্পীভূত হয়ে গেল
অনিমা-লঘিমা, আর লঘু বেদনার ভারে
কেটে গেল এ-ঘোর রজনী

কারা যেন খুঁটে-খুঁটে তুলে নিল নষ্ট প্রজন্মের
স্থায়ী ও অন্তরা
যুগল বিদ্যুতে জলভারনত মেঘ সহসা ঘনাল
এ-মাহ্ ভাদরে
ছোটো তরফের মেঘ এল, ও আল্লা , ছায়া এল না

কেন যে নির্মোক খুলে দিয়েছিলে তুমি
ছিলে নীলে
এলে নোট-বুকে।

চড়ুইভাতি

এসো, রোদ এখনো মধুর, এই
নিরালায় চড়ুইভাতিতে এসো

সব গ্রন্থি ছিঁড়ে নাও, নীলিমার নীবির বাঁধন
ছায়াম্লান ঘুমের ভেতরে চলে যাই

এসো , এঁটো মুখে চুমু খেয়ে নিই এই শেষবার
নীলিমার সঙ্গে শুয়ে থাকি ঘাস-বিছানায়

দাও সেঁকো বিষ, একে অপরের মুখে তুলে দিই
এই চড়ুইভাতির কোনো দায় নেই আত্মীয়তার

এসো শস্পশ্যাম রোদে, এই
চড়ুইভাতির নিরালায়

স্তব্ধ দূরান্তের দিকে

দূরান্তের চূর্ণ হাহাকারে ওড়ে জীবনানন্দের চিল
দু-কূল ছাপিয়ে যায় ঘন পার্বনের রাতে
ব্যথিতের গান : বলো , এই
নির্বিকার হিম যাতায়াত ভালো লাগে?
ভালো লাগে যে-কোনো ফুলের
গর্ভকোষে
পতঙ্গের যন্ত্রণা-বিলাস?

মুদ্রার ওপিঠে আছে পরাভব
মেনে নেব সব
যদি বরাভয় দাও, যদি বলো , ভালো
নিদালির ঘোরে
সমস্ত প্রপঞ্চ ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যাওয়া
মেনে নেব বিষের প্রপাত, আর
ক্লিষ্ট প্রতিমার দগ্ধ অবশেষ

ভালো, দীর্ঘ ত্রিযামায় জেগে ওঠা প্রস্তুতিবিহীন
স্তব্ধ দূরান্তের দিকে
ম্লান যাতায়াতে।

এখনো

এখনো রাত্রির দিকে ঘন হয়ে আসছে অন্ধকার
এখনো জলভ্রমে আলোড়িত হচ্ছে বিষ

আজ কেবলই ভেঙে যাচ্ছে দিন
ভেঙে যাচ্ছি রোজ
প্রত্যেকেই
এই ভাঙনের কোনো ধ্বনি নেই, প্রতিশব্দ নেই

প্রতিদিন
এক ভাঙনের বুক চিরে অন্য ভাঙনের দিকে
যেতে-যেতে
কোনোদিন কোনো ফিরে-দেখা নেই

এখনো রাত্রির দিকে ঘন হয়ে আসছে অন্ধকার

কম্পোজিশন

মাত্রাহীন নিরন্ন বিষাদে জল পড়ে
পাতা নড়ে,
বড়ো অসময়ে দুলে ওঠে রুগ্ন স্মৃতি
বড়োশিঙা গ্রামে

মনে পড়ে, কবে যেন ভেঙে গিয়েছিল
সংঘ আমাদের
নোনা ধরেছিল তাই ধ্বসে গেছে পুরোনো
খিলান , আজ
অসময়ে জল পড়ে, পাতা নড়ে ওঠে, দ্যাখো
শুধু ধুলো পথ জুড়ে

ভেঙে গেছে সংঘ সহজেই , তবুও
সমস্ত যায় সহজের দিকে
বিবিজান, কোনো ফুল ফোটে না শহরে

প্রতিদিন, চোখের ভেতরে

প্রতিদিন চোখের ভেতরে জমে ওঠে অশ্রুর লবণ
প্রতিদিন আর্দ্র কনীনিকা ছুঁয়ে
ভারাক্রান্ত মেঘ ঝুঁকে পড়ে শূন্যের অলিন্দ থেকে
শ্বাসে ও প্রশ্বাসে
ঝরে যায় শিল্পবোধ, ঘনিষ্ঠ কুসুম

প্রতিদিন স্মৃতির গভীর থেকে উঠে আসে নিরাশ্রয়
দিনের কঙ্কাল, আর
প্রতিদিন সোনার ফসল পুড়ে যায় যুক্তিহীন
নির্বাধ আগুনে

প্রতিদিন পুরোনো মুখোশ পালটে নিচ্ছি প্রত্যেকেই
তবু নিরুপায়
অশ্রুর উৎস নিয়ে জেগে উঠছে চোখ প্রতিদিন

জেগে ওঠো, গূঢ় মণিপুর

মূলাধার ভেদ করে জেগে উঠছে সদ্যঃপাতি শোক
ক্লান্ত পথিকের খেদ
পৌঁছে যাচ্ছে সহস্রারে, বিপন্ন হয়েছে আজ
পরিচিত পথরেখা
ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে ইড়া ও পিঙ্গলা

কেউ ঘরে ফেরে, কেউ কখনো ফেরে না
কেউ জানে, কেউ বা জানে না
আজ্ঞাচক্র, পথের নির্দেশ
রূপসীবাড়ির পথে জেগে ওঠো গূঢ় মণিপুর
বলো, ওঁ মণিপদ্‌মে হুম্‌

মূলাধার থেকে জেগে উঠতে দাও রহস্যের
কূটাভাসগুলি

কৃপণ আধুলি

হলুদ অলিন্দ ছুঁয়ে ভিখিরির কৃপণ আধুলি
সারারাত গড়িয়েছে
গৃহস্থের নিকোনো উঠোনে, সারাদিন ভবঘুরে
রঙিন ঝুলিতে ছিল
হাড়হাভাতের ক্ষুধা, আধুলি-স্বভাবে ছিল
আকাঙ্ক্ষার সিঁদুরে মোহর
আঁচড় কেটেও ভিখিরির ক্ষুৎ-কাতরতা ভোলে নি সে
অনিবার্য হলুদের ছোপ
গায়ে মেখে গড়িয়েছে তাই ভাঙা সে-অলিন্দ ছুঁয়ে

কখনো বা জবুথবু হয়ে শুয়ে থাকে সে-ভিখিরি
কাঁথা ও কানির পাশে
পড়ে থাকে টুটো-ফাটা রঙিন ঝুলিটি, সে-সময়
বিনীত ভঙ্গিতে পোহায় শীতের রোদ
কৃপণ আধুলি

আমি একা ব্যর্থ জলযানে

স্রোতের আবর্ত থেকে রোজ ফুঁসে উঠছে স্মৃতিবীজ
ভস্মাধার থেকে
নিরীহ বাতাসে উড়ে যাচ্ছে রূঢ় চূর্ণ ছাই, দূরত্বের
গাঢ় অনুভবে ক্রমশ মিলিয়ে যাচ্ছে
শস্মদিগন্তের অন্ধকারে
একি স্বপ্ন একি মায়া একি ভ্রম

উজ্জ্বল স্থাপত্য ভেঙে অতর্কিতে উঠে আসে
হন্তারক ছায়া, দেখি
হঠাৎ কল্লোলিনী হয়েছে আরো নগর-সভ্যতা
হাততালি দিয়ে
তুমুল উল্লাসে ফেটে পড়ছে বীজ, দ্রুত
ফলোদ্‌গমে গাছ মুখর হয়েছে
একি স্বপ্ন একি মায়া একি ভ্রম

ফের, ছাই সরাতে সরাতে তুলে আনি
ভাঙা কুলোটিকে
জরাতুর সময়ে তখন দণ্ডিতের হাহাকার
শুষে নিচ্ছে শেষ ভালোবাসা
স্মৃতিবীজ ফুঁসে উঠছে স্রোতের আবর্ত থেকে
শুধু আমি একা ব্যর্থ জলযানে।

ব্যক্তিগত প্রতীকের শেষ অবসান

আজ, লঘু মুহূর্তের ঘোরে, ফেটে পড়ছে
নিজস্ব নির্মিতি
প্রতিটি বুদ্বুদে জেগে উঠছে সন্ত্রাসের
জৈব স্মৃতি
এতদিন ছায়া ও রোদের আড়ালে ছড়িয়ে পড়েছিল
শুধু আত্মভুক বিষ

কোথাও সঙ্গতি নেই, উত্থানের ছলে
নেমে গেছি প্রত্যেকেই
আজ, লঘু মুহূর্তের ঘোরে, ফেটে যাচ্ছে
নিভৃত করোটি

তাই ভালো মেনে নেয়া ব্যক্তিগত প্রতীকের
শেষ অবসান
ভুলে যাওয়া ভালো রুদ্ধ জীবনের যত
ভ্রষ্ট কথাগুলি
নষ্ট জীবনের একাকী নিষাদ হয়ে আর কোনো
ডুবে যাওয়া নেই
ধুলোর প্রচ্ছদ থেকে জেগে উঠবে রোজ
নতুন নির্মিতি

ক্ষুধার বিশ্বরূপ

শীতের উনোন ছুঁয়ে বসে আছে ভিখিরির শিশু
আগুনে পুড়ছে
কুটো-কাঁটা, ঘুঁটের সমিধ
একান্নবর্তী ভাঙা হাঁড়িতে ধীরে ধীরে রূপ নিচ্ছে
ওর বাক্যপথাতীত ব্রহ্ম

এই দৃশ্যে চমৎকৃতি নেই, শীতের উনোন
ভিখিরির অন্ন, আর
নির্বিকল্প তাপ— এতে কোনো
মনোহর চিত্রকল্প নেই

গোল হয়ে বসে আছে ভিখিরির শিশু ও বনিতা
ক্ষুধার বিশ্বরূপ
ফুটে উঠছে জটিল সুন্দর এই শীতের উনোনে

আগুনের আঁচে হেসে উঠছে
ভিখিরির শিশু
কেননা তক্ষুনি
হাঁড়ির গভীরে ঈশ্বর সুসিদ্ধ হয়েছেন।

কালরাত্রি আজ প্রতিদিন

দিনের পাপের ভারে নুয়ে পড়ছে রাতের ফসল
বিপুল নিসর্গ থেকে
নষ্ট চাঁদ উঠে আসছে ত্রাস ও নির্বেদে

ছিন্নমূল ব্যাকুলতা
গ্রহণের ছায়া হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে
পুড়ে যাচ্ছে প্রিয় বাসভূমি
দাহে, মন্বন্তরে

চাঁদ, ও চাঁদ তুমিও কী অর্ধেক ছায়া
গুটিয়ে নিয়েছ
রূপসীবাড়ির ওই গ্রামীন উঠোনে, খেয়া-পারানির
শেষ কীর্তিনাশা থেকে?

কালরাত্রি আজ প্রতিদিন, তাই
নির্বিকার ছোবলে-ছোবলে বিষ ঢেলে দিয়েছ তুমিও!

কেউ এল

কেউ এল আমাদের ঘরে?
মানুষ যেমন মানুষের কাছে আসে, যায়, থাকে?
কেউ এল আমাদের কাছে?

আমাদের চোখ আজ আমাদের চোখেদের ডাকে
আমাদের হাত আজ আমাদের হাতেদের ডাকে
কেউ জানে?

প্রত্যেকের চিতা আজ প্রত্যেকের ঘরে
লেলিহ্ আগুনে জ্বলে
প্রত্যেকের শব আজ প্রত্যেকের দিন
রাত্রি ভরে আছে

কেউ এল আমাদের ঘরে?
মানুষ যেমন মানুষের কাছে আসে, যায়, থাকে?
কেউ এল আমাদের কাছে?

ডেটলাইন আসাম ১৯৮৩

আমার নিজস্ব কুশপুত্তলিকা আমি আজ
নিজেই পোড়াব

আমি নিরুপায় দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখব
ফসলের মাঠ ঢেকে গেছে

রক্তের কলঙ্করেখায়, রমজানের অকলঙ্ক চাঁদ
গলে পুড়ে গেছে পিশাচ-সন্ত্রাসে
আদিগন্ত বধ্যভূমি জুড়ে আর নেই ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার
শান্ত আয়োজন

যমদুয়ারে দিতে কাঁটা
বোন দিয়েছে ভাইকে ফোঁটা
মর্তে নরক স্বর্গেও জহ্লাদ
ভায়েরা তাই গিয়েছে যম-দুয়ার

আমি নির্বিকার দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখব
আমাদের ধর্ষিত শরীর শুয়ে আছে বসুধানিবিড় হয়ে
দেখব, শিশু ও মায়ের হিম আলিঙ্গন মৃত্যুতেও
কত অশিথিল!
দেখব, শিশুর কবন্ধ রক্তপায়ী শকুনের ঠোঁটে
সংবাদলোভন হলো

মর্ত্যে নরক স্বর্গেও জহ্লাদ
ভায়েরা দ্যাখো গিয়েছে যম-দুয়ার

ধমনীতে রক্ত নেই জীবনে আবেগ নেই ক্রোধে কেন্দ্র নেই
কেবল বিষ
রক্তে তাপ নেই আবেগে স্বপ্ন নেই কেন্দ্রে আলো নেই
কেবল বিষ

যম-দুয়ারে দিতে কাঁটা
বোন দিয়েছে ভাইকে ফোঁটা
ভোরের আজানে জাগবে না সে-ভাই জাগবে না
আর কোনোদিন
কোজাগরি রাতে জাগবে না সে-বোন জাগবে না
আর কোনোদিন

আমি নিরুপায় দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখব
গৃধ্র শকুনির চকিত ভ্রমণ, আর
আমাদের অন্ধ বধিরতা
আমার নির্লজ্জ কুশপুত্তলিকা আমি আজ
নিজেই পোড়াব

সংযোজন

নির্জন

নির্জন আমাকে আরো নির্জন করেছে
গোপনে এসেছে কাছে
ধীবে ধীরে
চোখ তুলে
আমাকে দেখেছে একবার
তবু আমি নির্জনের দিকে তাকাতে পারিনি
বহুদূর থেকে
সিঁড়ি ভেঙে নির্জন এসেছে কাছে, পেছনে
লুটোচ্ছে তার
উত্তরীয়, বাঁ চোখের ঠিক নিচে এক ফোঁটা
অশ্রু জমে আছে
ধীরে ধীরে
নির্জনের চোখ বুজে আসে, তবুয়ো তখনো
আমার আঙুল
কাঁপে, হাত পোড়ে, তার কাছে যেতেই পারিনা
গোপনে এসেও
নির্জন আমাকে আরো নির্জন করেছে

আজ বৃষ্টি

আজ বৃষ্টি , আকাশের নিচুতলায় ঘোরাফেরা করছে মেঘ,
কালো ও ধূসর
রাস্তা দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে সোঁদা মাটির গন্ধ পাচ্ছে
প্রেমিক যুবকের দল
আজ বৃষ্টি , কাল রাতে মনোদুঃখে ভীষণ কান্নাকাটি করেছিলাম
আমার নিজের মুখ অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল নোনা জলে
বাটনহোল থেকে সদ্যফোটা গোলাপ
ছিনিয়ে নিয়েছিল একজন প্রত্নতত্ত্ববিদ
আমার শরীর থেকে খসে পড়েছিল
চুলদাড়িদাঁতকাননখ
ভীষণ ভয়ে
আমার আত্মা উড়ে গিয়েছিল প্রাগৈতিহাসিক চাঁদের দিকে
কাল মেঘ ছিল না
আজ বৃষ্টি, প্রগাঢ় তুফান ও জলধারা নেমে এসেছে
একসঙ্গে, কাল কেউ
আমাকে স্বাগতার ঠিকানা বলে দেয় নি, কেউ বলেনি
ওদের তেতলা বাড়িটা ঠিক কোথায় ও কত উঁচু
আমি আন্দাজে এদিক-ওদিক খুঁজে দেখেছি,
আমার কিছুই ভাল লাগে না, নিঃশ্বাস
নেওয়ার মতো ভদ্রগোছের জায়গা পাইনি খুঁজে, কাল সারাদিন
কাঠফাটা রোদ্দুরে সাগরের রাস্তা খুঁজেছি
আমাকে কেউ কিছু বলে দেয় নি, সবাই ফিরিয়ে দিয়েছে
ফিরিয়ে দিয়েছে উৎসব-মন্ডপ থেকে, ভোজবাজির মতো
আমার শরীর থেকে ছায়া চুরি গেছে কাল
আজ বৃষ্টি, আজ সারাদিন-ই ঘোরাফেরা করছে
কালো ও ধূসর মেঘ

কবি

একজন কবি কলম হাতে নিয়ে ক্রমাগত ঘষছিলেন
নাকে, কপালে, মাথায়
আঙুল মটকাচ্ছিলেন ঘনঘন, বিব্রত মুখে
দেখছিলেন এদিক-ওদিক: গৃহিনীর রুষ্ট মুখ, ঝলমলে বালক
যদি কোথাও কিছু মিলে যায়!

তাঁর লেখার টেবিল থেকে দেখা যায় : বাড়ির গেটে
বোগেনভিলা
বাগানে রঙ্গন যুঁই করবী , ফাঁকেফোকরে আলো
সামনে মাঠ পেরিয়েই দত্তদের বাড়ি যার গায়ে গা-ঠেকিয়ে
উঠছে একটা স্কাইস্ক্রেপার
জায়গাটা বদলে যাচ্ছে : নতুন করে সব আরম্ভ করতে হবে!

দুধওলা আজ-কাল বড্ড ঝামেলা করছে, একশো দুধে তিনছটাক জল
মেজ মেয়েকে দাঁতের ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে
ঐ কবি কলম হাতে নিয়ে ক্রমাগত ঘষছিলেন নাকে-কানে, যেখানে খুশি
আঙুল মটকাচ্ছিলেন ঘনঘন
টেবিলে কোনো শ্রী বা ছাঁদ নেই, ভাঙা ফুলদানি বাবু সেজে রয়েছে
আপাতত এ-সমস্ত অবান্তর
তিনি কাতর শুধু শব্দের জন্যে, যেখান থেকে হোক
শব্দ চাই-ই চাই
প্রভু আমার, কিছু শব্দ অন্তত ধার দাও!

বন্যা

যে-জলে ভেসেছে সংসার তাকে শুধু বয়ে যেতে দাও
ফিরিয়ে এনো না তাকে
যার কানে ঝুমকোলতা , রূপোর নূপুর পায়ে
বন্যার প্রগল্‌ভ স্রোতে মুছে গেছে গৃহস্থের পুষ্করিণী,
নিকোনো উঠোন,
খেলাচ্ছলে যে পরেছে হরিদ্রাভ টিপ
তার মুখচ্ছবি ফিরিয়ে এনো না—
যে-জলে ভেসেছে সংসার তাকে শুধু বয়ে যেতে দাও
ফিরিয়ে এনো না আর
পরিচিত দৃশ্যকল্প : চন্দ্রালোক, কুসুমমঞ্জরী
কে যাবে রক্তপাতময় গর্হিত বাসনার দিকে?

যে জাগে জাগুক আজ, একাকী নীলিমায়
তুমি গো মালিনী সখি
কার জন্যে গাঁথো মালা? ভরে ওঠে মন থরে-থরে
রুগ্ন অভিমানে
গোপন পদশব্দ রহস্যসংকেতের মতো বাজে
ফিরিয়ে এনো না তাকে যার হাতে
সুবর্ণকঙ্কণ, মুখে লোধ্ররেণু
যে-জলে ভেসেছে সংসার তাকে শুধু বয়ে যেতে দাও

দুঃখ ১৯

এলোমেলো বাহির এবং ঘর
ঈষৎ ভুলে ঘটল মনান্তর
পুড়ছে শোকে এখন পরস্পর
এলোমেলো বাহির এবং ঘর

কেউ কি জানে কোন্‌দিকে সেই পথ
কেউ কি জানে কোনদিকে যে পথ

ওলটপালট হৃদয় এমনতর
কেবল হলো শোক নিবিড়তর
ওলটপালট হৃদয় এমনতর
উড়ছে সময় হাওয়ার মতন দড়

ভুলের ওপর ভুল, জমেছে ভুলের চেয়েও ভুল
মেঘের পরে মেঘ, জমেছে মেঘের মতন মেঘ
পাপের পরে পাপ, জমেছে পাপের চেয়েও পাপ
ভুলের ওপর ভুল, জমেছে ভুলের মতন ভুল

কেউ কি জানে কোন্‌দিকে যে পথ
কেউ কি জানে কোন্‌দিকে সেই পথ

ইচ্ছে

ছোট্ট একটা ইচ্ছে ছিল ইচ্ছে তো নয়
পাটকাঠি তাই দুমাৎ করে ভাঙ্‌ছিল
ছোট্ট মতন সাধ ছিল জীবন মরণ চাইছিল
আর বুকে পাথর বাঁধছিল ইচ্ছে তো নয়
পাটকাঠি তাই দুমাৎ করে ভাঙ্‌ছিল....
ভূতের বোঝা বইছিল রক্তে মরণ নাচছিল
দুপুর-সন্ধে ফিরছিল সে মাথার ওপর চাপ ছিল
ইচ্ছে তো সেই শেষ-পারানি দূরে ভেসে যাচ্ছিল
ইচ্ছে বাদ সাধছিল দুপুর-সন্ধে ফিরছিল
ইচ্ছে তো নয় পাটকাঠি তাই দুমাৎ করে ভাঙছিল

আহত তর্জনি

দুঃখের অধিকার তোমাকে কে দিয়েছে? কবে কোন্‌খানে
কত দ্রাঘিমায় ডুবে গিয়েছিল
তোমার জাহাজ, রাজাধিরাজ, এই সত্য
আগে জেনে নাও
বুকে যে পাথর তুলেছিল তার কোনো স্মৃতি নেই
পারম্পর্য নেই, বরং
এইবার পাথর সরাও, দ্যাখ,
মর্মের গভীরে কোনো আর্তি আছে কিনা!
ও কি ঝরে গেল? সুখ না ঈশ্বর?
কবে ফুটেছিলে তুমি , সন্ধ্যার গোলাপ?
কবে কোন তাপ লেগে ঝরে গিয়েছিল তোমার সুন্দর?
ঐখানে প্রতিভার দিকে কে তুলেছে আহত তর্জনি,
রাজাধিরাজ,
এই সত্য আগে জেনে নাও, কত দ্রাঘিমায়
ডুবে গিয়েছিল তোমার জাহাজ!
খুঁজে দ্যাখ,
মর্মের গভীরে কোনো আর্তি আছে কিনা
চিনে নাও, তোমার দুঃখের বুকে কে রেখেছে হাত!

দুঃখ ৪৩

একটু একটু পুড়ছি যাতে ঝলসে যায়
গোলাপবালার একলা জেগে থাকা
একটু একটু উড়ছি যাতে ভেঙে যায়
অভিমানে নিবিড় ভুলের দিন

একটু একটু পাথর গড়ায় নদীর বুকে
দহন জমে ওঠে
একটু জাগে একটু পোড়ে একটু ভুলের
আড়াল ভেঙে দিয়ে

একটু একটু পুড়ছি যাতে ঝলসে যায়
অভিমানে নিবিড় ভুলের দিন
একটু একটু উড়ছি যাতে ভেঙে যায়
নদীর বুকে গোলাপবালার ছায়া

স্তোত্র

আমার সমস্ত ভেঙে তুমি দীর্ঘ হতে চাও
তবে নাও যশ , নাও জয় , নাও ঋদ্ধি, নাও

পাতা দেখে-দেখে শ্বাস পড়ে, এখন
আর কাউকে বিশ্বাস নেই
এত বেশি ভাঙা চাঁদ
আকাশে উঠেছে, কামরাঙা গাছ থেকে
ছাদের মাথায়
লাস্য নিয়ে ঝরেছে শিশির, এখন কেবল
ক্রোধ-হাস্যময় বাঁচা
বেঁচে থেকে পাতার গভীর দেখে-দেখে
নির্নিমেষ
মন্ত্র উচ্চারণ, 'নমো বায়ু নমো তন্ত্র নমো পূষণ নমো হে!'

নিসর্গ ভাঙো, ভেঙে দাও
তন্ত্র-মন্ত্র, অনুস্বার-বিসর্গের মতো
রূপ খ্যাতি প্রীতি পরাভব

আমার সমস্ত ভেঙে তুমি দীর্ঘ হতে চাও
তবে নাও যশ, নাও জয়, নাও ঋদ্ধি, নাও

শীত এল

শীত এল, নিয়ে এল হিম-রাত, ম্লান হাওয়া, হাহাকার,
আর্ত শব্দগুলি—
পাথরের দেশে নদীটির জানা ছিল কিছু , কিছু জানা ছিল
সমতলে ঐসব কথা,
তবু শীত নিয়ে কিছু বলার আগেই হিম শব্দগুলি
উড়ে আসে অনুপ্রাস নিয়ে,
হাহাকারে, হিরণ্ময় বালিকার গোপন প্রবাসে—

প্রতিবার শীত এলে বালিকার ওষ্ঠ থেকে মুছে যায় হাস্যরেখা,
বয়স বেড়েছে প্রতিবার
অশ্রুপাতে, এভাবেই উৎস থেকে মোহানা অবধি পাথুরে
নদীটি গড়িয়ে গিয়েছে—
স্রোতের গভীরে কিছু কথা ছিল, ছিল রূঢ় মুগ্ধ গূঢ় শব্দগুলি,
ঐসব নেমে এসেছিল
সমতলে, গড়িয়ে গড়িয়ে— এল শীত, শীত এল, এল
হিম-রাত, ম্লান হাওয়া, শব্দহীন হিমানি-প্রপাত।

বকুল

কখন বকুল ফোটে , কখন বকুল ঝরে যায়
মাঝে মাঝে পাখি ওড়ে
মাঝে মাঝে
পাখির পালক থেকে আর্তি ঝরে যায়

বকুলের ভুল হয়েছিল, তা না হলে বকুল
কেন আর ফুল হবে
ফুল হয়ে কেন আর
দুলবে হাওয়ায়!

মানুয়ের সুখ থাকে, থাকে দুঃখ, থাকে
আরো কিছু কথা
বকুল তার কতটুকু
জানে? বিলক্ষণ ভুল না হলে সে আর
ফুল হবে কেন?

মাঝে-মাঝে পাখি ওড়ে, মাঝে-মাঝে পাখির
পালক থেকে
আর্তি ঝরে যায়
বকুল কেন যে ফোটে, কেন বা এমন ঝরে যায়!

বকুল , তুমি গাছের স্বজন
কোনো কিছু মানুষের নও?

স্তব্ধ

এখনো কি পাথর গড়িয়ে নামে জল
সমতলে?
এখনো কি আবহ-নীলিমা থেকে অশ্রু ফোটে
সামাজিক চোখে?
এখনো কি জনপদে কেউ কেউ ভাবে
জলের মহিমা?
সংগোপন ভেসে যাওয়া দেখে কোনো চোখে
কোনোদিন অশ্রু ঝরেছিল?

বিদায়ের স্তব শুনে-শুনে পাথর প্রতিমা
হলো যদি
ভাস্কর-লাবণ্য থেকে এত বেশি বিহ্বলতা
কেন ফুটে ওঠো?

চোখ

আহারে চোখ তোর শহরে কবির দ্যুলোক
ভূলোক আছে অরূপরতন কবিকে তুই
খুব ভোলালি খুব শেখালি উড়নচণ্ডি
দ্রাক্ষামোচন স্বপ্নময়ীর রত্ননূপুর

একটুখানি শরম ছিল চোখের তারায় তাই কি কবির
কথা কেবল বাধছিল হায় কবির মরণ ঐভাবে হয়

কদমবনে কাদম্বরীর শুকপাখিটা হারিয়ে গেছে
বলেই চোখের গহন জুড়ে মেঘ জমেছে কথাকোবিদ
কবির মনেও তাই কি কবির জীবন থেকে মাত্রাযতির
নিয়ম গেছে হায় কবি তোর মরণ কেবল ঐভাবে হয়

আহারে চোখ তোর শহরে কবির দ্যুলোক
ভূলোক আছে অরূপরতন

তোমার পতন

রাত্রি গভীর। খেলা ভেঙে দাও। যেখানে যে-যারা আছ
খুঁজে নাও নিজের বসতি
কোলাহল থামাও এবার। যেখানে যেমন ছিলে
আপাতত সেরকম থাকো
সমস্যা শিকেয় তোলো । এবার তাকিয়ে দ্যাখো, তোমার দেহের
কোনো আবরণ নেই!
যেখানে যেমন আছ, ফলহীন বিবাদ থামাও
ভেঙে দাও ভুলের বিস্তার
বরং নির্মাণ করো অন্য কোনো প্রার্থনার ভাষা
আনত ভঙ্গিতে দাঁড়াও এখানে
খেলা ভেঙে দাও। যে-যারা যেমন আছ মেনে নাও
ভিন্নতর ললিত প্রচ্ছদ
রাত্রি গভীর। কোলাহল থামাও এবার। এখন তাকিয়ে দ্যাখো,
তোমার পতনের কোনো আড়ম্বর নেই

নক্সা ৭৭

মৃদু বৃষ্টিপাতে কাল খামারের ফাঁড়ি-পথ ডুবে গিয়েছিল
সারারাত
বিশ্রি নোংরা জল আটকে থাকল গির্জার সিঁড়িতে
সারারাত
জলের ওপর ছপ-ছপ হেঁটে গেল কালো কালো ধুমসো মোষ
ঐ
একই ভাবে প্রত্যেকের বাড়ির উঠোনে গড়াতে-গড়াতে
ঢুকে পড়ল
একই ভাবে গড়াতে-গড়াতে বিশ্রি নোংরা জল প্রত্যেকের
বারান্দা
ভাসিয়ে দিল আর ঐ একই ভাবে ভেসে গেল ধবধবে
বিছানা
মৃদু বৃষ্টিপাতে খামারের ফাঁড়ি-পথ কাল ভেসে গিয়েছিল

বর্ষাঋতু

আমাদের প্রত্যেকের চোখে এই শেষ ফুটে উঠছে
অমোঘ নীলিমা। ফিরে এল বর্ষাঋতু
কোলাহলে, বিশ্রি তেতো ভেজা দিনগুলো
ফের শুরু হবে , এই ভেবে
আমাদের প্রত্যেকের দীর্ঘশ্বাস পড়ছে আর শেষবার
ঠাণ্ডা ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলে যাচ্ছি :
কেন কেড়ে নিচ্ছ ঘুড়ি ওড়ানোর দিন?
কেন কাঙালের চোখ থেকে খুবলে নিতে চাও
শিশু-পুতুলের শোক?

ফিরে এল সেই বর্ষাঋতু, সেই অনর্গল ঝড়
সেই ঊরুমন্থনের ছাপ, ফের
তাড়া করবে আমাদের সেই সব বিশ্রি ভেজা
একটানা নিষ্প্রদীপ রাত
রক্তমাখা ছোটো ছোটো কাগজের কুচি
তাই আমরা শেষ বার
উড়িয়ে দিচ্ছি আর তার আগে লম্বা জিভ দিয়ে
চেটে দিচ্ছি ঐসব
আমাদের প্রত্যেকের চোখে এই শেষ ফুটে উঠছে
অমোঘ নীলিমা।

হিমছবি

একদিন নিঃশব্দ তুষার-পতনে শান্ত গ্রাম ভেসে গিয়েছিল

ডুবে গিয়েছিল জনপদ, দেবদারুছায়া, শিশুদের ক্রীড়াশৈলখানি
অকাতরে, মুছে গেল
গ্রাম-পথে যত পদচ্ছাপ, মুহ্যমান হিমানি-প্রপাত
ভেঙে দিল শান্ত নেত্রপাত
গ্রামবালিকাটির, সঙ্কেত-নূপুর পড়ে থাকল একাকিনী পোড়ো
মন্দিরের পথে, তুষার-পতনে
মুছে গিয়েছিল জনপদ, প্রিয়তম পদচ্ছাপগুলি, শূন্য মন্দির-অঙ্গনে
পাওয়া গেল নীল উত্তরীয়

একদিন নিঃশব্দ তুষার-পতনে শান্ত গ্রাম ভেসে গিয়েছিল

ভূমধ্যবসুধা থেকে

ভূমধ্যবসুধা থেকে একটু একটু করে জেগে ওঠে
বিকীর্ণ-মন্মথ দিন, কান্তিমান ভূত হেসে-হেসে উঁকিঝুকি দেয়
গোপন কুঠুরি থেকে ঐ সময় ডাকাবুকো পাইকা ও অ্যান্টিক
স্পেস ভেঙে হুলুস্থুল ছুটে আসে , গোত্রহীন
তারও সংসার ছিল, কমা-ড্যাশ-হাইফেন ছিল বিরহ-বিধুর
দিনে কোনোদিন

তবু তার দিকে যায় মোহিনীমোহন শব্দ, কবিগান থেকে
তুমুল উত্থান মৈমনসিংহের গ্রামে, বাঁধানো পুকুরঘাটে
নদ্যার চান্দ কোনো এক-মহুয়াকে গাঢ় ভালবেসে নিতান্ত গহীন
গাঙে ডুবে মরেছিল , আমাদের মেয়েছেলে পুকুর চেনে না
শুধু ভূত ইয়ার্কি করে রাত্রিদিন

স্পেস ভাঙে, কমা-ড্যাশ ছত্রাখান হয়ে যায় গ্রামীন
উঠোনে, প্রজ্ঞা থেকে ঞ যায়, রফলা ও রেফ থেকে
এলেবেলে র ছুটে আসে, একটু একটু করে ভূমধ্যবসুধা
থেকে জেগে ওঠে বিকীর্ণমন্মথ দিন

চিতা

অই চিতা প্রখরতা তুলে নিল নখে, তুলে নিল
অসম্ভব ডোরাকাটা
শরীরের শোক, একেক দংশনে তীক্ষ্ণ দাঁত শিখে নিল
কত কিছু , থাবা-ব্যবহারে
চিতা ভেঙে দিল বোবা কোলাহল, অন্য চিতাদের
অতশত জানা নেই বলে
অই চিতা নখব্যবহারে হলো মহারাজ, দন্তব্যবহার
শিখে হলো গুরুতর চিতা
রাজসিক থাবা-প্রহরণে অন্য সব চিতা হলো লঘুতর
একক দংশনে তীক্ষ্ণ দাঁত
ভেঙে দিল জয়ধ্বনি, অসম্ভব ডোরাকাটা শরীরের
ঘ্রাণ তুলে নিল জিভে
সারারাত অই চিতা তার প্রখরতা নিয়ে জেগে থাকল

গাছবিষয়ক ২

বাতাবি লেবুর গন্ধে ফেটে পড়ছে গাছ, হায় নিশীথিনী , কেন
একে হাহাকার বলো?
তোটক ফুলের রেণু বাতাসে-বাতাসে ছড়াতেছে গাছের যৌনতা
ওই তাম্রলিপ্ত দেশে, তাই
নিশীথিনী চাপা শ্বাস ফেলে, দুঃখে, কিংবা দুঃখের চেয়েও গাঢ়
সূচীবিদ্ধ কিছু আছে
তার মনে, মেদিনীর বুকে তাই ও-রকম ছায়া ঘনাতেছে—
এ-দেশে গাছের কোনো
সংঘ নেই সংঘারাম নেই, যা-কিছু বেদনা কিংবা অভিমান
বলো, সব ফুটে ওঠে
বাতাবি লেবুর গন্ধে, যাকে নিশীথিনী হাহাকার বলে—
এভাবেই তোটক ফুলের
রেণু থেকে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে এ-দেশের গাছের যৌনতা
শুধু, একা-একা, গাছ ফেটে পড়তে জানে

ঘড়ি

আজ, ঘরে-ঘরে, সংঘবদ্ধ বেজে উঠছে ঘড়ির সন্ত্রাস
সকাল থেকে দুপুর থেকে সন্ধ্যা থেকে রাত
এক-ই রকম
গড়িয়ে গিয়েছে— অনবরত ঘড়ির শব্দে আমাদের
প্রত্যেকের ঘর
কেঁপে উঠছে— একটা ঘড়ি দশটা হয়ে বেজে যাচ্ছে
প্রতিদিন আর প্রতিরাত্রে
ঘড়িদের
তীক্ষ্ণ শিস শুনতে-শুনতে আমাদের ঘুম ভেঙে যাচ্ছে
এক-ই রকম
ভোর হচ্ছে রোজ-রোজ— আড়মোড়া ভাঙতে-ভাঙতে
এক-ই রকম
হাই তুলছি আমরা আর ঐসব
ঘড়িদের শব্দে
ফেটে যাচ্ছে ঘরের দেয়াল— কখনো হঠাৎ
এক সঙ্গে ভয়ংকর বেজে
উঠছে ওরা, ঘরে-ঘরে, আজ শুধু জেগে উঠছে ঘড়ির সন্ত্রাস
এই এক-ই রকম
সকাল থেকে দুপুর থেকে সন্ধ্যা থেকে রাত
গড়িয়ে গিয়েছে

কবচকুণ্ডল

ও আমার গভীর মুখর অন্ধকার, তোমাকে প্রণাম
এই তীব্র হনন-ঋতুর নিবিড় কুহক নিঙড়ে নিতে দাও
নিয়ে এসো বিবাহ-গোধূলি, নিয়ে এসো স্মৃতি আপৎকালীন
নিয়ে এসো পরিব্রাজকের দিনলিপি , নিয়ে এসো মর্ম-ছেঁড়া আলো
যেন শূন্যের বন্দনা থেকে জেগে উঠি রোজ, নিশি-শেষে
গাঢ় ধ্যান ও উল্লাসে ভেঙে দিয়ে দীর্ঘ শীতঘুম, কূট পরম্পরা
হন্তারক ছায়ায় নীল পৌত্তলিক দিন, এই জীবন-যাপন
আমাকে পোড়ায়, মুছে দেয় সমস্ত অলীক স্বপ্ন, ভেঙে দেয়
সব প্রতিরোধ.....

তবু খুঁজি উত্তরাধিকার, কাকে দিয়ে যাই বলো এই ভ্রমণ-পিপাসা
কাকে বলি জল নেই শিকড়ে আমার, শুধু দাহ কোষে-কোষে
স্নায়ুতে-স্নায়ুতে, খুঁজতে খুঁজতে চলো ফিরে যাই স্রোতের উজানে
ও আমার গভীর মুখর অন্ধকার, তোমাকে প্রণাম

শক্তিপদ ব্রহ্মচারী
শ্যামলেন্দু চক্রবর্তী
দেবপ্রসাদ কর
সুজনেষু

যাতায়াত

নেই , আমার আকাশে আর নেই পাখির উড়াল

সমস্ত দিনের শেষে নেমে আসে
অন্ধকার, প্রকাশ-অতীত
ন্যূনতম ভুল বেজে ওঠে সংগীতের সুরে

প্রিয়তমা, হাত রাখো হাতে
ক্রমাগত মরণের থেকে যাই খরজীবনের দিকে

যাই, আকাশের গান থেকে পাখির ডানায়

যাই , যাতায়াত বড়ো ভালো লাগে

লিখি ১

ভাঙনের গাথা লিখি, লিখি রূপকথা
নষ্ট চাঁদ ও গ্রহণ নিয়ে
লিখি সংকেতে পৃথিবী তৈরি করে
ফের, বাঁ-পাঁজর থেকে
জন্ম নিক মায়া-বীজ, চিরনতুনের
ডাক দিয়ে যাক, আর
হেসে গড়িয়ে পড়ুক বোকাদের খুকু-প্রেম

যদি লিখি এইসব সাবেকি কাহিনী
হবে রূপকথা? হবে ভাঙনের
স্তোত্রাবলী নাকি গাঢ় সাংকেতিক পদ্যে
লিখব অতি-ব্যক্তিগত
কেচ্ছা, নৈর্ব্যক্তিক পুরাণে মিশিয়ে?

আপাতত, লিখি, লিখে যেতে থাকি!

লিখি ২

তাহলে, লিখি নাহয় ভাল লাগা না-লাগার
মানুষ-জন্মের কথা
লিখি, গোপন রাত্রির বারমাস্যা, গৌরচন্দ্রিকার
পরে লিখি লঘু আয়োজন
কত বর্ণময় এই গভীর বিস্তার, লিখি, ধাবমান
জীবনের বেআব্রু শূন্যতা

লিখি, মিথ্যায় ডুবিয়ে দিয়ে অক্ষরের আয়ু
ঘাতকের সেঁকো বিষে
আলোড়িত করে, এই ভবসিন্ধু নিয়ে লিখি

লিখে যাই, মানুষ-জন্মের কথামালা

যেতে-যেতে

যেতে-যেতে মুহূর্ত-বৈভব ভ্রমে মেনে নিতে হয়েছিল
অশনি-সম্পাত
যেতে যেতে জলের প্রবাহে কখনো কী শুনেছিলে
দশমীর গান?

সে-সময়, চারদিকে, বেজে উঠেছিল মুহুর্মুহু
উন্মাদ বন্দনা ঃ কেউ জানে
কারো হাহাকার ডুবে গেল কিনা
সেই আনখ-উল্লাসে?

যেতে-যেতে পাথরের প্রতিটি ফাটলে দেখেছিলে গাঢ়
রক্তচ্ছটা?
যেতে-যেতে নুড়ি ভেবে ধুলো থেকে কুড়িয়ে নিয়েছ শুধু
বিদায় চুম্বন

৩০ মার্চ, ১৯৮৪

আজ ভেঙে গেছে ফাঁকা ফ্রেম, শাদা দেয়ালের গায়ে
লেগে আছে
নষ্ট পেরেকের দাগ, ঘুনে-কাটা জমাট শূন্যতা
আর কিছু নেই, মনে পড়ে , কবে
শেষবার হেসে উঠেছিল আমাদের সেই প্রিয় ফ্রেম

আজ শুধু

আলো খুঁড়ে-খুঁড়ে ছায়া
ছায়া খুঁড়ে-খুঁড়ে স্মৃতি
স্মৃতি খুঁড়ে-খুঁড়ে শূন্য

আজ শূন্যের বাহার
শুধু ছায়ার পরিধি
শুধু ঘুম, আজ
প্রতিদিন

খুঁজতে-খুঁজতে খুঁজতে-খুঁজতে
দিন গেল রাত গেল
চালচুলোহীন

আর, এভাবেই শেষ হয়ে গেল
কথা

ঠিকানা-বদল

প্রতিদিন ঠিকানা-বদল হলে জানি খসে গেল
আলো থেকে আরো একটি
নিঃশব্দ পাঁজর
লোলজিহ্ব আগুনের প্রতিমান ছিল কোনোদিন
এই ভেবে শুধু দেখে যাই
কত ছাই জমে আছে প্রত্যেকের নির্জন জীবনে

নটেগাছ

ফুরিয়েছে সব কথা, চোখের পাতায় শুধু ছায়া
ম্রিয়মাণ , শুকনো ঠোঁট থেকে মুছে গেছে
চুম্বনের দাগ, কুকুর-কুন্ডলী হয়ে ভালবাসা আছে
শীত-ঘুমে

এ-দেশে ভনিতা আছে শুধু ক্ষয়ে
ওগো নটেগাছ, কে তোমায় মুড়িয়ে দিয়েছে বলো
এরকম খেলা ভেঙে দিয়ে

আছে ক্ষয় আছে অন্ধকার আছে শীত-ঘুম শুধু প্রতিদিন
হেরে যাওয়া নিজের কাছেই , আর
শুকনো নটেগাছ নিয়ে
বেঁচে থাকা

নিসর্গ

ওড়ে, ছাই ওড়ে, বাসি দিন
ঝরে যায়
ওগো মেধাবী শ্রমিক, তোমাকে প্রণাম
পোড়ে , রাত পোড়ে, নেই আর
ক্লান্ত স্মৃতি

এ-হেন নিসর্গ জুড়ে শুধু আজ
বোবা, অন্ধ প্রতীকেরা

উড়ুক উড়ুক ছাই
পুড়ুক পুড়ুক রাত
ওগো মেধাবী শ্রমিক, তোমাকে প্রণাম

কালবেলায়

এই বিপুল নৈঃশব্দ্য জুড়ে শুধু ছায়া
শুধু গ্রহণের চাঁদ

আলো ভেঙে-ভেঙে চূর্ণ মনীষার বিচ্ছুরণ
জেগে আছে, বাক্‌প্রতিমায়
ফুটে ওঠে ক্ষণিক স্তব্ধতা আর শিকড়ের ঘ্রাণ

পথে-পথে ছড়িয়ে রয়েছে যৌথ সামগীতি থেকে
উঠে-আসা ব্যর্থ উচ্চারণ
এই বিপুল নৈঃশব্দ্য জুড়ে শুধু ছায়া
শুধু গ্রহণের চাঁদ

বার্তা

এই তো নবীন জল, একে দ্যাখো
কৌমারহর মুগ্ধতা নিয়ে

শরণার্থী মেঘ ঝুঁকে দেখে
নেই, এতে তার ছায়া নেই কোনো

ভাষা খুব স্পর্শ-দোষ মানে, তাই
খোঁজে সাবেক বন্ধুতা
নবীন জলের বুকে নামে শব্দহীন
ধূসর আকাশ

যক্ষ, প্রশ্ন করো, বন্ধু কাকে বলে
এই জল বলে দেবে শেষ কথা

ভালো , এই মুগ্ধতার স্মৃতি, ভালো
এই জলের সন্নিধি, এই
স্পর্শদোষ মেনে জেগে থাকা
রোজ, ইতি বার্তা।

এলিজি : উনিশশ' নব্বই

এত ধূলো আর ছাই বাতাসে উড়েছে কেন
কেঁপে উঠছে নাভিমূল , কোলাহলে
ঢেকে যাচ্ছে শববাহকের শোক, অলিন্দে দাঁড়িয়ে
দ্যাখো ঐ ঐ শেষ সুষমার হাসি ও লাবণ্য
আ' পৃথিবী, মুছে দাও মুগ্ধ পুরুষের চুম্বনের দাগ
শুকনো ডালে এসো নবশ্যাম ঝড় নিয়ে এসো
ভুলে যাই গৃহবলিভুক আলো, স্মৃতির পাহারা
গাঢ় আঁধি এল , দীর্ঘ বিলম্বিত শীৎকার ভুলিয়ে
ভেঙেচুরে প্রতিমার নবীন কাঠামো, তবে এসো নবঘনশ্যাম
আ' পৃথিবী, এত দেরি হচ্ছে কেন?

লেখার টেবিল

কলমের ওষ্ঠ ছুঁয়ে ফিরে যাচ্ছে ক্লান্ত অক্ষরেরা
গোপন অসুখে পুড়ে যাচ্ছে জীবন, আর
অক্ষরের পৃথিবী জুড়ে নষ্ট ভ্রূণ স্মৃতিভ্রম
মিথ্যা শুশ্রূষার আয়োজন—
লেখার টেবিলে আজকাল শুধুই মৃত্যুর গন্ধ

কাগজের ভাঁজে ভাঁজে ঘৃণা, রূঢ় অন্ধকার
বোবা হাহাকার
গিলে খাচ্ছে কলমের আত্মা, ঘনিষ্ঠ চুম্বন
লেখার টেবিলে শুধু শূন্যের বুদ্বুদ

পুড়ে পুড়ে শেষ স্মৃতি ছাই হয়ে গেলে
শ্মশানবন্ধুর মতো
অক্ষরেরা নেমে যায় পুণ্যপুকুরের জলে,
লেখার টেবিল জুড়ে সেই অবসাদ

কালি ও কলমে ইদানীং অসুখের প্রত্নচ্ছবি

দৈনন্দিন

দিনের মুখোশ থেকে চতুরতা শিখে নেয়
রাতের আদল
কত মায়া কত ভ্রমে পথ থেকে মেখে নিই
ধুলো-রেণু, আধ-পোড়া
ভারত-কঙ্কাল থেকে তুলে আনি নির্বিকল্প ছাই

যত যাই, দেখি, পথের উপরে পালক ছড়ানো
এ-পথে গিয়েছিলে তুমি?
তবে কেন পালক কুড়োতে গিয়ে দুটি হাত
রক্ত মেখে এল!

দিনের স্পন্দন থেকে রাত শিখে নেয়
ক্ষয় ও স্খলন
তবু রেখে আসি ভোরের আজানে, বৎসল মুহূর্ত
শুধু তোমার কাছেই

যাবরে

যাবরে সঙ্গীতে যাব ভঙ্গিতে ভুলিয়ে শোকগাথায়
যাব আলোকে ভূলোকে শুকনো মালায় গেঁথে দিয়ে রূঢ়গন্ধপ্রাণ
যাব স্তবের অমিয় থেকে ভুবন-মেলায় নিয়ে ভূমধ্য-বসুধা
যাব ভুলে নিদ্রিত কুসুমে এই অনাঘ্রাত ভোরে ঘোর অবেলায়
যাবরে সঙ্গীতে আর ভঙ্গিতে ভুলিয়ে শোকগাথায়
এতক্ষণ ছিল দিন ছিল গান ছিল রাত ছিল আর্ত যুগ্মহৃদি
ছিল কারো প্রায়োপবেশন কারো চর্ব্যচুষ্যপেয়
আজ শুধু যায় দিন যায় গান যায় রাত যুগ্মহৃদি অতিশয়
ঘোর অবেলায় ভুলে নিদ্রিত কুসুমে আর ভুবন-মেলায় গেঁথে দিয়ে
রূঢ়গন্ধপ্রাণ নিয়ে ভূমধ্য-বসুধা এই অনাঘ্রাত ভোরে শুনি স্তবের অমিয়
যাবরে সঙ্গীতে যাব ভঙ্গিতে ভুলিয়ে শোকগাথায়

মুষল পর্ব

এই হাতে কুঠার উঠেছে , এই হাতে কলঙ্কের দাগ

অরওয়াল থেকে সাকেত শহরে ভ্রাম্যমান
অন্ধ অজাচার , কোন্ জলে
ধোয়া যাবে মাতৃহননের এই পাপ
এই মারীবীজ?

নিশ্ছিদ্র আঁধারে ভেঙে যাচ্ছে কালের প্রতিমা
কুঠারের হিংস্র মাদকতা
ছিন্ন-ভিন্ন করে দিচ্ছে বাল্মীকির গান, ধূলো ওড়ে
অশোকের ব্রাহ্মীলিপি থেকে

এ কোন্ ভারতকথা? ইন্দ্রপ্রস্থে কোন মুষলের ছায়া?
প্রতিবিন্দু থেকে জেগে ওঠে কোন্ রক্তবীজ?
প্রতি কুশে ফিরে আসে কোন্ ভ্রাতৃঘাতী স্মৃতি?
কারা নিয়ে আসে পুণ্যের ছলনা হনন-রৌরবে?

এই হাতে কুঠার উঠেছে , কোন্ জলে
ধোয়া যাবে কলঙ্কের দাগ?

শোনো রূপকথা

ছিল রোদ, ছিল গান, ছিল
ফুল্লকুসুমিত প্রেম

ছিল আলো , ছিল স্তব, ছিল
এ-ভাঙা ভারতবর্ষের গাথা

রোদ থেকে গান থেকে ভস্মরেণু
ছড়াল এমন
বিষ শুষে নিল গাথা , চূর্ণ হলো
আলো আর স্তবের বন্ধুতা

এই সব মেনে নেয় ক্লান্ত বর্ণমালা
যখন , স্তব্ধ ভারতবর্ষে
শুধু গাঢ় মুষলের ছায়া

আজ , তবে, রূপকথা শোনো.....

তাহলে , ধর্মের কল

যদিও ধর্মের কল নড়ে উঠছে রোজ, হাওয়ার ভূমিকার চেয়ে
ঢের বড়ো হয়ে উঠছে
সময়ের ফের, আরো একবার প্রমাণিত হোক গাড়োলের দেশে
চিরকাল শরীরের চেয়ে ছায়া
বেশি দামি আর খুব স্বাভাবিক বারো হাত কাঁকুড়ের মাচা
আলো-করে-থাকা তেরো হাত বীচি
যে-কোনো অছিলা নিয়ে কলের বন্দনা গাইলে লোকে বলে
শেষে জয় হলো সেই ধর্মের-ই
তাহলে , ধর্মের কল নড়ে ওঠার পেছনে হাওয়ার ভূমিকা কতখানি
এসো, বলি সেই কথা

ফায়ার-ব্রিগেড

তেড়ে-ফুঁড়ে শহর কাঁপিয়ে ছুটে যায় রাগি দমকল
আজীবন দহনের শেষে এখনো কী বাকি আছে কিছু?
প্রত্নতাত্ত্বিকের ঘাম খুঁটে-খুঁটে
খুঁজে পাওয়া যাবে দগ্ধ প্রতিমার ক্লিষ্ট অবশেষ?
ফায়ার-ব্রিগেড যায় শতাব্দীর লেলিহান আগুন নেভাতে
ক্রুদ্ধ হুইসেলে তাই ফালা- ফালা হয়ে যায়
শহরের তুমুল স্তব্ধতা

আধপোড়া প্রেতশরীরের অস্থি ও কঙ্কাল খুঁড়ে
পাওয়া গেল , জীবন-বাসনা?
কোনো গুপ্ত ঘাঁটি প্রতিবিপ্লবীর?
কিংবা কোনো মহাশয় ধর্মযাজকের পবিত্র পুস্তিকা?

যে-পথে গিয়েছে অই ফায়ার ব্রিগেড
সে-পথে জুজুর ভয়, মন্ত্রপূত পিশাচের ভয়
তুমি কী সিদ্ধাই জানো?
ভীতু মানুষের জন্যে তবে লেখো দেখি এডিটরিয়াল!

যে-পথে গিয়েছে , সেই পথে ফেরে না তো ওরা
শুধু থেকে-থেকে মনে পড়ে
ক্রুদ্ধ হুইসেল

বাবু রবীন্দ্রনাথ সমীপেষু

তুমি যে গান শুনিয়েছিলে সে-কথা মনে রেখেছি
মনে রবে কিনা রবে
আমাকে, সেটা অবশ্য জিজ্ঞেস করিনি
কিন্তু তোমার গানেই
জবাব পেয়েছি, এসেছিলে তুমি তবু আস নাই
এই জরুরি কথাটা জানিয়ে গিয়েছ

বিন্দু বিন্দু জল ঝরতে ঝরতে কখন যে
রক্তের সাগর হয়ে গেছে
আর কখন হঠাৎ দুয়ারের সঙ্গে-সঙ্গে
গোটা ঘর ধ্বসে গেছে ঝড়ে
লক্ষই করিনি , তুমিও দ্যাখোনি
আসা যাওয়ার পথটাই ঝাপসা হয়ে গেছে বলে
মুকুল ঝরেনি বহুদিন

তবু একথা মনে রেখেছি তুমিই গান শুনিয়েছিলে
কোনোদিন, তাই তো
লাবণ্যে পূর্ণ ছিল সব আর গন্ধসুধা ঢেলেছিল
প্রতিটি রজনীগন্ধা

দ্যাখো, আজ সুগভীর রাত্রি নেমেছে সবখানে, কোথাও
কোলাহল নেই, নেই
জাগরণে পার-হওয়া কোনো বিভাবরী , তবু তুমি
ঠিক দাঁড়িয়ে রয়েছ গানের ও-পারে

দিন যায়

'দিন যায়' একথা-টা কতবার বলা হলো
শুধু বার বার
সেই একই ভাবে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নিজেকে শোনানো :
'জানেন মশাই, একদিন আমরাও ঘোড়ার পিঠে জিন চড়িয়ে
এই পৃথিবীকে শাসন করেছি
একদিন আমরাও আমূল চুম্বনের মতো শুষে নিয়েছি স্বপ্নকে,
আসলে স্বপ্ন নয়, সময় ছিল অশ্বারোহী
সেই দিন গেছে কুড়ি কুড়ি বছর পেরিয়ে ধূসর অতীতে
দিন যায় দিন যেতে থাকে

চুইংগাম চিবোতে চিবোতে যে-ছেলেটি এইমাত্র
দূরদর্শনের চোখে গোল দেখে
চেঁচিয়ে উঠেছে,
এলোমেলো মানুষের মধ্যে দাঁড়িয়ে হয়তো সেও
নির্জন সন্ধ্যার কণ্ঠে বলে উঠবে :
'কী করে যে গেল দিন বোঝাই গেল না!'

দিন যায় প্রত্যেকের , দিন যেতে থাকে
বারুদের গন্ধ বুকে নিয়ে ফুল ফোটে
তবু চন্দ্রাহত হয়ে থাকি, তবু ঢলে পড়ি রোজ
নিস্পন্দ নিরপরাধ ঘুমে, আর
খুঁজে বেড়াই কোথায় বল্মীকের স্তূপে আছে
রামায়ণ-বীজ, দেখি , আসে রাত্রির বিকল্প হয়ে দিন

দিন যায়
দিন যেতে থাকে তবু দিনের নিয়মে

এসো সখা

এসো সখা , হৃদ্‌পিণ্ডে ছুরির
ঝিলিক দিয়ে
ফোঁটা-ফোঁটা না-হয় ঝরুক
রক্ত, লিখি পদ্য
স্বপ্ন আর বিশ্বাসের কথা নিয়ে
ছিল যে বন্ধুতা
কোনোদিন, সেইসব সাবেকি শব্দের
আর্তিকে মিশিয়ে
এসো সখা, প্লীহা ও যকৃতে
ছুরির ঝিলিক দিয়ে.....

সাগর স্নান

এসো ঢেউ বড়ো ঢেউ মেজো ঢেউ কুনো ঢেউ এসো
ঘুমন্ত তীরের দিকে
ছুটে এসো, নুলিয়ার শাদা টুপি খুলে নাও আজ
আর ম্রিয়মাণ মানুষের মুখে গুঁজে দাও
কুচো-চিংড়ি, ঝিনুকের ছানা-পোনা—
এসো, ঘুমন্ত তীরের দিকে ছুটে এসো, এই
বালুকাবেলায় আমরা যে লিখেছিনু
নাম, এক নয় দুই নয় অনেক অজস্র, সে-সব নিয়ো না মুছে
এসো ঢেউ বড়ো ঢেউ মেজো ঢেউ কুনো ঢেউ
এসো।

হুজুর ধর্মাবতার

শ্যাম রাখি নাকি কুল আজ পৌষ রাখি নাকি সর্বনাশ
এই সুভাষিত থেকে গড়িয়ে-গড়িয়ে
কবেকার ঘাম-রক্ত রাগ-ঘৃণা মিশে যাচ্ছে ধূলোয়-কাদায়
আর, অমায়িক খচ্চরেরা এসে বলে যাচ্ছে
অমুক বাবুর কিংবা তমুক বিবির খিস্তি ও খেউড় নুনঝাল দিয়ে

এই তো আমার দিনলিপি, হুজুর ধর্মাবতার
শ্যামকে না-রেখে যদি কুল নিয়ে যাই তবে কী আপনি
রাঢ়-বঙ্গে ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে-পিটিয়ে আমার ছাপোষা
শান্তিকে কল্যাণ করে তবে জল ছোঁবেন?

আর যদি পৌষকে না-রেখে বেছে নিই সর্বনাশ
তাকে লোকগাথা ভেবে অনাবিল
সুখের আখর দিয়ে লিখুন মশায় পার্বনের বারমাস্যা
একদিন সব পথ এসে মিলে যাবে শুধু
হুজুরের নিকষিত হেম চোখের আয়নায়

ধর্মাবতার, শুনুন, আমার রথের চাকা ডুবে যাচ্ছে
শ্যাম কিংবা পৌষ কিছুই না রেখে...

এসো, পরীক্ষা প্রার্থনীয়

এসো , এখানে দিবস-রজনী সুলভে গুনে দেখা হবে
সব কিছু : জাতকের রিষ্টি ভৌমদোষ কোষ্ঠকাঠিন্য ইত্যাদি থেকে
কী করে অতিসহজেই রক্ষা পাওয়া যায়

অষ্টধাতু দিয়ে গড়া অঙ্গুরীয় ব্যর্থ প্রেমে অতি মহৌষধ
দুঃখ-শঙ্কা লজ্জা-ভয় ছেড়ে এসো, আজব তাজ্জব সার্কাসের রিঙে
পিয়ারী লালের খেলা দেখে যাও ভদ্রমহোদয় মহোদয়াগণ

সর্বমঙ্গলাকবচ পরে দ্যাখো বাবু ও বিবিরা, তোমাদের
শত্রুনাশ হবে, বাপ-বাপ-করে ছুটে আসবে সুখ ও সমৃদ্ধি
পাড়ার মাস্তান তোমাদের দেখে পোষা কুকুরের মতো লেজ নাড়বে

এসো, এখানে দিবস-রজনী সুলভে গেঁথে দেয়া হবে স্বপ্ন
লকেটের মতো : তু তু করে ডেকে বাসি রুটি ছুঁড়ে দিয়ে দ্যাখো
লেজ নেড়ে মিহিসুরে ঘেউ ঘেউ করছে বাবুদের ঐ বুল-ডগ

এসো , উত্তম যোটক হবে খচ্চরে-শেয়ালে, অব্যর্থ মাদুলি নিয়ে
কুঁজো চিৎ হয়ে দেখবে মেঘের তরীরা যায় ভেসে যায় কোন্ গগনে
দশ প্রহরণ হাতে মা জননী ছুটে আসবে শেয়ার ও ডিভিডেন্ড নিয়ে

শুধু হাত পেতে দ্যাখো, এসো দিবস রজনী, সখা ও সখীরা,
পরীক্ষা প্রার্থনীয়

চাঁদমামা

নাসপাতি বাগানে ঐ যে উঠেছেন চাঁদমামা
ঠারেঠোরে কী যে বোঝাতে চান
১০৮ বাবা ভৈরব মশায়ের দিব্যি, সত্যিই জানি না
মা জননী তাঁর ভূত পেত্নী ছানা পোনা সহ
ভ্রাতাশ্রী চাঁদের দিকে চান মিটি মিটি, আর
জিভখানা আরো একটু বাড়িয়ে দিয়ে সোজা
চলে যান যেখানে শ্মশানে তাঁর আর্যপুত্র
এক্কেবারে ন্যাংটো কাণ্ডজ্ঞানহীন শুয়ে....
ধুর, এভাবে সংসার হয় বলো, চাঁদমামা
দেখে যাও , টিপ না হয় নাইবা দিলে হামি দাও
বাগানে আড়াল খোঁজে তোমার ভাগ্নে গুণধর
ছিছি, এই ফষ্টিনষ্টি ভালো নয়, রোজ-রোজ
মামাশ্রী গো , ঘোর কলিকাল এল বুঝি, তুমি
নাসপাতি-বাগান থেকে পাততাড়ি গোটাও
তাড়াতাড়ি.....

পুঁথির আখর থেকে

পুঁথিশালা থেকে ছিটকে পড়ছে পুরোনো রহস্য
পাঁচালির ধূয়াগুলি
খিল-খিল হেসে উঠছে,আর কুণ্ডলিনী ভেদ করে
সোজা চলে যাচ্ছে সহস্রারে

ঝাঁপি খুলে দিয়ে কাহ্নপাদ শুয়ে পড়েছেন
তাতল-সৈকতে
সুত-মিত-রমণী সমাজে তাঁর স্মৃতি পড়ে রইল

পুঁথির আখর থেকে ভেসে আসে যৌথ গীতি
অদুনা ও পদুনার বিবাহ-লিপিকা

পুনরুত্থান

কাল রাতে যিশুখ্রিষ্ট নেমে এলেন তাঁর ক্রুশ থেকে
দেখলাম, এতদিন একা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে
গায়ের রঙ তামাটে, চোয়াল ঝুলে পড়েছে, মনে হলো
চোখে আর তত বরাভয় নেই, ভ্রূকুটি রয়েছে

সমবেত জনতার দিকে তাকিয়ে যিশু খুক খুক করে কেশে
দু'একবার গাল চুলকে নিলেন
তারপর খোনা গলায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে ফিক করে
হেসেও ফেললেন
আমরাও যিশুর দেখা-দেখি হাসি , ততক্ষণে
তাঁর বক্তৃতা থেকে আবার ঝরে পড়ছে শ্লেষ্মা ও বিষাদ

যিশু বললেন :
'ভদ্রমহোদয় মহোদয়াগণ, আপনারা এখন স্বচ্ছন্দে
ঝোলে ও অম্বলে থাকতে পারেন
এমন কী,

হাতের টিপ ঠিক করার জন্যে আমার দিকে ছুঁড়ে
মারতে পারেন দু'চারটে ইঁট বা পাটকেল'।

ভূমিপুত্র জাতক : ১৯৮৫

নতুন জাতক আমি , ভূমিপুত্র, পরবাসী বোধিসত্ত্ব
সব দেশ আমার বিদেশ

মেধা নেই, বৃদ্ধি নেই, ধাতুচক্র নেই
মুখ গুঁজে খড় ও বিচালি খেয়ে যাই, মাঝে মাঝে
শিখে নিই শ্রুতি ও দ্রাঘিমা

ক্লান্ত লাগে খুব, বাচাল ছায়ায় যত বেড়ে উঠি
শস্য-ভাঁড়ারের শোকে পুড়ি তত
ত্রিপাদ ভূমির কথা মনে পড়ে, ব্রাত্য-জন্মে
পরমান্ন নেই— নেই জেগে ওঠা

আমি বোধিসত্ত্ব , নতুন জাতক, চিরদিন পরবাসী
কোনো স্মৃতি নেই, পারম্পর্য নেই
শুধু আছে পোড়া মাটি বাস্তুহীন
ছায়ার আড়ালে

সব দেশ আমার বিদেশ

ভারত কথা

খড়ের জাঙাল ভেঙে উড়ে যাচ্ছে কুটো স্বপ্ন
ভিখিরি বালিকা তুলে নিচ্ছে
স্বপ্ন থেকে সিকি ও আধুলি, অচল তামার
কার্ষাপণ, ভাঙা মানচিত্র থেকে
চট ও কাঠের টুকরো , কাঁথাকানি
এঁটো-কুড়ুনির হাতে কী সুন্দর মানিয়েছে ঐ
ছেঁড়া-খোঁড়া তুলোট আখর!

জল পড়ে

ওগো পাতা ওগো আলো ওগো রাত্রি
জল পড়ে বলে সত্যি কী
ধর্মের নিজস্ব কল নড়ে ওঠে রোজ লাজুক হাওয়ায়
মারামারি করে ন্যাংটো মানুষেরা
খুঁটে খায় আব্রহ্মস্তম্বের
খাদ্যকণা তারপর একে একে জলশৌচ করে
আর আগমনী গায়
ওগো পাতা ওগো আলো ওগো রাত্রি
বর্ণপরিচয় থেকে
তেড়ে আসে অই যে বাবু-অজগর, তাকে
হাতে তুলে দাও
ধুতরো-কাঁটাল , সাজানো পিঁড়িতে আনো
ছাঁদনা-তলায়
ধুমধড়াক্কা বাজি পুড়ুক, ফুল ফুটুক, আর
ন্যাংটো মানুষেরা
প্রাণ খুলে হরিধ্বনি দিক পঙ্‌ক্তি ভোজনের শেষে
ওগো পাতা ওগো আলো ওগো রাত্রি
জল পড়ে বলে
সহসাই নড়ে ওঠে ভাঙা কুলো, পর্বতেরা যায়
পির ও সাধুর কাছে, উড়ে উড়ে, ধূলোয় মিশিয়ে আব্রহ্মস্তম্বের
জরুরি পতাকা

এলিজি : ১৯ মে

কতটুকু দিয়েছিলে আগুনের সহজ অভ্যাসে?
জ্বলে উঠেছিল আমাদের
নিজস্ব দিগন্ত

প্রতিদিন ছিল আগুনে রাঙানো
ছিল বিপুল উল্লাস
প্রত্যেকের বাঁকা সিঁথি গন্‌গনে
হয়ে উঠেছিল খর রক্তাভায়

আশ্চর্য নিবিড় ছিল প্রতিদিন প্রতিরাত

প্রেমিকার চুল ছিল নির্জন ঝর্নার মতো
উপমাবিহীন
স্বপ্নে তখনো ছিল গাঢ়তা, মেঘে ছিল
সহমর্মী বৃষ্টির আশ্বাস

জ্বলে উঠেছিল আমাদের
নিভৃত দিগন্ত
আগুনের সহজ অভ্যাসে

আজ পড়ে আছে শুধু মুঠো-মুঠো ছাই
কুণ্ঠাহীন পাপের প্রহরে

স্মৃতি আজ ভারমুক্ত

স্মৃতি আজ ভারমুক্ত, স্মৃতি এখন স্বাধীন
কত গলি-ঘুঁজি পেরিয়ে
কত পোশাক-আশাক পাল্টে
সেনাপতি মন্ত্রী হয়েছেন, দণ্ডমুণ্ডের
দায় দায়িত্ব
ভাগ করে নিয়েছেন বড়ো মেজো সেজো
হরেক রকম হিস্‌সদার

তখন নেলিতে চিল উড়ছিল, গোহপুরে ছাই
চিতার আগুনে শিল্প গড়ে তুলেছেন
নবীন কুমার
শ্মশান-বন্ধুরা সব জ্ঞাতিকাষ্ঠ দিয়েছে আগুনে
ইন্দ্রপ্রস্থে আপাতত শান্তি এখন কল্যাণ হয়েই আছে
শ্মশানের ছায়া
দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে একে একে ঢেকে দিচ্ছে
আরোয়াল, বেল্‌চি , দেওরালা

ঢাকে পড়ল কাঠি
ধর্মক্ষেত্রে তৈরি হলো সমবেত যুযুৎসবেরা
ব্রহ্মসেনা, ভূমিসেনা
কে না জানে, ঘি ওঠে বাঁকা আঙুলে
এ সমস্ত মায়া, সব্যসাচী, সবাই কবেই
মৃত, শুধু
নিমিত্ত মাত্র হবে সেনাদল

তখন চিল উড়ছিল লুধিয়ানায়, মান্দাইতে ছাই
যদি অন্ধ হয়ে আসে চোখ
যদি বিষ-বাষ্পে ঢেকে যায় মাটি ও আকাশ
খুলে দিতে হবে
প্রত্যেকের নিভৃত করোটি
ঘাতকের খড়্গ নেমে এলে যাতে আরো
উদাসীন হয়ে যেতে পারি

স্মৃতি আজ ভারমুক্ত, স্মৃতি এখন স্বাধীন

জানি

যতই উড়ুক ছাই, জানি
তাপ আছে
নিহিত স্বপ্নের মতো

যতই পুড়ুক রাত, জানি
আলো আছে
গভীর প্রেমের মতো

যত না শূন্যের ভার , ঠিক তত
ফুলের আবেগ

প্রাকৃতিক

মায়া-পুতুলেরা জেগে ওঠে রোজ নির্জন সকালে
আড়মোড়া ভেঙে হাসে
গাছের জনতা, ফুলে-ফুলে মধুমাছিদের সভা ও মিছিলে
ভেঙে দ্যায় লাবণ্যের ঘুম
এ-হেন দৃশ্যের কাছে নতজানু গোপন বিষাদ

রাতের সন্ত্রাস ভুলে মায়া-পুতুলেরা জেগে ওঠে রোজ।

আলো ১

সত্য হয়ে ওঠো , আলো
যেন চিনে নিতে পারি
মুহূর্তের ফাঁপা বিহ্বলতা
আর
পথরেখা থেকে মুছে নিই
প্রগল্‌ভ আঁধার
সত্য হয়ে ওঠো, প্রসন্ন নির্বেদ
আনো একাগ্রীর
তীক্ষ্ণ সরলতা
এই আলোর গভীরে

আলো ২

এই আলো গোপন মুদ্রার মতো, না-ফোটা
ফুলের জন্যে
তার এত হাহাকার কেন প্রতিদিন?
কিসের গুঞ্জন মিশে যায়,
আনখ-যন্ত্রণা নিয়ে
ফুলের শরীরে কার সুধাশ্যামলিম ছায়া?
কে কাকে স্মৃতির কথা বলে? বারবার
ঝরে যেতে হয় আধেক আঁধারে!
গোপন মুদ্রার মতো এই আলো, তাকে আজ
কীভাবে জাগাও?

আলো ৩

গূঢ় সংকেতের মতো আলো এসে ছুঁয়ে যায়
প্রতিদিন, বোবা জিভে
সাড়া পাই যেন, তবু দেখি আজও
অন্ধকার গিলে খায়
আমার নির্জন আমার আকাল

কথামাত্র এইটুকু, ঘন কালো
রাতের পাঁজর ছিঁড়ে
এসেছিল আলো, ছুঁয়ে যাবে বলে

এসো

শুকনো পাতার ডালে এসো নবঘনশ্যাম প্রার্থনার মতো
শিকড়ে-শিকড়ে
এসো, জল নিয়ে উজ্জ্বলতা নিয়ে
ঝড়ের মতন এসো
চোখের মণিতে, আচ্ছন্ন রাত্রির স্নায়ুতে স্নায়ুতে
মরা গাঙে, যন্ত্রণার চূড়োয়-চূড়োয়, এসো
গম্ভীর মেঘের মতো নবঘনশ্যাম

ধুলোর গান

ধুলোর শরীরে
শুধু ধুলো নেই
আছে আরো কত জল ও আকাশ
তবু জলে ভয়, ভয় আকাশেও
ধুলো যদি ধুলোতেই থাকে
ভয় নেই

ছেলেবেলা থেকে বহুবার শুনেছি একথা
মা কত ধুলোর গান গেয়েছেন
কিন্তু জল বা আকাশে
কেন এত ভয় , কখনো বুঝিনি

ভেসে যেতে চাই, চাই উড়ে যেতে
ধুলো তবু বার-বার ধুলোতেই টানে
আজও শৈশবের আদুড় শরীরে রোদ হয়ে আসে
আমার মায়ের গান
জল আর আকাশের ভয়
আজও কাটাতে পারিনি

কথা শেষ

কথা শেষ হয়ে এল, ফিরে আসি
স্রোতের উজানে
পারনের দিনে সুবচনী ব্রতকথা নেই,
হাতে দুর্বা নিয়ে
বসে আছে তবু কুমোরের বউ, ওগো নটেগাছ
শোনো, ছড়িয়ে পড়েছে
সব গান, গল্প-গাথা, না-নাচিয়ে সোহাগ-বদনী
কথা তাহলে, এভাবে শেষ হয়ে এল

নচিকেতা ফিরে এল

নচিকেতা ফিরে এল দক্ষিণ দুয়ার থেকে

ঘাস জল ছেড়ে দিয়ে সেই গাভীগুলি
কার কাছে যাবে?
কখনো কী ফিরে পাবে না-চিবোনো কচি ঘাস, আর
ঋষভের প্রেম?
নচিকেতা ফিরে এসে ছুঁয়ে ছিল লোহা , শস্য
আগুনের আঁচ?

মৃত্যুকে দিয়েছ তুলে, কোন্ ছলে আজ
মেনে নেবে তাকে?

তাই নচিকেতা ফিরে যায় দক্ষিণ দুয়ারে

লঘু বিজয়ার গান

পোড়াতে পারেনা আগুন এত হিম
হাড়ের ভেতরে
ভেজাতে পারেনা জল, এত দাহ
চোখের মণিতে

পাপ নেই পুণ্য নেই স্বপ্ন নেই আর্তি নেই
এ-ভাঙা জীবনে

স্নায়ুতে-স্নায়ুতে বেজে ওঠে লঘু বিজয়ার গান

ওহে মন, চলো

ওহে মন, চলো নিজ নিকেতনে
নিকেতন মানে খড়ে-ছাওয়া ঘর, আর
আকুলতা। ব্রতকথা শেষে
নিয়ে এসো পারনের বেলা প্রতিদিন।
যেন শুনি মিঁয়া-কি মল্লারে
জাগে খরার আশ্বিন, শান্ত ও মধুর। দেখি
গাজনের রাতে ফোটে ধুলোর বন্দনা
যেন ছুঁয়ে যাই সব আকুলতা
রেখা আর রঙের সংকেতে
ওহে মন , চলো নিজ নিকেতনে

এই তীব্র ব্যাসকূট

তৃষ্ণার কী ভাষা আছে কোনো? ভাষার আঁধারে
এত দীর্ঘশ্বাস, তাকে কোন্
স্পর্শ দিয়ে জাগাও পৃথিবী? এই তীব্র ব্যাসকূট
রয়ে গেছে জনম অবধি, তবু
কতদিন গেল রূপ নেহারিতে কাঙালের চোখে
তৃষ্ণার কী গান আছে কোনো?
গানের ভনিতা থেকে উঠে আসে হলাহল শুধু
নিরবধি কাল

প্রাকৃতগাথা

ঢালো ঢালো এই বিষের কলস
প্রাকৃত জনের ঘরে
খরায়-বর্ষণে আপনার মাংসে বৈরি
হরিণ-হরিণী
নেই , অন্নপূর্ণা নেই তো ওদের কোনো কালে

আছে বাসি মড়া, তাই নিয়ে
চোলাইয়ের গভীর সংসার
দাও , আরো বিষ তুলে দাও দীনজনে

কবচ কুণ্ডল

কাকে দিই , কীভাবে বা দিই
নিজেকেই ভেঙে-চুরে
টুকরো করে আনি, ফের জড়ো করে
বলি, এই পূর্ণ এই তো সমস্ত!

ভাঙা টুকরো থেকে এই যে বারবার নিজের
প্রতিমা গড়ি
তাকে তুমি নেবে কী কখনো?

নাও, এই তো কবচ এই যে কুণ্ডল!

আসন্ন, শুশ্রূষার বার্তা

শ্রী নির্মলকান্তি ভট্টাচার্য
শ্রী সঞ্জয়কুমার রায়
শ্রী ময়নূল হক বড়ভুঁইয়া
প্রিয়বরেষু

১

সন্ধ্যা , নামো ক্লান্ত মানুষের চোখ ছুঁয়ে

মুছে দাও সময়-প্রবাহ, টুকরো-টুকরো
অপরাধবোধ

কোথাও বিন্যাসে ছিল মায়া, স্মৃতি-গাঁথা
অন্তিম সম্বল

ছন্নছাড়া সুরে ভেসে এল জনশ্রুতি
উদয়ন-কথা

সাজানো আগুনে পুড়ে গেছে রম্যবীণা
সমিধ, সময়ে

নামো , সন্ধ্যা, নামো লয়হীন মানুষের চোখে

২

শোনো এই রম্যকথা, আজীবন
গ্রন্থির রূপক

শোনো এই অপরূপ গাথা, শেকলের
বৈরাগ্য-যাপন

শোনো পুণ্যবান, কোনো কথা নেই
অমৃতসমান

শোনো এই রম্যকথা, লিখি , আদিগন্ত
ছায়ায়-ছায়ায়

শোনো এই অপরূপ গাথা, আজীবন
গ্রন্থির রূপক

৩
এক শান্ত বিবরণ ফিরে-ফিরে আসে
এই হলো গোধূলির
কাঙাল জীবন, এই তার নিজস্ব গায়কী

কোনো ভাষা নেই, নেই কূট আলোচনা

প্রিয় আধুনিক, নিয়ে যাও নিরন্নের বাগর্থ-রাঙানো
এই বল্মীকের স্তূপ

৪
মেধাবী আঁধার উপড়ে নিচ্ছে আমাদের
শিকড়-বাকড় , শোকবার্তা লিখতে -লিখতে
খসে পড়ছে সমস্ত আঙুল, শুধু
রয়ে গেছে ফাঁকা নুলো হাত
তাহলে, জীবন বলতে
এই, এইটুকু মাত্র?
তবুও মেধাবী !
তবু?

৫
ক্ষয় হলো চোখের জ্যোতিষ্ক

হাড়-মাংস জরজর হলো, এল জরা
জলদগম্ভীর হলো ক্ষুধা
তোমাকে প্রণাম, তৃষ্ণা কুহকিনী

নেই নিরপেক্ষ ত্রাণ, আছে শুধু
সন্ধ্যার গ্রন্থনা
৬
কার কাছে প্রতিদিন ফিরি? কার কাছে
বলে আসি
পুঞ্জ পুঞ্জ বাক্ রেখে যাই, এনে দিয়ো
ভাষার বিভাস?

কার কাছে শিখে নিই রোজ পল্লবিত লিপি
তবু থাকি একা
প্রতিরোধহীন? বলো, কার কাছে তুলে দিই
আমার প্রস্তুতি!

৭

হা রে অলস মৌনতা , হা রে তন্দ্রালীন
কেন ঋণ মেনে নিস
বারবার, নাবিকের অভিমানে নিজেকে ভোলাস
কেন? এই ভাঙনের ভাষা
আর স্রোতের উচ্ছ্বাস থেকে সরে যাস যদি
মূর্চ্ছাহত, টুটো-ফাটা মানুষেরা
কোথায় দাঁড়াবে!

৮

বারো মাসে তেরোটি পার্বন দাও
মেঘের শ্রাবণ! চক্ষু দাও
তোমার কবিকে। দুয়ে পক্ষ তিনে নেত্র
গাইতে-গাইতে ভুলে যাই
কতখানি ফাঁকি দিয়ে গেছে শুভঙ্কর
দ্যাখো, লিখন-ফলক ছুঁয়ে সহসাই
ফিরে আসে বীজের প্রতিভা ধানজমি থেকে

৯

বাজো, প্রাকৃত-বচন , বেজে ওঠো
কথার জাঙাল ভেঙে। আনো
শাকম্ভরী গান, দ্বিধা ছিঁড়ে-খুঁড়ে এই
আতুরের দেশে। পোড়ামাটি
থেকে গড়ো রাধিকা-সুন্দরী, নাচো
মাঘমণ্ডলের গীতে হেলিয়া-দুলিয়া।
বাজো , বাজো প্রাকৃতবচন, জেগে ওঠো
বাস্তুর সন্ধানে। কথার জাঙাল ভেঙে
নিয়ে এসো শাকম্ভরী গান।

১০

জাগো জাগো তৃষ্ণা জাগো জাগো অন্ধকার
এই যে নির্মিতি আনে
বিষের বল্মীক , ভেঙে দাও তার পৌত্তলিক ছায়া
ফিরে যাক যা ছিল রাত্রির
জাগো জাগো ভাষা জাগো জাগো বালখিল্য মায়া
শৃঙ্খলের স্মৃতি যদি পাথর হয়েছে
ভাঙা মানুষের কাছে কখনো চেয়ো না আর রূপকের আয়ু
জাগো জাগো আগুন পতঙ্গভুক জাগো
জাগো ধীর প্রখর স্থপতি

১১

ভিত্তি খুঁড়ে-খুঁড়ে দেখি শিকড়েও
অবিমৃষ্য কীট। নেই, আর প্রশ্ন নেই কোনো
অঙ্কুরেই অস্তগামী প্রাণ। নেই মুদ্রা
নেই গান নেই পরম্পরা নেই শোক নেই অবসান
রাত্রিদিন বন্ধ্যা নীরবতা মিশে যাক
পথের বিস্তারে

১২

কিছু নেই যা প্রকৃত মাটি ও আকাশের। কেন যে
অপেক্ষা করে তবু বৃষ্টি, আলো
যত-না স্পন্দন ছিল তারও চেয়ে বেশি আকাঙ্ক্ষায়
এই স্ফুরণ ঘটেছে। অন্য কোনো স্পর্শে
বিভোর হয়েছে বীজ। তবুও অঙ্কুরে খুঁজি
মাটি ও আকাশের দ্বৈত মহালয়া!

১৩
মনে পড়ে, সব মুদ্রাদোষ মেনে নিয়ে
দাঁড়িয়েছি তাতল সৈকতে
পুড়ে যাচ্ছে ধ্বজদন্ড, পুড়ে যাচ্ছে নাভি
মনে পড়ে অভিচার ক্রিয়া

প্রণাম, সময়! বুক ফেটে যাচ্ছে উচাটনে
লিখে দিই সমস্ত ব্যর্থতা তাই
প্রণামের ছলে

রীতি, বাক্‌কে শাসন করো আজ

১৪

মনে এল , নীল নবঘন আষাঢ়, সেদিন
ধারাস্নানে
বিরহী যক্ষের হাসি কেমন ছড়িয়ে পড়েছিল
তৃণমূল থেকে
কৃষকের নাবাল জমিতে, শস্যের অদিতি
ঠিক তখনই এলেন

এই চৈত্রদিনে
সেই হাসি , সেই ধারাস্নান, সেই আষাঢ়ের
নবঘন গাথা
সেই কুণ্ঠিত অঙ্কুর মনে এল

১৫
এই পথে ধুলোর শুশ্রূষা, এই পথে স্ফুরিত আড়াল
কথার আকাশে
এত আঁধি, জমাট রিক্ততা, তবু জানি পাথরে-পাথরে
ইশারা রেখেছে ক্রৌঞ্চমিথুনেরা
জাগো , বোবা প্রাণ, জাগো, এই বার্তা থেকে
শিখে নাও উন্মুখ পথের ভাষা , আর
পিপাসা জাগাও আকাশে-আকাশে

১৬

এই তো বিষাদ-সিন্ধু এই তো আজন্ম শ্লেষ
এই রাত্রির প্রণয়, এই খরার শাসন
এই অনির্বচনীয়, এই তো সহজ পাঠ
এই ভ্রম , এই যাত্রাপথ

জলের রূপকে আর আগুন-প্রতীকে সব
মিশে যাচ্ছে দ্রুত
মাটির ভূমিকা কতটুকু, অন্ধজন
জানে কী কখনো?

আজ, খুলে দেখি ভাষার কোরক
কতদূর গেছে
ক্ষয়, আঁধি, গোপন সন্ত্রাস!

১৭

খোলো। কথার বয়ন খোলো। মিশে যাক
স্বপ্নহীন ভাষ্যহীন
সন্ধ্যার আকাশে যা-কিছু রূপক যা-কিছু প্রতীক।
খোঁজো শান্ত উচ্চারণ।
খোলো গ্রন্থি। খোলো ছন্দলয়। কৃতির আবহে
আনো উৎসে-ফেরা মোহানার
গভীর বয়ন। প্রবাহে বিধুর এই দূরত্বের বোধ
মুছে দিয়ে খোলো শেষ প্রতিভাস

১৮

আদিম মাতা, তোমার লোল-জিহ্বা প্রতিদিন চেটে-পুটে
খাচ্ছে রক্তমজ্জামেধা, আমি কী প্রণত হব তার কাছে?
তুমি এই ভারত-গাথায় ক্রমাগত উগরে দিচ্ছ কালো রাত
আর তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে খল্‌বলিয়ে উঠছে ব্রাত্য দিন
এই দিন-রাত্রি থেকে তোমার কমণ্ডলুতে ভরে নিচ্ছ বিষ
আদিম মাতা, তোমাকে নমস্কার আর স্বাগত জানিয়ে লিখছি
মানুষ-জন্মের আজব বৃত্তান্ত, নতুন ভাবে শুরু করছি নিজের মাংসে
বৈরি-হওয়া হরিণীর কথা, তোমার কাছেই খুলে দিচ্ছি নিজের করোটি
আদিম মাতা, তোমার লোলজিহ্ব খেয়ে নিক রক্তমজ্জামেধা

১৯
না, নিষাদ, না! প্রতিষ্ঠা তোমার-ই হবে!
বাবুদের যশ হোক বিবিদের রূপ হোক জয় হোক
লিপিকর মশায়ের, ক্ষতি নেই, শেষ কথা তুমি
বলবে, তুমি! ধুলোয় আকাশে তারায় শেকড়ে
জলে স্বপ্নে ভাতের কান্নায় নেই আর কামমোহিতেরা!
আগুন-কুহক নয়, জেগে উঠল তোমার যন্ত্রণা ঐ
প্রতিদিন রক্তক্ষরণের। অলীক আর্দ্রতা থেকে
তাই ঝরে পড়ল মুগ্ধতা-বিলাস।
২০
ফসলের কথা বলো না এখন। ঐ
দিগন্তে তাকিয়ে দ্যাখো
দীর্ঘ রাত্রি। উত্থানের ছলে তাকে
ছুঁতে চাও কেন? আজ শূন্য
সমস্ত নিয়েছে— ক্ষুধার্তের ক্ষুধা, প্রিয়
ইন্দ্রিয়চেতনা। ভাষাজননীর
কাছে ক্ষমা চেয়ে লিখি ঋক এই শূন্যতার।
ওদন কোথাও নেই, শিশু কাঁদে
আজও। যতটুকু খুদ ছিল বিদুরের ঘরে
নিয়ে গেছে ডিহিদার মামুদের চর
নামো রাত্রি , নামো। মুছে দাও এই
লজ্জাহীন আকাঙ্ক্ষার আয়ু!

২১
মৃত্যুকে যে বুকে নিয়ে এল সে-ই নচিকেতা
পথে-পথে ছড়িয়ে পড়েছে তার গোপন কৌতুক

কোথাও রয়েছে কোনো বিধুর আশ্লেষ
কোথাও ছিল কী কারো প্রতিশ্রুতি?

সব পথ আজ নিরালোক, দিগন্তে বিলীন
পথিকেরা শুধু জেনে নেয়
কতটা গভীরে আছে স্মৃতির কুহক, আর
রক্তরেখা থেকে
কতখানি দূরে পড়ে রইল অহল্যা-পাথর!

২২

ফুল , জাগো নি এখনো, শুধু পাতা ও কুঁড়ির
আলোড়নে জানি
বাজুবন্ধ খুলে-খুলে ফুটে উঠছে তোমার নিবিড় হাসি
এই কাঠ-পাথরের
গাঢ় সঙ্ঘারামে কেউ জেগে নেই তাই লিখি আজ
ইতিকথা, উদ্ভিদ-কল্পের জয়গান

২৩

খরায় পুড়েছে মাটি , শিকড়েরা
শুষে নেয় বিষ
এই, এই তো নির্লজ্জ ক্ষুধা, দহনের
বিভা ছড়িয়েছে
পাতায়-পাতায়, ঘাসে-ঘাসে
সূর্যাস্তের শোক

দেখি, ধুলোকণা জুড়ে শুধু মৃদু প্রতিবাদ

২৪

আল্লা মেঘ দে আল্লা পানি দে
খরাক্লান্ত মাঠে
দিয়ে যা রে বর্ষণের গান-গাওয়া মেঘ
রোদের ছলনা থেকে
বাঁচুক বাঁচুক বীজ, জাগুক লাঙল
নিয়ে আয় সুমঙ্গলী দিন
নাচুক , নাচুক সোহাগবদনী , আল্লা
মেঘ দে পানি দে ছায়া দে রে!

২৫

মায়া, ঘনিয়ে এসেছে

অকাল-বোধনে বর্ষা নিয়ে এল
সর্বহারাদের ভাষার যোগিনী

রোদে-পোড়া মাঠে ফুটে উঠল

ধানের অঙ্কুর

আজ, তবে মুছে যাক কথামালা
ঘনিয়ে আসুক ছায়া
পুরিয়া-কল্যাণে

২৬
সুখে থাকো প্রিয় ফসলের ঋতু, সুখে থাকো
যাযাবর আলো
সুখে থাকো বিবাহ-মঙ্গল, সুখে থাকো ধানের মর্মর
গ্রীষ্মের খামারে
নিয়ে এসো মেঘের গুঞ্জন, নিয়ে এসো ডানার বিস্তার
জরাতুর অন্ধকারে
নিয়ে এসো স্রোতের ইশারা, নিয়ে এসো ঘুড়ির আকাশ

২৭
নেই হারানোর মতো সুখ, নেই
দুঃখ পাওয়ার বন্ধুতা

কাগুজে উপমা থেকে সরে এল
খোঁড়াদের আয়ুষ্কাল

মেধা নেই দাহ নেই শুধু শুকনো খাতে
পড়ে আছে ভুল ভাষাবোধ

এই তো জীবন, মহাশয়, কায়াতরু থেকে
পাঁচখানা ডাল যায় পাঁচ দিকে

নেই হারানোর মতো সুখ, নেই
দুঃখ পাওয়ার বন্ধুতা

২৮
এসো অনাগত দিন, এসো ভূত-বর্তমান, এসো কৃতার্থতা
এসো আলোর অধিক , এসো আধুনিক, এসো মানুষ রতন
এসো লুপ্ত ভ্রূণ, এসো বিদূষক রাত, এসো ভূভুর্বস্বঃ

এসো বিসূচিকা দিন, এসো চর্ব্যচুষ্যপেয়, এসো ব্যাসকূট
এসো মধু ঋতু, এসো মেধাবী বিষাদ, এসো মুদ্রাস্ফীতি
এসো স্বেচ্ছাচার, এসো সন্ত্রাসের আয়ু, এসো ভ্রমণ-ছলনা
এসো আদিগন্ত শূন্য, এসো ছন্দলয় , এসো সুসময়, এসো

২৯
যতটা যাওয়ার ছিল, গিয়েছি। এবার
ফেরার সময় হলো। ফিরব,
ফিরে যাব, কোন্ দিকে? কোথায়, কোথায়?
পথ ছিল কোনোদিন, আজ
সেখানেই কেন বয়ে যাচ্ছে ক্ষুরধার নদী, কেন?
যেতে- যেতে কোথায় হারাল পথ
কেন এত নিরাশ্রয়?
ফেরার সময় হলো। ফিরব,
ফিরে যাব, কোন্ দিকে? কোথায়, কোথায়?
গিয়েছি, যতটা যাওয়ার ছিল। কেন,
এত দীর্ঘ যাওয়া কেন?

৩০
বিবিজান , আজ শোনো গ্রামীন কাহিনী
অন্নব্যঞ্জনের গাথা

লেখো, ছাওয়াল-কবিরা, আগে প্রথামতো
আচমন করো

লিখে, নিয়ে এসো ষোল উপচারে
বড়ো খিদে জঠর পোড়ায়

বিবিজান, লোককথা তাহলে শোনাই

৩১
ওকে দাও অন্নসত্র, সৃজন দিয়ো না
প্রিয় মাধ্যমিক , নাও
সুজাতার পরমান্ন, ফিরিয়ে দিয়ো না

যা আজ এসেছে
বোধিবৃক্ষমূলে , ঐ শ্রমণের
মাধুকরী থেকে
জেনে নিয়ো অন্নব্রহ্ম, ওকে আর
সৃজন দিয়ো না

৩২
'আমার সন্তান থাক দুধে-ভাতে'
এই কথা
রয়ে গেল খেয়াপারানির ছলোছলো
চোখে , যদি
পরিচয়হীন এই শ্রুতির প্রবাহ থেকে
কোনোদিন
উঠে আসে স্মৃতি, নৌকো-ভ্রমণের
বলে যেয়ো
সান্ত্বনার ছলে : 'শাকে-ভাতে থাকিবেক
তোমার ছাওয়াল!'

৩৩
এখনো শিকড়ে শুনি জলের বন্দনা
জ্বলে-পুড়ে
খাক হচ্ছে চৈত্রদিন, তাকে বলি
পূর্বমেঘ
এই তো আসন্ন, শুশ্রূষার বার্তা নিয়ে
যদি আসে
গাঁয়ের বউয়েরা, তাদের সিঁথিতে দিয়ো
এয়োতি-সিঁদুর
কাঞ্চন-কন্যার জল-ভরা দেখে ওরা গাইবে
মঙ্গল-গীতিকা
ওগো চৈত্রদিন, এল ওই নির্মাণের ঋতু
তাই শুনি
প্রতিটি শিকড়ে আজ জলের বন্দনা

৩৪

নক্ষত্রস্তবক নিয়ে চোখের মণি মিলিয়ে যাচ্ছে শূন্যে
দিগন্ত-অবধি নুয়ে পড়ছে আকাশের বৎসল নির্জন

নেই ডানার কাকলি, নেই পথরেখা

ছায়াপথ জুড়ে বেজে উঠল মণিটির আবহ-সঙ্গীত

৩৫

গান, ধানের শৈশব থেকে উঠে এলে
প্রতিটি গুঞ্জনে
ভাবি, সেই মঞ্জরী ভোরের স্পর্শে
কবে জেগেছিল

আলো , মন-পবনের নৌকো নিয়ে
যদি এলে আজ
ঢেউয়ের উজানে, সুবচনী কনে-বউ
আনো ব্রতকথা থেকে

পাখি, যাও, বলো তাকে, নবান্নের গানে
জেগেছি আমিও

৩৬

আনখ-ভৈরবী বাজে দিশার সন্ধানে
শুনি, পথরেখা
দিয়েছ মিশিয়ে সময়ের আভোগী গমকে
ভোর এল , এই
মীড় বেজে উঠল শিশিরে, স্পন্দনে
একে বলি পরম্পরা
বিধুর দূরত্বে যায় তবু প্রতিবার
ফিরে ফিরে আসে ঐ
কড়ি ও কোমলে। ভোর, তাই এল!

কৃষ্ণপক্ষ

রচনা : ৭ ডিসেম্বর ১৯৯২

শ্রী অঞ্জন সেন
শ্রী নির্মল হালদার
শ্রীমতী নন্দিতা ভট্টাচার্য
প্রীতিভাজনেষু

যখন গন্তব্য নেই, পথের সন্ত্রাসে হারিয়ে গিয়েছে পথিকেরা
এল সেই কৃষ্ণপক্ষ, সেই ছিন্নমস্তা কাল
শূন্যের ভেতরে খাড়া হয়ে উঠছে আরো বেআব্রু শূন্যতা , শূন্য থেকে
শূন্য তুলে নিই তবু রক্তবীজ শূন্যের তরঙ্গ
ঝাঁপিয়ে পড়েছে আর উপড়ে নিচ্ছে সময়ের শিকড়-বাকড়
এখন গন্তব্য নেই, এখন যাত্রাও নেই কোনো
শুধু হিম শূন্যতায় হারানো পথের ভাষ্য লিখে-যাওয়া
যখন সময় বিষে নীল আর উপ্‌ড়ানো শেকড় থেকে খসে পড়ছে
মাটির বিষাদ, এল সেই কৃষ্ণপক্ষ

এই অন্ধকার ছিল না যখন মানুষেরা পায়ে-পায়ে এগিয়ে গিয়েছে
দ্রাবিড়-নিষাদ আর কিরাতের দল
মিশে গেছে শক-হুন-যবনের স্কন্ধাবারে, গান্ধারে-কোশলে
কত স্থাপত্য-সঙ্গীতে মূর্ছনা উঠেছে বারবার
রক্ত-ঘাম ঝরাতে-ঝরাতে আলোর বুদ্বুদ থেকে পেয়ে গেছে পথিকেরা
বিশল্যকরণী, যাজ্ঞবল্ক্য মিশেছে কপিলে
এই অন্ধকার ছিল না যখন গৌড়বঙ্গে, আরাকানে সহজিয়া
সুর জেগেছিল বিপ্রলম্ভ বিরহের শ্লোকে
গুণরাজ খান আনন্দে মিশেছে দৌলত কাজীর গীতিকায়, চণ্ডীদাসে
কত আলাওল
আর কত শবর ও শবরীর প্রেম ভুসুকুর চর্যাগানে
কাঙাল বাঙালি পেয়েছিল আলোর ইশারা সেই নবম শতকে
আজকের অন্ধকার ছিল না তখন

আজ অন্ধকার লক্ষ কোটি ডানা মেলে উড়ছে
আর বিষাক্ত বাতাসে নিঃশ্বাস অসাড় হয়ে আসছে ক্রমাগত
বোবা ও বধির হচ্ছে প্রাণ
চোখের কোটরে মনি দ্যুতিহীন
যাবতীয় সুখ-অসুখের গেরস্থালি থেকে উঠে এসে অন্ধকার
চেটে-পুটে খাচ্ছে শেকড়ের আলো
তার ডানায়-ডানায় শুধু পথ-হারানোর গভীর দহন

এই প্রাণ পড়ে রইল পথের উপরে, উত্তরপুরুষ, শোনো
এই প্রাণ ধর্ষিত সত্যের
দ্যাখো , থ্যাঁৎলানো ঘাসের উপরে তবুও শিশিরবিন্দু, রেখে যাচ্ছি
দধীচির হাড় নির্লজ্জ বিশ্বাসে

অন্ধকার , আমাকেই বারবার দীর্ঘতম ভেঙে দাও কেন
কেন এত তীক্ষ্ণ আগ্রাসন
অস্থি-মজ্জা চুষে খায় এই লেলিহান রাত, কেন এত হিংস্র
আয়োজন ভেঙে দেয় আমার সমগ্র?
শ্মশানবন্ধুরা ফিরে যাচ্ছে ঘরে, চিতা কি নিভেছে তবে? কোথাও
জাগে কেউ? নীলকমল না সে লালকমল?
অন্ধকার, স্বজন-হারানো তাপে আর কত অরন্ধন জাগি, মেনে নিই
আর কত সামাজিক বিজ্ঞতার চতুর মুখোশ?

এই কৃষ্ণপক্ষ এল হরপ্পার ধুলো মেখে, অন্ধ মানুষের চোখে
এই কালো রাত নাম-গোত্রহীন, কণিষ্কের
কবন্ধ-শরীর থেকে পলাশীর মাঠ জুড়ে শুধু আঁধি দ্যাখে আর্যাবর্ত
সিদুঁরে-রাঙানো পটচিত্র থেকে লাফ দিয়ে নামে
সাধের দেবতা সূর্যকে বগলে পুরে, কিংবদন্তি থেকে উঠে আসে
মোহিনী আড়াল, গায়ে তার রামনামাবলী
এই রাতে হালেবিদ থেকে মথুরা অবধি মুছে গেছে স্থাপত্যের আলো
এই রাতে স্তোত্রপাঠ করে শুধু শববাহকেরা
এখন, পশ্চিমে শান্তি
এখন, দক্ষিণে শান্তি
আর শান্তি পুবে ও উত্তরে কারণ শ্মশানে-শ্মশানে
জ্বলছে চিতা
আর কবরে-কবরে দাফনের লাশ শুধু
নামাজ-এ-জানাজা
অর্থাৎ এখন শান্তি কল্যাণ হয়েই আছে
অন্ধকার , যদি ঘুমপাড়ানি মাসি-পিসি হয়ে নামলে এভাবে
বাবু আর বিবিদের মদির নয়নে কাজল পরাও
নামুক, নামুক তন্দ্রা, শান্ত ও নিস্পন্দ ঘুমে পার হোক রাত
শান্তি-সুখের নিদ্রা মোদের ধনমনিকে দিয়ো হে অন্ধকার

শিবা ও শকুনের উল্লাসে নাহয় কেঁপে উঠুক ইন্দ্রপ্রস্থ
সাকেত শহরে খিলখিলিয়ে নাহয় হাসুক পদ্ম
আর হাসতে-হাসতে ছুরি আমূল বসিয়ে দিক ঐ
মহেঞ্জোদাড়োর বুকে
হত্যার ভাস্কর্য দ্রুত ছড়িয়ে পড়ুক কামরূপ থেকে দ্বারকায়
এই তন্দ্রাতুর কৃষ্ণপক্ষে
খলবলিয়ে উঠুক পদ্মের তুমুল মুখোস রূপ কোঁয়রের দেশে
সারি-সারি চিতার আগুনে

বেওয়ারিশ লাশের কবরে
অজস্র মণিকর্ণিকা জাগুক ইতিহাসের ঐ ধ্বংসস্তূপে
মহল্লা কাঁপিয়ে হরিধ্বনি দিক
শববাহকেরা, গায়ে শুধু থাক রামনামাবলী

এখন মুষলপর্ব, প্রতি হাতে কুশ হয়ে উঠছে শানিত বল্লম
প্রতিটি আস্তিনে লুকিয়ে রয়েছে বাঘনখ
এখন মুষলপর্ব, ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার ফোঁটা বিষ হয়ে যাচ্ছে দ্রুত
প্রতিটি পথের বাঁকে ওঁৎ পেতে আছে গুপ্তঘাতকেরা
নতুন প্রভাসে এখন পদ্মবীজ ছড়িয়ে দিচ্ছে মহামারী
এখন রাতের আজান থেকে মাথা চাড়া দিচ্ছে
হিংসার স্থাপত্য
এখন সময় ক্রমাগত হাঁটছে পেছনের দিকে
যেখানে অন্ধ তমসাবৃত অসূর্যার দেশ
যেখানে শুধু আত্মহনন
অর্থাৎ এখন কল্যাণ শান্তি হয়েই আছে
আজ অন্ধ মানুষেরা খোঁজে অন্ধতর মানুষের প্রস্তাবনা
আজ নুলো মানুষেরা খুঁজে নেয় আরো-নুলো মানুষের ভিড়
এই চমৎকার সংঘের শরণ ভালো আজ
এই নিরপেক্ষ ধর্মের শরণ নিয়ে ভালো দখলের পতাকা উড়ানো
আকাশে-বাতাসে শুনছি জয়জয়কার
অশোকের লিপিমালা থেকে মুছে দিচ্ছি মহেন্দ্রের যাত্রা-বিবরণ
মুছে দিচ্ছি উদয়নকথা পুরোনো ভূগোল থেকে
ফুটে উঠছে আহা নতুন প্রতীক আর টীকা-ভাষ্য আর্য উপনিবেশে
এই কৃষ্ণপক্ষে রামানন্দ-কবিরের দোঁহা মুছে দিয়ে
লিখে নিচ্ছি নয়া কালাপাহাড়ের চরিতমানস, যেমন মিথিলা পুড়ে
ছাই হয়ে গেলে জনক জানান পোড়ে নি কিছুই
তেমনি নতুন বেদান্ত শিখি ভাঙনের আর রক্তমাখা ত্রিপিটক ছিঁড়ে
টুকরো-টুকরো ইটে লিখি রাম-নাম

জয় হে জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা, পাঞ্জাব-সিন্ধু-গুজরাট-মারাঠায়
উথ্‌লে উঠছে শান্তির জলধিতরঙ্গ
মিলিন্দের প্রজ্ঞা থেকে ফুটছে ঐ সোনালি কমল, আরো একবার
জাগল জাগল ডাকিনী-যোগিনী
জানাজার আয়োজন থেকে, জয় জয় বলো নিরপেক্ষ ধর্মের শরণে
মঠ আর গির্জার চূড়োয় নামুক নামুক অন্ধকার

আরো এক কালো রাত ছিল গোহপুরে, আগুনে দিয়েছি শিশুদের নারীদের
অভুক্ত শরীর স্বাহা অগ্নয়ে
ছিল আরো এক কালো রাত আরোয়ালে, দেওরালা গ্রামের মোচ্ছবে
নেচেছি গেয়েছি ইতি অগ্নয়ে
এই রাত নামল আবার আর্যাবর্ত জুড়ে, দিই তুলে যত আছে
কাঙালের খুদ ওম্ অগ্নয়ে
নামল এই রাত আসামের নির্জন পল্লীতে , মুম্বইয়ের বস্তিতে-বস্তিতে পোড়ে
মানুষের স্বপ্ন-সাধ স্বধা অগ্নয়ে
এই রাতে গান গায় রাইফেল, সাঁজোয়া গাড়ির পাহারায় পদ্ম ফোটে
ছাইরেণু মেখে ওম্ অগ্নয়ে
এই রাতে নেই তুলসীদাসের দোঁহা, নেই গুহক চাঁড়াল, নেই
অমৃতসমান কথা ইতি অগ্নয়ে
এই রাতে বন্ধু ভোলে সহজ বন্ধুতা, ভাই হাতে তুলে নেয়
ভাইয়ের মৃত্যু-পরোয়ানা স্বাহা অগ্নয়ে

যাব কোন্ দিকে? কোন দৃশ্যে ঢুকে পড়ব আমি?
যে-আমি মঞ্চের বাইরে ও ভেতরে
যে-আমি দৃশ্যের বস্তু ও আঙ্গিক
আমাকে স্বপ্নের কথা বলে যেতে দাও, বলে যেতে দাও
লোভ আর বিস্মৃতির কথা প্রতিদিন
কতবার হেরে যাই নিজের কাছেই , নিরুপায় টুকরো হতে হতে
প্রতিদিন খুঁজি ওষধির ঘ্রাণ এই সব বিপন্নতা
বলে যেতে দাও এখনো স্বপ্নের কাছে কেন ফিরে আসি?
যাব কোন্ দিকে? মুখোসে-মুখোসে ক্লান্ত হয়ে দেখি
আর কোনো মুখ নেই কোনোখানে
নিরুত্তর প্রশ্নের আঘাতে ভেঙে যাই, ভেঙে যাচ্ছি ক্রমাগত
ভেঙে যেতে-যেতে
আঁকড়ে ধরছি কবিতার এই তুচ্ছ খড়কুটো

বারুদের কটু গন্ধ নিয়ে জাগে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত দিন
যাব কোন্ দিকে? আগুনের গান শুনি
জলের গভীরে অর্থাৎ এখন
প্রত্যেকের মহান ভারতে তৃষ্ণার সন্ততি নেই কোনো , তৃষ্ণা আজ
ক্ষণিক প্রপঞ্চ
মুহুর্মুহু দৃশ্যের বদল হচ্ছে
মুহুর্মুহু ভেঙে যাচ্ছে বিশ্বাস, বন্ধুতা
গোপন কোটর থেকে ফনা তুলছে হাজার নাগিনী

ছোবলে-ছোবলে
বিষ ঢেলে দিচ্ছে অন্ধকার·
প্রতিটি অঙ্কুর ঝরে যাচ্ছে ভালবাসা থেকে আর প্রত্যেকের
ভূমিকা বদলে যাচ্ছে হিম শূন্যতায়
যাব কোন্ দিকে? আগুনের গান শুনি
জলের গভীরে

তেলের শিশি ভেঙেছে বলে খুকুর ওপরে আর রাগ করি না কেউ
ভেঙে-চুরে তছনছ করি জাতককথার পরম্পরা

সাগর-পেরিয়ে-আসা খোক্‌কসের কাছে চেয়ে নিই পক্ষিরাজ ঘোড়া
রুপোর কাঠির ছোঁয়া নিয়ে ঘুমোক নাহয় দশদিক
যতদিন বাঁচি সুখে বাঁচি কৌপিন-পরানো ভাগ্যের লীলায়
খোক্‌কসের দেশ থেকে নিয়ে আসি থোকা-থোকা
পদ্মেতে-লুকোনো সুতো-শঙ্খ সাপ, নিদালির রাতে পাকে-পাকে
জড়ালে জড়াক আছে বেঙ্গমা-বেঙ্গমী
এসো, পাশ ফিরে শুই
স্মৃতির ভারত ভেঙেছে ভাঙুক আছে পক্ষিরাজ
এসো, পাশ ফিরে শুই
যত রবি জলুক না দাউ-দাউ অযোধ্যায় কে বা আঁখি মেলে
পোড়ে তো পুড়ুক বুক
পিঠ এখনো রয়েছে এসো, পাশ ফিরে শুই
ছাই-ফেলতে ভাঙা কুলো তুলে আনি ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে
খাণ্ডব-দহন হবে খোক্‌কসের বরে

ইতিহাস গোলকধাঁধার মতো পথিক ভোলায় , গিরি-মরু-জলপথে
কারা আগে এসেছিল , কারা এল পরে?
লোহা দিয়ে তামাকে হটিয়ে কোন্ পুরন্দর কত রাজত্ব গড়েছে
কত রক্ত ঝরেছিল হরপ্পার প্রাচীন ধুলোয়
কান পেতে শোনো, কত অনার্য নারীর লুণ্ঠিত যৌবন হাহাকার
করেছিল লুঠেরা আর্যের পায়ে, কত শিশু
দাস হয়েছিল জন্ম জন্ম ধরে, পরিত্রাণহীন, বিজেতার বিলাসী বৈভবে
ডুবে গিয়েছিল মানুষের আদি-পরিচয়
গোলকধাঁধায় কবে ওরা হারিয়ে গিয়েছে, মিশে গেছে লোকায়ত
মুগ্ধবোধ আর যন্ত্রণার নিঃসঙ্গ সময়
কেউ জানে কবে কোন্ জৈন তীর্থঙ্কর আর শ্রমণের মাধুকরী পথে-পথান্তরে
ছড়িয়ে গিয়েছে? তিব্বতী লামার কালচক্রযানে

কতটা মিশেছে কৈবর্ত বিদ্রোহ? ঐ শৈব আগমের রহস্যমণ্ডল কাকে চায়?
পদ্মবীজ একথা জানে না, শুধু মুচড়ে ওঠে
ঘৃণায় -আক্রোশে তার রক্তাক্ত শরীর, ছেঁড়াখোঁড়া
ইতিহাস থেকে তুলে আনে
ক্রোধ ও হিংসার নষ্ট কথামালা

অন্ধ, জাগো , আর কত অন্ধকার চাই? প্রতিদিন
মৃত্যুর গরল মেনে নিয়ে
তর্ক-ছলে আর কত নিজেকে ভোলাবে? প্রতি রাতে
কাঁটাতার-ঘেরা এই অপমান ভুলে
স্মৃতির উজানে যদি যেতে চাও, কেন চাও? কতটুকু
আলো পেলে আঁধার শনাক্ত করা যাবে?

আলো, জন্মান্ধের কাঙাল বাসনা
আলো, বিনিদ্র রাতের ইস্তাহার
আলো, শেকল-ছেঁড়ার অফুরান পুনর্বিবেচনা
আলো , ধর্মাধর্মহীন ভাষার প্রণাম

ঘৃণায় উচ্ছিষ্ট হলো দিন
আক্রোশে উচ্ছিষ্ট হলো রাত
এই ঘৃণা শুধু ঘৃণা, তার কোনো প্রতিশব্দ নেই
ক্রোধ আজ শুধু ক্রোধ, আর কোনো রূপক চাইনা
আক্রোশে উচ্ছিষ্ট হলো রাত
ঘৃণায় উচ্ছিষ্ট হলো দিন

উদ্দালক যেমন জেনেছে
আর জেনেছে গৌতম
কেন অন্ধ সে-কথা জানো না অন্ন পথ, অন্নই পাথেয়
অন্ন ছাড়া সত্যের স্ফুরণ নেই
এই অন্ন রামে নেই, নেই রহিমেও
এই অন্ন চেয়েছিল ঈশ্বরী পাটনী অন্ন সাধ্য, অন্নই সাধন
ডিহিদার খুশি হলে অন্ন দেয়
কিংবা বাড়া ভাতে ছাই দিয়ে যায়
মুকুন্দরামের শিশু কাঁদে আজও
ওদনের তরে , সেই অশ্রু অন্নদা দেখে না অন্ন ভূমা, অন্নই দর্শন
শতাব্দীর রাক্ষসীবেলায়

খোক্‌কসের সেনাপতি নিদালি ছড়ায়
নিরন্ন ভারতে , ঘৃণায়-বিদ্বেষে
ক্ষুধাকে ভোলাতে অন্ন রাম, অন্নই রহিম
আর কত অন্ধকার চাই? অন্ধ, জাগো
অন্নের বন্দনা করো

কোন্ পথে শাক্যমুনি গিয়েছেন মহানিষ্ক্রমণে? কোন্ পথে
আত্মদীপ সারিপুত্র, লালন ফকির? শ্রীজ্ঞান অতীশ
আর পণ্ডিত রাহুল কোন্ পথে আলো জ্বেলে মানুষের সীমা
আরো বহুদূর বাড়িয়ে গেছেন? তবে এই কৃষ্ণপক্ষ কেন
নালন্দার দেশে? কেন এই হনন-রৌরব?
এখনো তো কবি অনাঘ্রাত ফুল খুঁজে পান পাথরে-মরুতে
এখনো তো জীবনের মথিত গোপন থেকে
জেগে ওঠে ভালবাসা, ভোরের ওঙ্কার।
সেই পথ তবে কোথায় হারাল গভীর গভীরতর এই অন্ধকারে?
কেন বা হারাল? কেন বন্ধু
ভুলেছে বন্ধুতা, সেঁকো বিষ তুলে দিচ্ছে কেন চুম্বনের ছলে?
পথ-ভোলা এই কৃষ্ণপক্ষে কোথায় নেমেছে, প্রীতিহীন?

জাগো সাত ভাই চম্পা , জাগো রে কিরণমালা
জাগো যৌথ উষ্ণতার স্বপ্নে, নতুন নির্মাণে জাগো
প্রতিটি অঘ্রান হোক নবান্নের
বর্ণমালা শিখে নিক শাকম্ভরী গান
যদি জাগো, অঙ্কুরিত হবে প্রাণের পিপাসা
আর স্বপ্নের আকাশ
যদি জাগো, বিচ্ছেদের বারমাস্যা থেকে সরে যাবে
ছায়া, আলোর সংকেতে
ঝড় ও আকাশ থেকে ভাষা নিয়ে জাগো
মৃত্যু ও আগুন থেকে জাগো, নতুন প্রতীক

ক্ষয় কী প্রকৃত সত্য? ক্ষয় কী আকাশ?
মেঘে-মেঘে ক্ষয়ের বীজাণু ঝরে পড়ে?
ঘাসে ক্ষয়ে, ফুলে ক্ষয়, ভ্রূণেও কী ক্ষয়ের সংকেত?
ঘৃণা কী একান্ত সত্য? ক্ষয় নেই শুধুই হিংসার?
কথা বলো সাত ভাই চম্পা, অঙ্কুরিত হোক প্রাণ
শস্যের ফাল্গুন, কথা বলো, আলোর বিন্যাসে
এই চূর্ণ সময়ের ঘোর থেকে জাগাও জিজ্ঞাসা

মানুষের ভাষা আজ কার কাছে নতজানু হবে?

বিষে-নীল এই মন্বন্তর, নিরঙ্কুর বীজে রাত গুল্মময় তবু
নিঃস্ব খামারের বুক চিরে জেগে ওঠে নিরীশ্বর চাঁদ!
ঝল্‌সে-যাওয়া ফসলের মাঠে কোন্ আলো খোঁজো, পূর্বমেঘ?
পাঁজরে মশাল জ্বেলে সময় সমিধ হলো , দ্যাখো!

অন্ধকার ঢেলেছি আখরে, অন্ধকারে দোহার খুঁজেছি
আতুরের পদাবলী থেকে কীভাবে জাগাব কাল-পুরুষের তরবারি?

কোথায় আমার হারিয়ে-যাওয়া পথ, ঝরে-যাওয়া স্বপ্ন
কোথায় তুমি, ঝরা পাতার বহ্ন্যুৎসব?
কোথায় আমার নিরবধি কাল, কুলশীলহীন অন্ধকার
কোথায় তুমি জলঝর্নার ধ্বনি?
কোথায় আমার অসমাপ্ত রূপকথা, ব্যক্তিগত বিষাদের ভার
কোথায় তুমি, ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চ?
কোথায় আমার সময়-পেরোনো দোঁহাকোষ, অনিঃশেষ
লোকায়ত সুখ
কোথায় তুমি আলোহীনতার অভিমান, কবিতার
কুশপুত্তলিকা?

এই কৃষ্ণপক্ষে এসো খুঁজি কোথায় মানুষ...
ধর্মের কুহকে নয়, ঘনকালো রাত্রির আবরণে নয়
যেখানে স্বপ্নের স্থাপত্য গড়েছে মানুষের ভাষা
সেখানেই বিনিময় করি হাসি, অশ্রু আর ক্ষমা চাই
মানুষের কাছে যে-মানুষ আলোর সন্তান...

কিংবদন্তির ভোর

তোমার মুখর স্পর্শে জেগে উঠি রোজ...

অজিতেশ ভট্টাচার্য
অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়
সুরজিৎ ঘোষ
বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য
সম্পাদক-এবরেষু

পালকের ছায়া

১

তোমার মোহর তুমি রেখে গেছ নির্জনতা জুড়ে

ভোরের প্রথম আলো, সূর্যাস্তের ক্লান্ত ছায়া
তোমাকে ফিরিয়ে আনে
প্রতিদিন

সমস্ত ধ্বনির মূলে তুমি সেই
গভীর ওঙ্কার
আজ শুধু নীরবতা দিয়ে গড়ি
তোমার প্রতিমা

সমস্ত নির্মাণে তুমি রেখে গেছ তোমার মোহর

২

প্রতিদিন ভোরের আজানে শুনি
তোমার মূর্ছনা
মাতৃহারা প্রহরের শোক জেগে থাকে
প্রতিটি সন্ধ্যায়

দিন চলে যায় দিনের নিয়মে

নিঃসঙ্গ রাতের কান্না শুনে
একা-একা ঝরে যাচ্ছে
স্মৃতির গ্রন্থনা

৩

পাখি-মা কুলায় ভেঙে উড়ে গেছে
পড়ে আছে পালকের ছায়া

এই সত্য মেনে নিতে বলে বিবেচক
পাখির সমাজ
খড়কুটো জুড়ে আছে যত উড়ালের স্মৃতি
সমস্ত অতীত

পালকের ছিল মেঘ ছিল আলো
ছিল তার
স্বপ্ন আর যন্ত্রণা মেশানো দীর্ঘতর
পরম্পরা

পাখি জানে আকাশের রেখা যত বড়ো
তত দূর অশ্রুর সীমানা
তাই খোঁজে পাখি-মাকে কনীনিকা থেকে
কুয়াশা ঝরিয়ে

৪

স্মৃতির ভাঁড়ার থেকে খুঁটে-খুঁটে তুলে নিচ্ছি
অনুপুঙ্খগুলি
প্রচ্ছদের ভার রয়ে গেছে শুধু স্নায়ুহীন
শূন্যের বিস্তারে

৫

শৈশবের চিতা জ্বলে লেলিহ আগুনে
পান্থপাদপের ছায়া মায়ের শরীরে পুড়ে যায়
পুড়ে যায় চোখের পাতায় বরাভয়, চন্দনের মতো
শান্ত ও মধুর ছোঁয়া, সর্বাঙ্গে জড়ানো ওম

সমিধ করেছি আজ শিশুকাল, কৈশোরের দুরন্ত বিকেল
তাঁর হাতে তুলে-দেওয়া দুধভাত, ক্ষমা ও কল্যাণ
সব ছন্দ সব গান সব ভাষা সমস্ত উত্থান পুড়ে যায়
ধিকি-ধিকি ছাইয়ের আগুন নেভাই উৎসারে

মাটির কলস ভেঙে ফিরে আসি কাঙালের মতো
অস্থি-অবশেষ নিয়ে রিক্ত জ্যোৎস্নায়
ক্লান্ত শরীর তখনো ঘিরে রাখে মায়ের আঁচল
কিছুই পোড়েনি তবু , কিছুই পোড়ে না।

৬
সবশেষে পড়ে থাকে নাভিপিণ্ড, নিরাকার ছাই
শ্মশানবন্ধুরা সব জানে
মাটিতে মিশিয়ে দেয় দ্রুত অবাস্তব অনুষঙ্গ যত
ঘড়া-ঘড়া জল ঢেলে ধুয়ে দেয়
চিতা-অবশেষ, দার্শনিক শঙ্করের ভাষ্য দিয়ে বলে
সব কাজ প্রথামতো করো!

মাটির কলস ঠুন্‌কো হাতে ভেঙে দিয়ে কাঁধে রাখে
সামাজিক হাত, বিজ্ঞ উচ্চারণে
শেখায় অভ্যাসের গাথা : শেকড়ের ঋণ ভুলে যাও
দ্যাখো না পেছন-ফিরে

পড়ে রইল চাঁদের কপালে চাঁদ টিপ দিয়ে যাওয়ার
শৈশব, কৈশোরের ছায়াতরু
পড়ে রইল কুয়াশা-সরানো রোদে সহজ মায়ার
আঁকিবুঁকি, দুধের সরের মতো স্মৃতি

নিভে গেছে চিতা, তবুও আগুন জ্বলে
পল-অনুপল
৭
কোলাহল শেষ করে উঠে যায় রুদালিরা
অশ্রুহীন চোখ মুছে নিয়ে
নির্বোধ আঙুল শুধু ছুঁতে চায় মায়ের চিবুক
কপালের ভাঁজ, অপার্থিব হাসি
নোলকের মতো তিল ছুঁয়ে ভাবি, একবার
এ আঙুল যদি হত ঘুম-ভাঙানিয়া
সোনার কাঠির মতো , প্রিয় তিলে চুমু খাই
যদি ভাঙে নিদালির ঘোর
তবু জাগে না জাগে না স্থির আঁখিতারা

মায়ের ঠোঁটের কোনে হাসির উদ্‌ভাস, তবু
একে কেউ বলে না বাস্তব
শবাধারে গাঢ়তর হয় শুধু মৃত্যুর হিমানি

উচ্ছল জ্যোৎস্নাকে মুচড়ে দেয়
তীব্র হরিধ্বনি, কালরাত্রি নেমে আসে
সন্তানের নিদ্রাহীন চোখে

চিতার আগুনে জ্ঞাতিকাষ্ঠ দিয়ে ঘরে ফেরে নিরুদ্বিগ্ন
ব্যস্ত প্রতিবেশী
সমস্ত স্থাপত্য ভেঙে হাহাকারে ফেটে যায় প্রতিধ্বনিহীন
ফিরে আয় ফিরে আয় ধ্বনি...

৮

দিনলিপি জুড়ে শুধু ছিদ্রহীন অসূর্যার অন্ধ অনুভব
এলিয়ে পড়েছে কথকতা
লাবণ্যের ভাষা শুষে নিয়ে রেখে গেছ নিথর মুহূর্ত শুধু
এই বার্তা তোমাকে জানাই

বেঁচে আছি তোমাকে ছাড়াই, এই ক্রূর উচ্চারণ
বড়ো হন্তারক বিষ-গুল্মময়
তোমার সমস্ত আলো অরুণ-বরুণ-কিরণমালাকে দিয়ে
মিশে গেছ অন্ধকারে, পারাপারহীন

অমোঘ বিদায় আজ যাপনের অনুপুঙ্খ হলো
তুমি আছ চিরদিন তবু নেই নেই নেই
নেই?
কেন নেই তুমি?

৯

সমস্ত রূপক ভেঙে দিচ্ছে অন্ধকার
সব ভাষা , সব আলো
গিলে খাচ্ছে তোমার এমন চলে-যাওয়া

পড়ে আছে স্পর্শধন্য অনুপুঙ্খগুলি
ভোরের আলোর মতো মায়ায় জড়ানো
স্মৃতি, তোমাতে বিলীন আজ

বাচাল শব্দের আয়তন ভেঙে দিয়ে
গভীর নৈঃশব্দ্যে মিশে যায়
একাগ্রী বিষাদ

শূন্যের বাস্তব শুষে নিচ্ছে রূপকের আয়ু

১০
তোমার অস্তিত্ব আজ আশ্বিনের রোদ
তোমার ভুবন মানে শস্যের বিস্তার
তোমার সহজ আজ প্রাণময় কোষ
তোমার চোখের মায়ায় আদিগন্ত নীল

প্রত্যেক মায়ের চোখে দেখি আজ
তোমার নীলিমা
প্রতিটি ফুলের প্রতিটি পাতার একান্ত উপমা
তোমাকেই জানে

তোমার অস্তিত্ব মানে টোড়ি ও ললিতে ভোর প্রতিদিন
তোমার তুলনা খুঁজে-খুঁজে শব্দেরা নিঃশব্দ হলো আজ

১১
কথা নয়, কথা নয় কোনো
অশ্রুর তর্পণে
আজ ধুয়ে যাক সব বাচালতা
পাতার মর্মরে
জেগে থাক আমার মায়ের হাসি
পদ্মের কোরক
ঘিরে থাক রোজ মায়ের প্রতিমা
লাবণ্য জাগুক
প্রতীকের আড়ম্বর মুছে দিয়ে
বালকবেলার
অনুপুঙ্খগুলি আজ ধুয়ে যাক তাঁর
চোখের জ্যোৎস্নায়

১২
তোমার একান্ত মায়া গভীর গভীরতর
হয়ে এল
খণ্ডিত বসুধা জুড়ে, নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে
বিষাদ সহজ
হয়ে গেলে কেউ কেউ ফিরে যায়
অভ্যাসের
নিপুন বয়নে, কখনো বা গাছের কোটরে
বলে যায়
মেনে নিতে হবে এই রূঢ় অবসান
নিয়মের
পাঁজিপুথি জেনে , আর কেউ কেউ
দেখে শুধু
অনুপুঙ্খময় ছায়ার সঞ্চার

সময়-পিশাচ

১
যতটুকু লিখি, শুধু শূন্য। আজ
সব কথকতা থেকে
নিভে যায় আলো। যাকে লিখি
সে আসলে শূন্যের পরিধি
নেই, কোনোকেন্দ্র নেই। শুধু
নেই-টুকু আছে , এই জানা
শূন্যকেই গাঢ় করে দেয়। লিখি
এই শূন্যের দোহাই দিয়ে

২
মাটি ও শস্যের মধ্যে আজ কোনো
মুখ দেখাদেখি নেই,
শুধু কিছু নম্র শোক আঁচল বিছিয়ে দেয়
প্রতিদিন, শিশুদের
গভীর কান্নার সুরে জেগে ওঠে ক্ষুধা
স্তনে দুধ নেই

দানাপানি নেই বছর-বিয়োনি মায়েদের
খামারের স্মৃতি নিয়ে
আকালের রাত গাঢ় হয়ে ওঠে, কাঙালের
অবসন্ন গানে!

৩

ঠুক্‌রে ঠুক্‌রে ছিঁড়ে-খুঁড়ে খেয়ে নিচ্ছে কারা হাড়-মাংস
আমাদের মেধা-মজ্জা সুখ ও অসুখ
শকুনের ভোজসভা এরকম হয়, হয়ে থাকে
ফসলের মাঠ ছিল কোনোদিন, আপাতত ভাগাড়ের
বিপুল বিস্তারে কোথাও রয়েছে পালকের স্তূপ
কোথাও বা ফিন্‌কি দিয়ে ওঠে রক্তের প্রবাহ আর দ্যাখো ঐ
মাছিদের ওড়াউড়ি
প্রতিদিন আলোর পাঁজর ছিঁড়ে এভাবেই আসে অন্ধকার
প্রতিরাত এই নিয়ে যাই ঘুমের ভেতরে

এই বাকে বৈভব নেই, রূপকের অবভাস নেই

৪

যে-কোনো শেকড় থেকে বুঝে নিই
কতদূর ছড়িয়েছে
আগুনের আঁচ, মাটির আদলে এত
ছাই আর কালো রঙ দেখে
জানি , এই ঋতু হননের পরিহাসে ভরা
হাসতে-হাসতে দ্যাখ
শ্মশানে গড়িয়ে পড়ছে শববাহকেরা
কোনো ফুল নেই
অক্ষরের চিতায় দেওয়ার মতো
পোড়া খই
কোথায় ছড়াব, সোনামনি!

৫

মুঠো-ভর্তি ধুলো, কেন একে এতদিন পরাগ ভেবেছি!

সময় জহ্লাদ হলো ভেঙে দিয়ে রূপোর কাঠিকে

জাগি, জেগে থাকি আজ

খড়ের প্রতিমা, তাকেই ঈশ্বরী ভেবে নিজেকে সঁপেছি!

৬

সমস্ত আড়াল খুলে ভাষা
নিয়ে এল
ক্রোধ ঘৃণা তৃতীয় বিশ্বের
হাওয়ায় বারুদ, গর্ভকোষে
যন্ত্রণার
তুমূল সিম্‌ফনি নিয়ে এল

মা, আমার মা, ভাষা থেকে
সব বাচালতা
তুলে নিয়ে ফিরিয়ে দে শৈশবের ভোর

ভাষা , আজ শুধু দহন শেখাও

৭

এই সার্কাস-শহরে ঘুমিয়ে পড়েছে
সমস্ত মুখোশ
এবার সময় হলো , মুখগুলি নেমে এল
সিঁড়ি বেয়ে , আর
একে একে উঠোন পেরিয়ে সোজা যেদিকে
দুচোখ যায়, যেতে-যেতে
পথ আর আকাশের সঙ্গে মিশে গেল

পাশ ফিরে , ঘুমোতেই থাকল মুখোশেরা

৮

সমাপ্তি-রেখাকে ছুঁয়ে ফিরে আসি
প্রতিবার, সামান্য ভনিতা করে
মেনে নিই হেরে যাওয়া

যত ভাবি নতুন আঙ্গিকে শুরু হবে
ভাষা ও বয়ন
সেই এক কথা এক হাসি একই ভব্যতা
ফিরে-ফিরে আসে

সমাপ্তি-রেখাকে ছুঁয়ে ভেঙে যায়
বিষণ্ণ অক্ষর
৯
দিকে দিকে সুখের বিকল্প হয়ে এসময়
ফোটে ঐ রাত্রি-কথা
ভিক্ষাপাত্র নিয়ে আজও জাগে বিচিত্র স্বদেশ

কার কাছে বার্তা নিয়ে যাই
নচিকেতা, ফিরে এসো মানুষের অন্তিম প্রণয়ে

১০
রেখেছে আগুন ঘিরে প্রতিদিন
পুড়ে পুড়ে কালো হলো রাত
এই তো এখন দিনলিপি
ভাষা, আর কত জানাবে নগ্নতা?

নাম নেই গোত্র নেই পরিচয় নেই কোনো
ছিঁড়ে-খুঁড়ে আলো, গান
এল কোন্ সময়-পিশাচ? ভেসে যাই
প্রলয়-পয়োধি জলে

মায়া-দর্পণের বুকে টুকরো-ছবি?
সে কী আমি!
ভাষা, আর কত জানাবে শূন্যতা?
১১
অস্ত্রের টংকার মুছে দিয়ে
মেঘমালা
আনো, আনো নীরবতা
ঝরে যাক

মানুষের ক্লান্ত দুঃখ রাশি

যেদিকে দু'চোখ যায়
শুধু পথ
আর, পথের দু'পাশে
খরা-পোড়া মাঠ

নির্জন হয়েছে যাত্রারেখা
এবার না হয় নামুক শ্রাবণ

১২
একা গাই লাঙলের বারমাস্যা
ভোঁতা শব্দের ফলকে
লিখে রাখি কৃষি-সমাচার

শস্যের ফলনে ফিরে এসো
মনসামঙ্গল গীতি
সপ্তডিঙা মধুকর নিয়ে জাগে কালিদহে

আনো হেঁতালের লাঠি নিছনি নগরে
লিপিকর, লেখো এই গৌড়গাথা

গাই লাঙলের বারমাস্যা
আর, লিখে রাখি কৃষি-সমাচার

১৩
পুঁথি থেকে আখরেরা ছিটকে পড়ছে রোজ
হাওয়ায় মিলিয়ে যাচ্ছে খরোষ্ঠী অক্ষর সুতনুকা লিপি
পরিব্রাজকের লাঠি আর কমন্ডলু নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে সব
পাঠ-পাঠান্তর , চৌত্রিশ-ভনিতা থেকে সরে যাচ্ছে দ্রুত
রোদ আর মেঘের আশ্রয়, ফুল্লরার বারমাস্যা থেকে খসে পড়ছে
দুখ-জাগানিয়া শ্রুতি, সবুজের আভাহীন পোড়া এ বাথানে
ফিরে আসবে কী কখনো লীলা কঙ্ক হারামনি হাসানরাজার ঘরদোর
শূন্যের মাঝারে শুধু নিরুত্তর আখরেরা উড়ে যাচ্ছে হাওয়ায় হাওয়ায়

১৪
ভাঙা সাঁকো, কবেকার কাঠ-চেরাইয়ের স্মৃতি নিয়ে জাগে
গিঁটে গিঁটে গভীর সন্ন্যাস, আজ দুলছে সাঁকো ,দুলে দুলে
সব একান্ত বিষাদ, পুরোনো শৈবাল ঝেড়ে ফেলে দিচ্ছে নিচে
অনেক নিচুতে শুকনো খাত, জলরেখা নেই কোনোখানে
কোনো শোক নেই, ছায়া নেই, খরখরে বালি ও পাথর
জমে আছে শুধু, নেই কোনো পাখিদের ওড়াউড়ি, ধু ধু
হাওয়া লোফালুফি করে বালি , ছিটকে দেয় বালির স্তব্ধতা
অনেক উপরে ঐ ভাঙা সাঁকো দুলে দুলে ঝেড়ে ফেলে
আরো কিছু পুরোনো শৈবাল , ফিরে যায় ভ্রমণকারীরা
ফের এক কাঠ-চেরাইয়ের আয়োজন নিয়ে আলোচনা করে
১৫
এই শব্দ আমার
এই শূন্যতা সে-ও আমার

ফিরে এসো বন্ধুরা
আজ নিছক বানিয়ে-বানিয়ে
ভালো কথাগুলো বলে যাও

শুনি বৃষ্টির মর্মর
শুনি কবেকার নাচ-গান গল্পগাথা

এই শূন্য আমার
বাচালতা, সে-ও তো আমার
১৬
আর কত বাকি আছে ভার?

যতই নির্মাণ করি, সমস্ত কুহক
ঝরে গেছে কাঠামোর খড়

ফিরে আসি ভাষার আকাশে, দেখি
একটি-দুটি তারা ফুটে আছে

আছে শস্যের যন্ত্রণা এই দিন-অবসানে

১৭

যাই। ব্যর্থ দিন আর কৃপণ রাতের গাথা
লিখে রাখি।

স্পর্শ রেখে যাও ওগো নিশীথিনী। ভোর এল
চোখের কোটরে

যাই। কারো কাছে নয়, শুধু পথে ভেসে-ভেসে
ভাবি সমস্ত প্রতীক

রয়ে গেছে আগুনে-ঝলসানো অক্ষরের স্তূপ। এই নিয়ে
যাই কবি-সম্মেলনে

এ কী জয় নাকি পরাজয়? শুধুই স্রোতের কাছে
ঋণ মেনে নিই

১৮

এই মাটি ফুঁড়ে জল উঠেছিল কোনোদিন
অফুরান গণ্ডুষে-গণ্ডুষে
জল-ভ্রমে আগুন খেয়েছি, আর
মাটির ভনিতা দিয়ে ঢেকে রেখেছি কুহক
এভাবে সময় যায় কথনের ছলে
বাক্য থেকে মেধা ঝরে গেছে, তবু
শব্দের বাকল ছিঁড়ে-খুঁড়ে
পদ্যের সংকেত খুঁজি রোজ

খুঁজতে-খুঁজতে ভুলে যাই ফেলে-আসা পথ
মাটির বিষাদ আর জলের বিজ্ঞতা

দেখি, রয়ে গেছে শুধু টুটো-ফাটা
স্মৃতির আদল

১৯
লিখি পোড়া তৈজসের ভাষ্য, লিখি
আগুনের পাদটীকা
কত রঙ মেখেছ হিংস্রতা
ভব্যতার মুখোশ শেখাও

এই, এই আমাদের লিখন-প্রণালী
দিনে বিদূষক হই, রাতে দার্শনিক

ভাঙা এ কলমে লিখি সমাচার
আত্মহননের

২০
এই ভাষা চাতক পাখির
এই ভাষা গহন ঋতুর

কতখানি বর্ণচোরা আলো
পাঁজরের অন্ধকার থেকে জেগে ওঠে রোজ
সেই সব লিখে নিই বর্ণপরিচয়ে
শোকে, পিপাসায়

এই ভাষা ফিরে-ফিরে আসে ঘাস-ফড়িঙের
পাখায় পাখায় আর
আকাশের মেঘে-মেঘে শস্যের বাসনা নিয়ে

এই ভাষা পিপীলিকা-প্রাণে, এই ভাষা মৃত্যু-ইশারায়

২১
পথ জেগে ওঠো
কোজাগরি রাত রেখে গেছে ভাষার পাথেয়

খুব ভোরে যেতে হবে
বাথানের আলোড়ন পড়ে থাকছে আঙিনায়

শুধু শেকলের ক্লান্ত ছায়া যাত্রা-সহচর
আর মর্মছেঁড়া আলো

এসো পথ, নিজেকে জাগাও

২২

আর কতবার গড়া হবে স্বরলিপি
ভাষা-গুল্ম থেকে? যদিও ইশারা ছিল
ফসলের , ভিক্ষুকের জন্যে নেই
বাগর্থের মায়া! শুধু দিগন্ত রাঙিয়ে যায়
শেষ আলো, বিহানবেলার। আর কত
লিখি ভার নিথর আন্ধারে?

২৩

জ্বলে-পুড়ে খাক হচ্ছে শ্মশান-চণ্ডাল, তার
ভূত-ভবিষ্যৎ, সবশেষে
যতটুকু ছাই পাওয়া যাবে, কোনো আর্তি
খোঁজো না সেখানে
কোনো পীড়নের স্মৃতি নেই, ক্লেদ নেই মড়কের
বাসনার পারম্পর্য নেই
ভাষার নরক থেকে ভেসে আসে ঐ
চণ্ডালের শ্মশান-গীতিকা

২৪

কথা ফুরিয়েছে। প্রাকৃত সাঁঝের বেলা
মুড়িয়েছে নটেগাছ আর ধানের সুন্দর। ভালো,
এবার তাহলে নাচ হোক বৌ-ঝিয়ের, মাঘ-মণ্ডলের
রাতে এইসব দেখে শুনে ফের শুরু করি ভাষ্য
ব্রত-গাথা দিয়ে। বাগর্থের মন্ত্র শিখে নিই আজ
খাঁ খাঁ মাঠ , শূন্য গোলা, আকাশ-পিদিম থেকে।
ভোর হোক আরো একবার, লাঙলের নতুন ফলকে
বীজ স্পর্শ খোঁজে আজ, খোঁজে ঊষার আভাস!

কিংবদন্তির ভোর

১
এসো, কিংবদন্তির ভোর, আহিরভৈরবী নিয়ে
ব্রাত্য জীবনের কথকতা ঢেকে দাও
আলোর সংকেতে
আজ ভুলে যাই স্রোতের ব্যর্থতা
দেখি, নতুন আদল ফিরে-ফিরে আসে
জলের প্রবাদে...
২
নোনামাটি থেকে অঙ্কুরের পাঠ নিই
আর, উপকূল থেকে
শিখে নিই বয়নের টানা ও পোড়েন
এই, এই তো পিপাসা
সব পরিভাষা ভেঙে দেয় রোজ
শুধু অন্নজল আর চলার রূপক থেকে
জেগে ওঠো শাকম্ভরী দিন...
৩
জল গোপন বার্তার মতো বয়ে যাচ্ছে
ঢেউয়ে-ঢেউয়ে সন্ধাভাষা
আর শ্যাওলা-পাথরের গায়ে পুঞ্জ পুঞ্জ
স্মৃতির জাঙাল
তবুও সমস্ত ক্লান্ত প্রতিবেদনের ভাষা
মুছে দেয় জল
প্রতীকের কৃতি ও গ্রন্থনা নিঃশব্দে ফুরোয়
বয়ে যায় জল, জলের স্বভাবে....
৪
হে আলো, প্রণাম
অন্ধকার, তোমাকেও সেলাম সেলাম

বিন্দু-বিন্দু মৃত্যু, প্রতিরাত
প্রতিদিন প্রতিশব্দহীন ক্ষয়

ওষধি খুঁজেছি, নেই কোনো
বিশল্যকরণী

এই চক্রব্যূহে সাত রথী নয়
বন্ধুরা ঘিরেছে
এই তীর শিখন্ডীর আর এই ক্ষত
দিয়েছে ফাল্গুনী

অন্ধকার, তোমাকে প্রণাম
হে আলো , সেলাম

৫

তাতে পুড়ে যাচ্ছে চোখ
ঝলসে যাচ্ছে জিহ্বা
এই সমাচার আজ, শোনো

দাঁত থেকে নখ থেকে
উথ্‌লে উঠছে বিষ
ভাষা থেকে খুঁটে-খুঁটে তুলে নিচ্ছি
উড়ালের স্মৃতি

তাতে পুড়ে যাচ্ছে চোখ
ঝল্‌সে যাচ্ছে জিহ্বা
এই সমাচার আজ, শোনো

৬

আজ, প্রতিটি মুহূর্ত জুড়ে
অতিজীবিতের শোকবার্তা
প্রতিদিন মেনে নিই অসুখের
দীর্ঘ পরম্পরা
রোজ, নিজেই নিজের শব বয়ে আনি
মুখে ছোঁয়াই আগুন

যাক, পুড়ে যাক স্নায়ু
একাগ্নী বিষাদে

৭
হলুদ লণ্ঠন, দুলে-দুলে উঠছে
বালকবেলার
গানের ইশকুল থেকে, ফরফর করে
উড়ে যাচ্ছে
নোটেশন-ভরা খাতা আর সূর্যাস্তের
জটিল মুহূর্ত সব
মনে পড়ে পউষের মেড়ামেড়ি রাত
আমাদের কচিকাঁচা
প্রেমপত্রগুলি , খসড়ার স্তূপ থেকে
উঠে-আসা বিরহ-বিরহ খেলা
মনে পড়ে , হলুদ লণ্ঠন, বয়ঃসন্ধি জুড়ে
স্বপ্ন আর দ্বিধার প্রস্তুতি
৮
এখন নির্জন। মধ্যদুপুরের গভীর স্তব্ধতা! মাঝে-মাঝে
আকাশের লিরিক-বিহীন মেঘে বৃষ্টির সংকেত। শুধু এই। তবু
রোদে-পোড়া মাঠে নাগরিক মেধা খোঁজে ভাষার পুরাণ। এই বার্তা
নিয়ে এল গৌড়বঙ্গে মফঃস্বলবাসী... শেকড়ের টানে
জাগো, রাত্রির চুম্বনে জাগো, জাগো সমস্ত স্তব্ধতা ভেঙে, জাগো
নির্মিতির সজল নবীন
৯
বহু কথা বলা হলো , এখন সঞ্চার
অন্ধকারে জেগে থাক আভা

আভা, শ্মশানের শেষ চিতা থেকে
রেখে যায় মুঠো-মুঠো ছাই
ছাই সমস্ত মুখোশে মেখে নিই
প্রতিটি গ্রন্থিতে তবু ক্ষত

ক্ষত, মিশে যায় দিনের গভীরে
১০
জন্মান্ধের কাছে কেন ধুলো
কেন বা হেমন্ত
বিনিদ্র রাত্রির রূপকথা লিখি
টীকা-ভাষ্য দিয়ে
এই, এই তো উৎসব, এই
আমাদের যাপনের কথা...

১১

ধূলোকে চুম্বন করি নুয়ে যেতে-যেতে
লিখি দোঁহাকোষ
গ্রীষ্মের দুপুর আর শ্রাবণ-লাবনি নিয়ে লিখি পাশাখেলা
আর, খেয়াপারানির কড়ি গুনে নিই
লিখি ব্রতপালনের
গাথা, অভিশাপ, মৃত্যু ও সময়
হারানো এ-জীবনের পাণ্ডুলিপি রেখে যাই
নির্বোধ রাত্রির দিকে বয়ে যেতে-যেতে

১২

এই গাথা, অজস্র মৃত্যুর
নিঙড়ে নিক মুহূর্তের পরম্পরা

বাচালতা থেকে সরে যাক ভাষা
শিখে নিক মেঘের গোধুলিকাল

এই গাথা একাকী রাত্রির
শুষে নিক বিন্দু বিন্দু স্মৃতির ক্ষরন

১৩

ভাবো, অনুশাসনের বাগর্থ ভেঙেছি
আর সভ্যতার কোলাহল থেকে
সরিয়ে নিয়েছি সাবেক গ্রন্থনা, এবার শৈশব
পিপাসা শেখাবে
ধান ও জলের সুন্দর লিখি আজ, কতদিন
গেল খরার পাঁচালি আর
স্বগতোক্তি নিয়ে, প্রতীকের ভাষা খুঁজে-খুঁজে
এখন তাহলে উৎসে ফিরে যাক
চেতনাপ্রবাহ, শুনি শবর-শবরীকথা সুষুম্না-সংসার
দেখি মুখ লালকমলের
দেখি মুখ নীলকমলের

১৪

আলো হোক, আলো হোক, আলো হোক, আলো

মুহূর্তের সমস্ত পিপাসা মুছে নিয়ে
লেখো রাত্রি
লেখো জয়
লেখো আকাশ লেখো আকাশ লেখো হে আকাশ

স্পন্দন, তোমাকে শিখি
ধূলো, তোমাকেও
গাঢ় চুম্বনের দাগ ঘাসে-ঘাসে, দিনের পরিধি জুড়ে
শিখি এই প্রকাশের আয়ু

আলো হোক, আলো হোক, আলো হোক, আলো

১৫

জল ফিরে যাচ্ছে উৎসে। এখানেই শুরু হলো
সন্ধাভাষা। এই ভাষা রাত্রি-সহচর।
ভুসুকুর ভাত নেই আজও। ফুটো হাঁড়ি থেকে
গলে গেছে রূপকের আয়ু। ক্রিয়া নেই
বিশেষণ নেই। শুধু ন্যাংটো অভিধার ছায়া
পড়ে আছে কঙ্কাল-শহরে। জল আজ
ফিরে যাচ্ছে উৎসে। মোহানার দিকে তার
যাওয়া নেই আর। খালি হাতে
ফিরে আসে কাহ্নপাদ শবরীর কাছে। ভাষা থেকে
খসে পড়ছে সন্ধানের আলো।

১৬

পুড়ে যাচ্ছে আঁখি-তারা, ইড়া ও পিঙ্গলা
ধ্যান ভেঙে যায়, কায়াতরু
থেকে জেগে ওঠে কামমোহিতের শ্লোক
এই পরম্পরা আজ শিখে নিচ্ছে
রূপান্তর, তবু দাহ থেকে যায় পুরোনো রিপুর
পাঁচ শাখা যায় পাঁচ দিকে
খামারের বুক চিরে, কোষে-কোষে , মাটি ও হাওয়ায়
পুড়ে যাচ্ছে স্মৃতিবীজ ধ্যানের প্রহর
ও আঁখি ও তারা ....

প্রথম পঙ্‌ক্তির বর্ণানুক্রমিক সূচি

প্রথম পঙ্‌ক্তি	কাব্যগ্রন্থ	পৃষ্ঠা
অই চিতা প্রখরতা তুলে নিল নখে	তুমি সেই পীড়িত কুসুম	৬০
অস্ত্রের টঙ্কার মুছে দিয়ে	কিংবদন্তির ভোর	১২৫
আগুনের কাছে এত দ্রুত যাবে	তুমি সেই পীড়িত কুসুম	১৩
আজ টেলিফোন বেজে উঠেছে আবার	ঐ	২৬
আদিম মাতা, তোমার লোল জিহ্বা	আসন্ন শুশ্রূষার বার্তা	৯৮
আজ, ঘরে- ঘরে, সংঘবদ্ধ বেজে উঠছে	তুমি সেই পীড়িত কুসুম	৬২
আজ প্রতিটি মুহূর্ত জুড়ে	কিংবদন্তির ভোর	১৩২
আজ বৃষ্টি, আকাশের নিচু তলায়	তুমি সেই পীড়িত কুসুম	৪৮
আজ ভেঙে গেছে ফাঁকা ফ্রেম	কবচ কুণ্ডল	৬৭
আজ লঘু মুহূর্তের ঘোরে	তুমি সেই পীড়িত কুসুম	৪১
আজ সমস্ত দিন হাত ধুয়ে ধুয়ে	ঐ	২৫
আনখ ভৈরবী বাজে দিশার সন্ধানে	আসন্ন, শুশ্রূষার বার্তা	১০৪
আমাদের প্রত্যেকের চোখে এই	তুমি সেই পীড়িত কুসুম	৫৮
আমার নিজস্ব কুশপুত্তলিকা	তুমি সেই পীড়িত কুসুম	৪৩
আমার সন্তান থাকে দুধে ভাতে	আসন্ন, শুশ্রূষার বার্তা	১০৩
আমার সমস্ত ভেঙে তুমি দীর্ঘ হতে চাও	তুমি সেই পীড়িত কুসুম	৫৩
আর কত বাকী আছে ভার	কিংবদন্তির ভোর	১২৭
আর কত বার হবে স্বরলিপি	ঐ	১৩০
আলো খুঁড়ে খুঁড়ে ছায়া	কবচ কুণ্ডল	৬৭
আলো হোক, আলো হোক	কিংবদন্তির ভোর	১৩৫
আল্লা মেঘ দে আল্লা পানি দে	আসন্ন, শুশ্রূষার বার্তা	১০০
আহত স্বপ্নের ক্ষোভে ফেটে গেছে	তুমি সেই পীড়িত কুসুম	১৯
আহারে চোখ তোর শহরে	ঐ	৫৬
এই আলো গোপন মুদ্রার মতো	কবচ কুণ্ডল	৮৬
এই গাথা অজস্র মৃত্যুর	কিংবদন্তির ভোর	১৩৪
এই ঘরে লাব্যণ্যর বীজ	তুমি সেই পীড়িত কুসুম	৩৫
এই তো নবীন জল	কবচ কুণ্ডল	৬৯
এই তো বিষাদ সিন্ধু	আসন্ন, শুশ্রূষার বার্তা	৯৮
এই পথে ধুলোর শুশ্রূষা	ঐ	৯৭
এই বিপুল নৈঃশব্দ্য জুড়ে	কবচ কুণ্ডল	৬৯
এই ভাষা চাতক পাখির	কিংবদন্তির ভোর	১২৯

এই মাটি এই মেঘ এই বনভূমি	তুমি সেই পীড়িত কুসুম	১৩
এই চিতা প্রখরতা তুলে নিল নখে	তুমি সেই পীড়িত কুসুম	৬০
এই মাটি ফুঁড়ে জল উঠেছিল কোনোদিন	কিংবদন্তির ভোর	১২৮
এই শব্দ আমার	ঐ	১২৭
এই সার্কাস শহরে	ঐ	১২৪
এই হাতে কুঠার উঠেছে	কবচকুণ্ডল	৭২
একজন কবি কলম হাতে নিয়ে	তুমি সেই পীড়িত কুসুম	৪৯
একটু একটু পুড়ছি যাতে	তুমি সেই পীড়িত কুসুম	৫২
একদিন নিঃশব্দ তুষার-পতনে শান্তগ্রাম	তুমি সেই পীড়িত কুসুম	৫৯
এক শান্ত বিবরণ ফিরে ফিরে আসে	আসন্ন, শুশ্রূষার বার্তা	৯৪
একা এত একা নয় যতটুকু ওরা ভেবেছিল	তুমি সেই পীড়িত কুসুম	২৩
একা গাই লাঙলের বারমাস্যা	কিংবদন্তির ভোর	১২৬
এখন নির্জন, মধ্য- দুপুরের গাড়ির স্তব্ধতা	ঐ	১৩৩
এখনো কি পাথর গড়িয়ে নামে জল	তুমি সেই পীড়িত কুসুম	৫৬
এখনো রাত্রির দিকে ঘন হয়ে আসছে	তুমি সেই পীড়িত কুসুম	৩৭
এখনো শিকড়ে শুনি জলের বন্দনা	আসন্ন, শুশ্রূষার বার্তা	১০৩
এতো ধুলো আর ছাই বাতাসে উড়েছে কেন	কবচকুণ্ডল	৭০
এলোমেলো বাহির এবং ঘর	তুমি সেই পীড়িত কুসুম	৫১
এসো অনাগত দিন, এসো ভূত-বর্তমান	আসন্ন, শুশ্রূষার বার্তা	১০১
এসো , এখানে দিবস-রজনী	কবচকুণ্ডল	৭৮
এসো, কিংবদন্তির ভোর, আহির-ভৈরবী নিয়ে	কিংবদন্তির ভোর	১৩১
এসো ঢেউ বড়ো ঢেউ মেজো ঢেউ	কবচকুণ্ডল	৭৬
এসো, রোদ এখনো মধুর	তুমি সেই পীড়িত কুসুম	৩৬
এসো সখা, হৃদপিণ্ডে ছবির	কবচকুণ্ডল	৭৬
ও আমার গভীর মুখর অন্ধকার	ঐ	৬৪
ওকে দাও অন্নমত্র,সৃজন দিয়ো না	আসন্ন, শুশ্রূষার বার্তা	১০২
ওগো পাতা ওগো আলো ওগো রাত্রি	কবচকুণ্ডল	৮২
ওড়ে ছাই ওড়ে , বাসি দিন	ঐ	৬৮
ওহে মন, চলো নিজ নিকেতনে	ঐ	৮৯
কখন বকুল ফোটে , কখন বকুল	তুমি সেই পীড়িত কুসুম	৫৫
কতটুকু দিয়েছিলে আগুনের সহজ অভ্যাসে	কবচকুণ্ডল	৮৩
কতটুকু যেতে পারি, ঠিক কতটুকু	তুমি সেই পীড়িত কুসুম	৩০
কথা নয়, কথা নয় কোনও	কিংবদন্তির ভোর	১২১
কথা ফুরিয়েছে। প্রাকৃত সাঁঝের বেলা	ঐ	১৩০
কথা শেষ হয়ে এল	কবচকুণ্ডল	৮৮
কলমের ওষ্ঠ ছুঁয়ে ফিরে যাচ্ছে	ঐ	৭০

কাকে দিই কী ভাবে বা দিই	ঐ	৯০
কার কাছে প্রতিদিন ফিরি	আসন্ন, শুশ্রূষার বার্তা	৯৪
কাল রাতে যিশু খ্রিষ্ট নেমে এলেন	কবচ কুণ্ডল	৮০
কিছু নেই যা প্রকৃত মাটিও আকাশের	আসন্ন, শুশ্রূষার বার্তা	৯৬
কী করে ভোলালে তাকে	তুমি সেই পীড়িত কুসুম	২২
কেউ এল আমাদের ঘরে	ঐ	৪৩
কেউ তো আমার মুখ দেখেনা	ঐ	১৪
কেন যে নির্মোক খুলে দিয়েছিলে	ঐ	৩৬
কোলাহল শেষ করে উঠে যায়	কিংবদন্তির ভোর	১১৯
ক্ষয় হলো চোখের জ্যোতিষ্ক	আসন্ন, শুশ্রূষার বার্তা	৯৪
খড়ের জাঙাল ভেঙে উড়ে যাচ্ছে	কবচ কুণ্ডল	৮১
খরায় পুড়েছে মাটি, শিকড়েরা	আসন্ন, শুশ্রূষার বার্তা	১০০
খোলা। কথার বয়ন খোলো	ঐ	৯৮
গাছের সংসারে ছিল কাঁচা-খেকো রোদ	তুমি সেই পীড়িত কুসুম	২৩
গান, ধানের শৈশব থেকে উঠে এলে	আসন্ন, শুশ্রূষার বার্তা	১০৪
গূঢ় সংকেতের মতো আলো এসে ছুঁয়ে যায়	কবচ কুণ্ডল	৮৬
চৈত্রবীথিকায় ওড়ে অশালীন রেণু	তুমি সেই পীড়িত কুসুম	২৮
ছিল রোদ ছিল গান ছিল	কবচ কুণ্ডল	৭২
ছোট্ট একটা ইচ্ছে ছিল	তুমি সেই পীড়িত কুসুম	৫১
ছোট্ট পর্দাঘেরা ঘর কেঁপে উঠল	ঐ	২৪
জটিল বৃষ্টির আলো দুঃখকেই	ঐ	২৯
জন্মান্ধের কাছে কেন ধুলো	কিংবদন্তির ভোর	১৩৩
জল গোপন বার্তার মতো বয়ে যাচ্ছে	ঐ	১৩১
জল ফিরে যাচ্ছে উৎসে	ঐ	১৩৫
জাগো জাগো তৃষ্ণা জাগো জাগো অন্ধকার	ঐ	৯৬
জ্বলে-পুড়ে খাক্ হচ্ছে শ্মশান-চণ্ডাল	কিংবদন্তির ভোর	১৩০
ঠুক্‌রে ঠুক্‌রে ছিঁড়ে-খুঁড়ে খেয়ে নিচ্ছে	ঐ	১২৩
ঢালো ঢালো এই বিষের কলস	কবচ কুণ্ডল	৯০
তাকে তুমি শূন্য খাঁচাটাই শুধু দিয়েছিলে	তুমি সেই পীড়িত কুসুম	১৮
তাত্বে পুড়ে যাচ্ছে চোখ	কিংবদন্তির ভোর	১৩২
তাহলে, লিখি না হয় ভালোলাগা	কবচকুণ্ডল	৬৬
তুই আমায় নির্বাসন দিয়েছিস দে	তুমি সেই পীড়িত কুসুম	২০
তুমি , অমিতাভ, ভুল পথে	ঐ	২৭
তুমি বলেছিলে বৃষ্টি দেবে	ঐ	৩৫
তুমি যে গান শুনিয়েছিলে	কবচ কুণ্ডল	৭৪
তুমি সেই পীড়িত কুসুম	তুমি সেই পীড়িত কুসুম	২২
তুমিই আমার ব্যক্তিগত নির্জনতা	তুমি সেই পীড়িত কুসুম	১৭

তৃষ্ণার কী ভাষা আছে কোনো	কবচ কুণ্ডল	৮৯
তোমার অস্তিত্ব আজ আশ্বিনের রোদ	কিংবদন্তির ভোর	১২১
তোমার একান্ত মায়া গভীর গভীরতর	ঐ	১২২
তোমার মোহর তুমি রেখে গেছ	ঐ	১১৭
তেড়ে-ফুঁড়ে শহর কাঁপিয়ে ছুটে যায়	কবচ কুণ্ডল	৭৩
দিকে-দিকে সুখের বিকল্প হয়ে	কিংবদন্তির ভোর	১২৫
'দিন যায়' একথাটা কতবার বলা হলো	কবচ কুণ্ডল	৭৫
দিনলিপি জুড়ে শুধু ছিদ্রহীন অসূর	কিংবদন্তির ভোর	১২০
দিনের পাপের ভারে নুয়ে পড়ছে	তুমি সেই পীড়িত কুসুম	৪২
দিনের মুখোস থেকে চতুরতা লিখে নেয়	কবচ কুণ্ডল	৭১
দুঃখের অধিকার তোমাকে কে দিয়েছে	তুমি সেই পীড়িত কুসুম	৫২
দূরান্তের চূর্ণ হাহাকারে ওড়ে	ঐ	৩৭
ধুলোকে চুম্বন করি নুয়ে যেতে যেতে	কিংবদন্তির ভোর	১৩৪
ধুলোর শরীরে	কবচ কুণ্ডল	৮৭
নক্ষত্র নিয়ে চোখের মনি মিলিয়ে যাচ্ছে	আসন্ন শুশ্রূষার বার্তা	১০৪
নচিকেতা ফিরে এল দক্ষিণ দুয়ার থেকে	কবচ কুণ্ডল	৮৮
নতুন জাতক আমি, ভূমি পুত্র	ঐ	৮১
নদীর কাছে নারীর কাছে	তুমি সেই পীড়িত কুসুম	১৭
না, নিবাদ, না! প্রতিষ্ঠা তোমারই হবে	আসন্ন, শুশ্রূষার বার্তা	৯৯
নাসপতি বাগানে ঐ যে উঠেছেন চাঁদমামা	কবচকুণ্ডল	৭৯
নির্জন আমাকে আরো নির্জন করেছে	তুমি সেই পীড়িত কুসুম	৪৭
নিঃশব্দ জলের তোড়ে ভেসে যাচ্ছে	তুমি সেই পীড়িত কুসুম	১৪
নেই , আমার আকাশে আর নেই	কবচকুণ্ডল	৬৫
নেই হারানোর মত সুখ	আসন্ন, শুশ্রূষার বার্তা	১০১
নোনা মাটি থেকে অঙ্কুরের পাঠ নিই	কিংবদন্তির ভোর	১৩১
পথ জেগে ওঠো	ঐ	১২৯
পথের ভনিতা যদিও ফুরোলো	তুমি সেই পীড়িত কুসুম	৩২
পাখি-মা কুলায় ভেঙে উড়ে গেছে	কিংবদন্তির ভোর	১১৭
পাহাড় তোমার চূড়ো দেখলে	তুমি সেই পীড়িত কুসুম	২১
পুড়ে যাচ্ছে আঁখি-তারা, ইড়া ও পিঙ্গলা	কিংবদন্তির ভোর	১৩৫
পুঁথি থেকে আখরেরা ছিটকে পড়ছে রোজ	ঐ	১২৬
পুঁথি শালা থেকে ছিটকে পড়ছে পুরনোরজন্য	কবচকুণ্ডল	৭১
পোড়াতে পারে না আগুন এত হিম	কবচকুণ্ডল	৮৯
প্রতিদিন চোখের ভেতরে জমে ওঠে	তুমি সেই পীড়িত কুসুম	৩৮
প্রতিদিন ঠিকানা বদল	কবচকুণ্ডল	৬৭
প্রতিদিন ভোরের আজানে শুনি	কিংবদন্তির ভোর	১১৭
ফসলের কথা বলে না এখন	আসন্ন, শুশ্রূষার বার্তা	৯৯

ফিরে এসো মন্থরতা সজল দিনের	তুমি সেই পীড়িত কুসুম	২১
ফুরিয়েছে সব কথা	কবচ কুণ্ডল	৬৮
ফুল, জাগোনি এখনও	আসন্ন, শুশ্রূষার বার্তা	১০০
ফুল যে হঠাৎ ফুটেছে	তুমি সেই পীড়িত কুসুম	১৫
বড়ো অবেলায় এলে নরম ফুলেরা	তুমি সেই পীড়িত কুসুম	১৬
বড়ো নিদানের বেলা এল	তুমি সেই পীড়িত কুসুম	৩২
বহু কথা বলা হলো, এখন সঞ্চার	কিংবদন্তির ভোর	১৩৩
বাজো প্রাকৃত-বচন, বেজে ওঠো	আসন্ন, শুশ্রূষার বার্তা	৯৫
বাতাবি লেবুর গন্ধে ফেটে পড়ছে গাছ	তুমি সেই পীড়িত কুসুম	৬১
বারোমাসে তেরটি পার্বন দাও	আসন্ন, শুশ্রূষার বার্তা	৯৫
বিবিজান, আজ শোনো গ্রামীণ কাহিনী	আসন্ন, শুশ্রূষার বার্তা	১০২
ভাঙনের গাথা লিখি, লিখি রূপকথা	কবচকুণ্ডল	৬৫
ভাঙাসাঁকো, কবেকার কাঠ-চেরাইয়ের স্মৃতি	কিংবদন্তির ভোর	১২৭
ভাবো, অনুশাসনের বাগার্থ ভেঙেছি	ঐ	১৩৪
ভিত নড়ে উঠেছে। উঠুক	তুমি সেই পীড়িত কুসুম	১৯
ভিত খুঁড়ে খুঁড়ে দেখি শিকড়েও	আসন্ন, শুশ্রূষার বার্তা	৯৬
ভূমধ্য-বসুধা থেকে একটু একটু করে	তুমি সেই পীড়িত কুসুম	৫৯
মনে এল, নীল নবঘন আষাঢ়, সেদিন	আসন্ন, শুশ্রূষার বার্তা	৯৭
মনে পড়ে, সব মুদ্রাদোষ মেনে নিয়ে	আসন্ন, শুশ্রূষার বার্তা	৯৭
মাটি ও শস্যের মধ্যে আজ কোনো	কিংবদন্তির ভোর	১২২
মাত্রাহীন নিরন্ন বিষাদে জল পড়ে	তুমিসেই পীড়িত কুসুম	৩৮
মায়াপুতুলেরা জেগে ওঠে রোজ	কবচ কুণ্ডল	৮৫
মায়া, ঘনিয়ে এসেছে	আসন্ন, শুশ্রূষার বার্তা	১০০
মুঠো-ভর্তি ধুলো, কেন একে এতদিন	কিংবদন্তির ভোর	১২৩
মৃত্যুকে যে বুকে নিয়ে এল	আসন্ন, শুশ্রূষার বার্তা	৯৯
মৃদু বৃষ্টিপাতে কাল খামারের	তুমিসেই পীড়িত কুসুম	৫৭
মূলাধার ভেদকরে জেগে উঠেছে	তুমি সেই পীড়িত কুসুম	৩৯
মেধাবী আঁধার উপড়ে নিচ্ছে আমাদের	আসন্ন, শুশ্রূষার বার্তা	৯৪
যখন গন্তব্য নেই, পথের সন্ত্রাসে	কৃষ্ণপক্ষ	১০৭
যতই উড়ুক ছাই, জানি	কবচকুণ্ডল	৮৫
যতই গোপন কথা বলি	তুমি সেই পীড়িত কুসুম	৩১
যতটা যাওয়ার ছিল, গিয়েছি	আসন্ন, শুশ্রূষার বার্তা	১০২
যতটুকু লিখি, শুধু শূন্য	কিবদন্তির ভোর	১২২
যদি ছাই হয়ে যাই দিনের তিমিরে	তুমি সেই পীড়িত কুসুম	৩১
যদিও ধর্মের কল নড়ে উঠছে রোজ	কবচ কুণ্ডল	৭৩
যাই। ব্যর্থ দিন আর কৃপণ রাতের গাথা	কিংবদন্তির ভোর	১২৮

যাই সুষুপ্তির ঈষৎ আমিষ-দেশে	তুমি পীড়িত কুসুম	৩৩
যাবরে সঙ্গীতে যাব ভঙ্গিতে ভুলিয়ে	কবচকুণ্ডল	৭১
যে কোনো শেকড় থেকে বুঝে নিই	কিংবদন্তির ভোর	১২৩
যে জলে ভেসেছে সংসার	তুমি সেই পীড়িত কুসুম	৫০
যেতে যেতে মুহূর্তে বৈভব ভ্রমে	কবচ কুণ্ডল	৬৬
রাত্রি গভীর। খেলা ভেঙে দাও	তুমি সেই পীড়িত কুসুম	৫৭
রেখেছ আগুন ঘিরে প্রতিদিন	কিংবদন্তির ভোর	১২৫
লিখি পোড়া তৈজসের ভাষ্য	ঐ	১২৯
লোহার বাসব ছিল তবুও তো	তুমি সেই পীড়িত কুসুম	৩৪
শীত এল, নিয়ে এল	ঐ	৫৪
শীতের উনোন ছুঁয়ে বসে আছে	ঐ	৪২
শুকনো পাতার ডালে এসো নবঘনশ্যাম	কবচ কুণ্ডল	৮৭
শৈশবের চিতা জ্বলে লেলিহ আগুনে	কিংবদন্তির ভোর	১১৮
শোনো এই রম্যকথা, আজীবন	আসন্ন শুশ্রূষার বার্তা	৯৩
শ্যাম রাখি না কূল আজ	কবচ-কুণ্ডল	৭৭
সকালে এ-পথ দিয়ে একজন শ্রমণ	তুমি সেই পীড়িত কুসুম	৩০
সত্য হয়ে ওঠো আলো	কবচ-কুণ্ডল	৮৫
সন্ধ্যা, নামো ক্লান্ত মানুষের চোখ ছুঁয়ে	আসন্ন, শুশ্রূষার বার্তা	৯৩
সবশেষে পড়ে থাকে নাভিপিণ্ড	কিংবদন্তির ভোর	১১৯
সমস্ত আড়াল খুলে ভাষা	ঐ	১২৪
সমস্ত প্রকাশ্য পথ রুদ্ধ হয়ে যায়	তুমি সেই পীড়িত কুসুম	২৯
সমস্ত রূপক ভেঙে দিচ্ছে অন্ধকার	কিংবদন্তির ভোর	১২০
সমাপ্তি-রেখাকে ছুঁয়ে ফিরে আসি	ঐ	১২৪
সারাক্ষণ , এই গরমের ছুটি	তুমি সেই পীড়িত কুসুম	২৪
সারাজীবন পাথর বইতে হবে	ঐ	২০
সারারাত তুমি পুড়েছিলে, এইবার ওঠো	ঐ	১৮
সুখে থাকো প্রিয় ফসলের ঋতু	আসন্ন, শুশ্রূষার বার্তা	১০১
স্মৃতি আজ ভারমুক্ত, স্মৃতি এখন স্বাধীন	কবচকুণ্ডল	৮৪
স্মৃতির ভাঁড়ার তেকে খুঁটে খুঁটে তুলে নিচ্ছি	কিংবদন্তির ভোর	১১৮
স্রোতের আবর্ত থেকে রোজ	তুমি সেই পীড়িত কুসুম	৪০
হলুদ অলিন্দ ছুঁয়ে ভিখিরির কৃপণ আধুলি	ঐ	৩৯
হলুদ লণ্ঠন, দুলে-দুলে উঠছে	কিংবদন্তিরভোর	১৩৩
হারে অলস মৌনতা, হার তন্দ্রালীন	আসন্ন, শুশ্রূষার বার্তা	৯৫
হে আলো প্রণাম	কিংবদিন্তর ভোর	১৩১

কাব্যপরিচয়

তুমি সেই পীড়িত কুসুম

প্রকাশক : শ্রী প্রশান্ত মিত্র। নবার্ক। ডি সি ৯/৪ শাস্ত্রীবাগান, পোঃ দেশবন্ধুনগর কলকাতা ৭০০০৫৯

নবার্ক সংস্করণ : শ্রাবণ ১৩৯৪ (জুলাই ১৯৮৭)

রচনাকাল : ১৩৮০—১৩৯৩

প্রচ্ছদ : শ্রী অপরূপ উকিল

মুদ্রক : শ্রী অসীম সাহা। দি প্যারট প্রেস।

৭৬/২ বিধান সরণী, ব্লক কে ১, কলকাতা ৭০০০০৬

স্বত্ব : শ্রীমতী স্বপ্না ভট্টাচার্য

কবিতা সংখ্যা। ৫২। পৃষ্ঠা ৬৪। দাম পনেরো টাকা।

বইয়ের ভূমিকায় কবি জানিয়েছেন :

" 'তুমি সেই পীড়িত কুসুম' যখন প্রকাশিত হয়েছিল, নানা ডামাডোলের মধ্যে সংকলনের প্রতি সুবিচার করতে পারি নি। নতুন সংস্করণের অনিবার্য প্রয়োজন যদিও অনুভব করেছি, অনেকদিন কেটে গেছে প্রস্তুতিতে। পুরোনো বই থেকে কিছু কিছু কবিতা বাদ দিয়ে বিভিন্ন লিটল ম্যাগাজিন থেকে নতুন কবিতা গ্রথিত করেছি। পীড়িত কুসুমের মূল অনুভব যেহেতু নানা স্বরন্যাসে এসব কবিতায় অভিব্যক্ত, নবার্ক সংস্করণে সংকলনের পুরোনো নামটি বজায় রইল।

অগ্রজ কবি শ্রদ্ধেয় শ্রী বিরাম মুখোপাধ্যায় যদি আন্তরিকভাবে আগ্রহী না হতেন, সুষ্ঠু প্রকাশনার আকাঙ্ক্ষা হয়তো বা অপূর্ণ-ই থেকে যেত। রূপদক্ষ প্রকাশক হিসেবে তিনি বিশ্রুতকীর্তি, তাঁকে মামুলি ধন্যবাদ জানাব না। তাঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। যাদের যত্ন ও পরিশ্রম ছাড়া প্রাথমিক পাণ্ডুলিপি তৈরি করা অসম্ভব ছিল, তাদের কাউকে বাচনিক কৃতজ্ঞতা জানাতে পারছি না। কেননা এদের একজন আমার ভাই তমোজিৎ, আর অন্যজন— শংকর দেব, স্নেহভাজন ছাত্র। এছাড়া কবিতা কপি করে দিয়েছে স্নেহাস্পদ নুপূর ও পার্থ। চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপি দেখে সুচিন্তিত মতামত জানিয়ে সাহায্য করেছেন বন্ধু চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য। খুব যত্ন নিয়ে প্রুফ দেখেছেন শ্রীমতী মমতা চাকী, তাঁকে অশেষ ধন্যবাদ। গত চোদ্দ বছরের রচনা থেকে যখন পাণ্ডুলিপি তৈরি করছি, অগ্রজ কবি শক্তিপদ ব্রহ্মচারী ও 'অনিশ' সম্পাদক শ্যামলেন্দু চক্রবর্তীকে মনে পড়েছে বারবার। সেই সঙ্গে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন লিটল ম্যাগাজিনের কাছে এই সুযোগে আমার ঋণ স্বীকার করছি। বিশেষভাবে মনে পড়ছে কবিবন্ধু অরুণকুমার চন্দকে । আজ সে আর নেই;তার অনুপস্থিতি বড়ো মর্মান্তিকভাবে বুঝতে পারছি— আরো অনেক দিন বুঝব।"

সংযোজন

ঐ ভূমিকায় উল্লিখিত শতক্রতু সংস্করণের বর্জিত কবিতাগুলি এই অংশে ছাপা হয়েছে।
শতক্রতু সংস্করণ : শ্রীপঞ্চমী ১৩৮৪
রচনাকাল : ১৩৮০—১৩৮৩
প্রকাশক : শ্রীমতী স্বপ্না ভট্টাচার্য। শতক্রতু প্রকাশনী। শ্রীগৌরাঙ্গ পল্লী। শিলচর ৭৮৮০০২
প্রচ্ছদ : শ্রীময়নূল হক বড়ভুঁইয়া। নজরুল কটেজ। ধানখেতি।
শিলং ৭৯৩০০৩ (শিল্পীর 'টেনশন' ছবি অবলম্বনে)
মুদ্রক : শ্রী নিশীথেন্দ্র নারায়ণ ঠাকুর। ঠাকুর প্রেস। বিবেকানন্দ রোড। শিলচর ৭৮৮০০৪
স্বত্ব : শ্রীমতী স্বপ্না ভট্টাচার্য
কবিতা সংখ্যা : ৫০। পৃষ্ঠা ৬২। দাম : চার টাকা

কবচকুণ্ডল

প্রকাশক : শ্রী রণবীর পুরকায়স্থ। শতক্রতু প্রকাশনী। ৩৯০ দক্ষিণদাঁড়ি রোড
কলকাতা ৭০০০৪৮
প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৯২
প্রচ্ছদ : শ্রী ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
মুদ্রক : সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইনডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড। ১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট। কলকাতা- ৭০০০৭২
স্বত্ব : শ্রীমতী স্বপ্না ভট্টাচার্য
কবিতা সংখ্যা ৪৭। পৃষ্ঠা ৬৪। দাম পনেরো টাকা।

আসন্ন, শুশ্রূষার বার্তা

প্রকাশক : শ্রী বিনয় চক্রবর্তী। ছাতিমতলা। এস. সি. সিন্‌হা রোড। পুরুলিয়া ৭২৩১০১
প্রথম প্রকাশ : ১ আষাঢ় ১৩৯৯
রচনাকাল : অগ্রহায়ণ ১৩৯৮-জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৯
মুদ্রক : সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইনডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড। ১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট। কলকাতা- ৭০০০৭২
স্বত্ব : শ্রীমতী স্বপ্না ভট্টাচার্য
কবিতা সংখ্যা ৩৬। পৃষ্ঠা ৪০। দাম : দশ টাকা।

কৃষ্ণপক্ষ

প্রকাশক : শ্রী বিনয় চক্রবর্তী। ছাতিমতলা। এস. সি. সিন্‌হা রোড। পুরুলিয়া ৭২৩১০১
প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১৩৯৯ (বইমেলা ১৯৯৩)
রচনাকাল : ৭ ডিসেম্বর ১৯৯২
মুদ্রক : সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইনডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড। ১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট। কলকাতা ৭০০০৭২
স্বত্ব : শ্রীমতী স্বপ্না ভট্টাচার্য
কবিতা সংখ্যা : একটি দীর্ঘ কবিতা। পৃষ্ঠা ২০। দাম : পাঁচ টাকা।

কিংবদন্তির ভোর

প্রকাশক : শ্রী সমীরণ মজুমদার। অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ। টি ৪ বিধাননগর । মেদিনীপুর ৭২১১০১
প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৯৭ (কলকাতা বইমেলা)
রচনাকাল : ১৯৯০-১৯৯৬
প্রচ্ছদ : শ্রী প্রণবেশ মাইতি
মুদ্রক : নিউ সুধীর নারায়ণী প্রেস । ১৬ মার্কাস লেন। কলকাতা ৭০০০০৭
স্বত্ব : শ্রীমতী স্বপ্না ভট্টাচার্য
কবিতা সংখ্যা : ৫২। পৃষ্ঠা ৬৪। দাম : কুড়ি টাকা।